ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবা খাতে দুর্নীতি
জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭

৩০ আগস্ট ২০১৮

সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা-নির্বাহী ব্যবস্থাপনা পরিষদ, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

বিশেষজ্ঞ দল
অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবদ্যালয়*
অধ্যাপক ড. সেকান্দার হায়াত খান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক এ.কে এনামুল হক, *ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মো. ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, *গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
ফারহানা রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, *গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মোহাম্মদ নূরে আলম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, *গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মো. জুলকারনাইন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, *গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
কুমার বিশ্বজিত দাশ, ম্যানেজার-গবেষণা ও তথ্য, *গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
নাজমুল হুদা মিনা, অ্যাসিটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, *গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণায় বিশেষ সহযোগিতা
শাহজাদা এম আকরাম, আবু সাইদ মো. জুয়েল মিঞা, মো. রেযাউল করিম, দিপু রায়, তাসলিমা আক্তার, এস এম মনজুর-ই-খোদা, জুলিয়েট রোজেটি, শাম্মী লায়লা ইসলাম, মো. শাহ্নূর রহমান, মহুয়া রউফ, গোলাম মহিউদ্দিন, মোরশেদা আক্তার, মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ, মো. মাহমুদ হাসান তালুকদার, জাফর সাদেক চৌধুরী, মো. গোলাম মোস্তফা, মো. খোরশেদ আলম, মো. রবিউল ইসলাম, নিহার রঞ্জন রায়, মো. মুস্তফা কামাল, মো. শহিদুল ইসলাম, মো. আলী হোসেন, অমিত সরকার

তথ্য ব্যবস্থাপনা
ফারহানা রহমান
মোহাম্মদ নূরে আলম
মো. জুলকারনাইন
মো. মুস্তফা কামাল

সম্পাদনা
শাহজাদা এম আকরাম

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ
গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

অধ্যায় ১. ভূমিকা ও জরিপ পদ্ধতি **১২-১৫**
১.১ প্রেক্ষাপট ১২
১.২ জরিপের যৌক্তিকতা ১২
১.৩ জরিপের উদ্দেশ্য ১২
১.৪ জরিপের আওতা ১৩
১.৫ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন ১৩
১.৬ জরিপের সময়কাল ১৪
১.৭ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ১৪
১.৮ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ১৫

অধ্যায় ২. খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য **১৬-১৯**
২.১ খানার বৈশিষ্ট্য ১৬
২.২ খানা প্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় ১৬
২.৩ খানা প্রধানের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৭
২.৪ খানা প্রধানের পেশা ১৭
২.৫ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য ১৮
২.৬ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৮
২.৭ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয় ১৮

অধ্যায় ৩. সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র **২০-২৭**
৩.১ সেবা খাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র ২০
৩.২ দুর্নীতির ধরন ২০
৩.৩ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ ২১
৩.৪ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ ২১
৩.৫ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ২২
৩.৬ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য ২৩
৩.৭ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লিঙ্গ ও বয়স ভেদে দুর্নীতি ২৫
৩.৮ খাত ভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৫ - ২০১৭ ২৬

অধ্যায় ৪. খাতওয়ারী দুর্নীতির চিত্র **২৮-৬৭**
৪.১ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ২৮
৪.২ পাসপোর্ট ৩০
৪.৩ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ৩৩
৪.৪ বিচারিক সেবা ৩৫
৪.৫ ভূমি সেবা ৩৭
৪.৬ শিক্ষা ৩৯
৪.৭ স্বাস্থ্যসেবা ৪২
৪.৮ কৃষি ৪৫
৪.৯ বিদ্যুৎ ৪৯
৪.১০ গ্যাস ৫১
৪.১১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ৫৩
৪.১২ বীমা ৫৮
৪.১৩ কর ও শুল্ক ৬০
৪.১৪ ব্যাংকিং ৬১
৪.১৫ এনজিও ৬৪
৪.১৬ অন্যান্য ৬৬

অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ **৬৮-৬৯**
পরিশিষ্ট **৭০-৯৩**
পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ও এলাকাভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস ৭০
পরিশিষ্ট ২: ২০১৭ সালের খানা জরিপে অন্তর্ভুক্ত গ্রাম বা মহল্লার অবস্থান ৭০
পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার ৭১

	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার শতকরা হার	৭১
পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার শতকরা হার	৭২
পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন সেবা খাতে গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	৭২
পরিশিষ্ট ৭: প্রাক্কলন	৭২
পরিশিষ্ট ৮: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে সেবাগ্রহীতার হার ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	৭৩
পরিশিষ্ট ৯: বিভিন্ন সেবাখাতে সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	৭৩
পরিশিষ্ট ১০: জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র	৭৪

সারণির তালিকা

	পৃষ্ঠা
সারণি ১.১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বন্টন	১৪
সারণি ২.১: খানা প্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	১৭
সারণি ২.২: খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যত	১৭
সারণি ২.৩: খানা প্রধানের পেশা	১৭
সারণি ২.৪: তথ্যদাতার ধরন	১৮
সারণি ২.৫: তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৮
সারণি ২.৬: গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভেদে খানাপ্রতি গড় আয় ও ব্যয়	১৯
সারণি ৩.১: বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়ম- বহির্ভূত অর্থের হার ও পরিমাণ	২১
সারণি ৩.২: জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ	২২
সারণি ৩.৩: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১৫ ও ২০১৭ এর জরিপের তুলনা)	২৬
সারণি ৩.৪: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার হার	২৬
সারণি ৪.১: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা অনুযায়ী সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি	২৯
সারণি ৪.২: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি	২৯
সারণি ৪.৩: বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি	৩৪
সারণি ৪.৪: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার ধরন	৩৫
সারণি ৪.৫: বিভিন্ন আদালতভেদে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি	৩৬
সারণি ৪.৬: বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি	৩৮
সারণি ৪.৭: ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি	৩৮
সারণি ৪.৮: শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪১
সারণি ৪.৯: শিক্ষা সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার	৪২
সারণি ৪.১০: স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ, দুর্নীতির শিকার ও গড় ঘুষের পরিমাণ	৪৩
সারণি ৪.১১: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার	৪৪
সারণি ৪.১২: কৃষি সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি	৪৬
সারণি ৪.১৩: কৃষি সেবার ধরনভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি	৪৭
সারণি ৪.১৪: কৃষি খাতে সার প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ	৪৭
সারণি ৪.১৫: কৃষি খাতে বীজ প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ	৪৭
সারণি ৪.১৬: বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৫০
সারণি ৪.১৭: বিদ্যুৎ খাতে সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৫০
সারণি ৪.১৮: গ্যাস সেবায় সেবাভেদে দুর্নীতি শিকার হওয়া খানার হার	৫৩
সারণি ৪.১৯: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি	৫৪
সারণি ৪.২০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণে দুর্নীতি	৫৪
সারণি ৪.২১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার	৫৫
সারণি ৪.২২: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার	৫৫
সারণি ৪.২৩: বিচার ও সালিশের বিষয়ভিত্তিক দুর্নীতির শিকার	৫৬
সারণি ৪.২৪: বিচার ও সালিশে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার	৫৬
সারণি ৪.২৫: হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার	৫৭
সারণি ৪.২৬: ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার	৫৭
সারণি ৪.২৭: কর ও শুল্ক সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতির শিকার খানার হার	৬১
সারণি ৪.২৮: ব্যাংকিং সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি	৬৩
সারণি ৪.২৯: ব্যাংকিং সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতির শিকার খানার হার	৬৩
সারণী ৪.৩০: এনজিও'র ধরন ভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার	৬৫
সারণি ৪.৩১: প্রতিষ্ঠানভেদে সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি	৬৭

চিত্রের তালিকা

	পৃষ্ঠা
চিত্র ১.১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি	১৪
চিত্র ২.১: নারী-পুরুষ অনুপাত	১৬
চিত্র ২.২: খানা প্রধানের লিঙ্গ	১৬
চিত্র ২.৩: খানা প্রধানের ধর্ম	১৬
চিত্র ৩.১: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২০
চিত্র ৩.২: সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২০
চিত্র ৩.৩: ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ	২২
চিত্র ৩.৪: খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার	২৩
চিত্র ৩.৫: খানা প্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২৩
চিত্র ৩.৬: খানা প্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার	২৪
চিত্র ৩.৭: আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা	২৪
চিত্র ৩.৮: ব্যয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা	২৫
চিত্র ৩.৯: খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারী নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	২৫
চিত্র ৩.১০: খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়স ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	২৫
চিত্র ৪.১: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	২৮
চিত্র ৪.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৩০
চিত্র ৪.৩: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩১
চিত্র ৪.৪: সহযোগিতা নিয়ে এবং সহযোগিতা ছাড়া পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩১
চিত্র ৪.৫: পাসপোর্টের ধরন ও আবেদনের ধরন ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩২
চিত্র ৪.৬ পাসপোর্ট সেবায় দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৩২
চিত্র ৪.৭: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩৩
চিত্র ৪.৮: বিআরটিএ থেকে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৩৪
চিত্র ৪.৯: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩৬
চিত্র ৪.১০: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৩৭
চিত্র ৪.১১: ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৩৭
চিত্র ৪.১২: ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৩৯
চিত্র ৪.১৩: প্রতিষ্ঠানভেদে শিক্ষা খাতে সেবাগ্রহীতা খানার হার	৪০
চিত্র ৪.১৪: শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার	৪০
চিত্র ৪.১৫: শিক্ষা ব্যবস্থার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪১
চিত্র ৪.১৬: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪৩
চিত্র ৪.১৭: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	৪৫
চিত্র ৪.১৮: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৪৫
চিত্র ৪.১৯: কৃষি সেবায় সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৪৬
চিত্র ৪.২০ কৃষি খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৪৯
চিত্র ৪.২১: বিদ্যুৎ সেবায় সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানার হার	৫০
চিত্র ৪.২২: বিদ্যুৎ সেবায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	৫১
চিত্র ৪.২৩: বিদ্যুৎ সেবায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৫১
চিত্র ৪.২৪: গ্যাস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানার হার	৫২
চিত্র ৪.২৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৫৩
চিত্র ৪.২৬ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৫৮
চিত্র ৪.২৭: বিভিন্ন ধরনের বীমা সেবা গ্রহণকারী খানার হার	৫৮
চিত্র ৪.২৮: বীমা খাতে ঘুষ দেওয়ার কারণ	৫৯
চিত্র ৪.২৯: কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানার হার	৬০
চিত্র ৪.৩০: কর ও শুল্ক সেবায় দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৬১
চিত্র ৪.৩১: ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৬২
চিত্র ৪.৩২ ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৬৪
চিত্র ৪.৩৩: এনজিও খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৬৫
চিত্র ৪.৩৪: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	৬৫
চিত্র ৪.৩৫: এনজিও খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৬৬
চিত্র ৪.৩৬: অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার	৬৬
চিত্র ৪.৩৭: অন্যান্য খাতে দুর্নীতি শিকার হওয়া খানার হার: ২০১৫ ও ২০১৭	৬৭

শব্দসংক্ষেপ

BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
BRTA	:	Bangladesh Road Transport Authority
CID	:	Crime Investigation Department
DB	:	Detective Branch
DESCO	:	Dhaka Electricity Supply Company Limited
DPDC	:	Dhaka Power Distribution Company Limited
FIR	:	First Information Report
GD	:	General Diary
GDP	:	Gross Domestic Product
GR	:	Gratuitous Relief
LC	:	Letter of Credit
LA Unit	:	Land Acquisition Unit
MoF	:	Ministry of Finance
MRP	:	Machine Readable Passport
NBR	:	National Bureau of Revenue
PSU	:	Primary Sampling Unit
RAB	:	Rapid Action Battalion
SA Unit	:	State Acquisition Unit
SDG	:	Sustainable Development Goals
SE	:	Standard Error
SPSS	:	Statistical Package for Social Science
TIB	:	Transparency International Bangladesh
TIN	:	Tax Identification Number
VAT	:	Value Added Tax
VGD	:	Vulnerable Group Development
VGF	:	Vulnerable Group Feeding
VP Unit	:	Vested Property Unit
WZPDCL	:	West Zone Power Distribution Company Limited
ওজোপাডিকো	:	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
কাবিটা	:	কাজের বিনিময়ে টাকা
কাবিখা	:	কাজের বিনিময়ে খাদ্য
দুদক	:	দুর্নীতি দমন কমিশন
পবিবো	:	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
পেট্রোবাংলা	:	বাংলাদেশ মিনারেল অয়েল ও গ্যাস করপোরেশন
বিউবো	:	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
মূসক	:	মূল্য সংযোজন কর

মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক, দুর্নীতি দমন কমিশন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, এই খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর বার্লিনভিত্তিক সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচকের কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচিত হয় না। আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য - প্রথমত ধারণাসূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামত-নির্ভর জরিপ নয়। বরং এতে তথ্যদাতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবা খাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, এ জরিপে নির্ধারিত সেবা খাতে সেবাগ্রহীতা সেবা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে দুর্নীতির ধারণাসূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণা-নির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়।

টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত আটটি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। এবারের জরিপে (২০১৭) দেখা যায় বাংলাদেশের ৬৬.৫% খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭২.৫%) সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে; এর পরেই রয়েছে পাসপোর্ট (৬৭.৩%), বিআরটিএ (৬৫.৪%), বিচারিক সেবা (৬০.৫%), ভূমি সেবা (৪৪.৯), সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা সেবা (৪২.৯%), সরকারি স্বাস্থ্য সেবা (৪২.৫%), কৃষি (৪১.৬)। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার প্রায় অপরিবর্তিত (২০১৫ এর ৬৭.৮% এর তুলনায় ২০১৭-এ ৬৬.৫%); ঘুষের শিকার খানার হারও হ্রাস পেয়েছে, ২০১৫-এর ৫৮.১% এর তুলনায় ২০১৭-এ ৪৯.৮%। তবে, ঘুষ প্রদানকারী খানার ৮৯% ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছেন যা ২০১৫ (৭০.৯%) এর তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশী এবং ঘুষ আদায়ের প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের ধারার উদ্বেগজনক নির্দেশক। জরিপের ফলাফলে আরো দেখা যায়. ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে গ্যাস, কৃষি, বিচারিক সেবা ও বিদ্যুৎ সেবা খাতে দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে; অন্যদিকে শিক্ষা, পাসপোর্ট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও ভূমি সেবা খাতে দুর্নীতি কমেছে।

২০১৭ এর জানুয়ারি থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদের তথ্য ভিত্তিক এ জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতসমূহে সেবা পর্যায়ে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে লেনদেনকৃত অর্থের প্রাক্কলিত মোট পরিমাণ প্রায় ১০,৬৮৮.৯ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ৩.৪% এবং জিডিপি'র ০.৫%।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় দুর্নীতি দরিদ্র, নিম্ন আয় ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অন্যায্য বোঝা। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেনের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। যে সকল খানার মাসিক আয় ১৬ হাজার টাকার কম তাদের বার্ষিক আয়ের ২.৪১% ঘুষ হিসেবে খরচ করতে হয়, পক্ষান্তরে মাসিক আয় ৬৪ হাজার টাকার উর্ধ্বে, এরূপ খানার ক্ষেত্রে এ হার ০.১২%। অন্যদিকে যে সকল খানার প্রধানগণ উচ্চশিক্ষিত তাদের তুলনায় নিরক্ষর ও সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হবার ঝুঁকি বেশি। আরো দেখা যায়, চাকরিজীবী, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী খানা প্রধান খানার তুলনায় কৃষক, মৎসজীবী, জেলে, পরিবহন শ্রমিকপ্রধান খানা দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার বেশি হয়।

লক্ষণীয় যে, জনগণের মৌলিক অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পাসপোর্ট সেবা, বিআরটিএ, ভূমি সেবা, বিদ্যুৎ এবং স্থানীয় সরকারের মত খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা বেশি। তাই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের স্বার্থে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগ এবং তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সাথে সম্পৃক্ততা যারই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি অর্জন ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে।

এই জরিপ টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তবে অন্যান্য বিভাগের অনেক সদস্যও গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে গবেষকদের সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা

ও ধন্যবাদ জানাই এই গবেষণার জন্য সাময়িকভাবে নিয়োজিত ৮০ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী ও ২০ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়কগণকে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বহুমুখি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে সুচারুভাবে জরিপের তথ্যসংগ্রহের কাজটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

এই জরিপের বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ প্যানেল, যার মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক ড. সেকান্দার হায়াত খান, অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান, অধ্যাপক সালাহউদ্দীন এম আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, অধ্যাপক এ.কে এনামুল হক এবং অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান । তাঁদের সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত জরিপ পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা আশা করছি সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডার জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও উপস্থাপিত সুপারিশমালা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

খানা	একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
খানাপ্রধান	পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তিকে খানাপ্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
খানার সদস্য	জরিপ করার সময়ের আগে একমাস ধরে খানায় অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/ গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনো সদস্য যদি স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত, এমন ব্যক্তিও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত।
খানার সক্রিয় সদস্য	খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে - এ ধরনের সদস্য খানার সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচিত।
দুর্নীতি	এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবা খাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত ঘুষ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থ ইত্যাদি নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেনকে এ জরিপে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জনগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্তে আনা বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।
সেবা	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনগণের আবশ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি কিংবা ফি ছাড়া সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদানের কাজকে সেবা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
সেবা খাত	জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরাসরি নাগরিক সুবিধা প্রদান করে এমন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ জরিপে সেবা খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
বিভিন্ন খাত সংক্রান্ত সেবা	
স্বাস্থ্যসেবা	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা এই খাতে অন্তর্ভুক্ত। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
শিক্ষা	বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি, এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) হতে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি, বেতন, পরীক্ষার ফি, পরীক্ষার নিবন্ধন, বই বিতরণ, উপবৃত্তি ও বিবিধ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সেবাগুলোকে বোঝানো হয়েছে। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি ও এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সকল জনসংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা এবং অন্যান্য সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ভূমি সেবা	ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর রেকর্ড অফিস, এলএ ও এসএ শাখা, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রদত্ত সব ধরনের সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
কৃষি	সার ও বীজ সরবরাহ, সরকারি ভর্তুকি, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনীসহ অন্যান্য উপকরণের জন্য সরকার প্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত হিসেবে থানা পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ বা সিআইডি'র কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিচারিক সেবা	বিচারিক সেবা বলতে একজন বিচারপ্রার্থী বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য, মামলা ও বিচারকার্য পরিচালনা ও এ সংক্রান্ত সহায়তার সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে

	গৃহীত সেবকে বোঝানো হয়েছে।
বিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান, যেমন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিপিডিবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওয়েস্টজোন পাওয়ার কোম্পানির গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ব্যাংকিং	সরকারি তফসিলি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বহুজাতিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন বিল প্রদান এবং অন্যান্য সেবাকে বিবেচনা করা হয়েছে।
কর ও শুল্ক	ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতায় আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে খানা কর্তৃক টিআইএন (TIN) রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট (Business Identification Number – BIN) রেজিস্ট্রেশন, আয়কর ও ভ্যাট নির্ধারণ, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে পণ্যের শুল্ক নির্ধারণ, আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক, ডাক শুল্ক ও ভ্রমণ কর সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
এনজিও	উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বেসরকারি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বীমা	সরকারি এবং বেসরকারি সব ধরনের বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিআরটিএ	বিআরটিএ হতে রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, ট্যাক্স টোকেন, ইন্সুরেন্স নথি জমা, মালিকানা বা ঠিকানা বদল, কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তি, হারানো নথি বা সনদ সংগ্রহ, জরিমানা জমা দেওয়া, গাড়ির কাগজপত্র জমা দেওয়া, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ বা নবায়ন, হারানো লাইসেন্স সংগ্রহ প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
পাসপোর্ট	বিভিন্ন পাসপোর্ট প্রতিষ্ঠান হতে নতুন পাসপোর্ট করা, নবায়ন করা, পাসপোর্টে তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন বা পরিবর্তন সম্পর্কিত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
গ্যাস	গ্যাস সংযোগ বা পুনঃসংযোগ, মেরামত ও বিল সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
অন্যান্য	সুনির্দিষ্ট ১৫টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। বিটিসিএল, পেনশন, ডাক বিভাগ, ওয়াসা, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসের সেবা প্রভৃতি অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যায় ১

ভূমিকা ও জরিপ পদ্ধতি

১.১ প্রেক্ষাপট

দুর্নীতি উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে দুর্নীতি গণমাধ্যমসহ সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আলোচনা ও উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায়, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলপত্রেও দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রয়োগ ও শাসন ব্যবস্থাকে দরিদ্রদের জন্য উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটতে পারে। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালীদের যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বড় অংকের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে যার প্রভাব সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পরিসরে ব্যাপক। এসকল দুর্নীতির যোগসাজশ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক উভয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণত এ সকল দুর্নীতিকে বৃহৎ দুর্নীতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অপরদিকে, সেবাগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারি সংস্থা হতে সেবাগ্রহণকালে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। কোনো সেবা গ্রহণকালে সেবার মুল্যের সাথে ছোট অংকের আথির্ক লেনদেন এ পর্যায়ে এ দুর্নীতির উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। এ ধরনের দুর্নীতি ক্ষুদ্র দুর্নীতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়- যা হাজার হাজার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। বর্তমান জরিপে, এ সকল দুর্নীতির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সেবাখাতে দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্ণয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত দুই থেকে তিন বছর অন্তর আটটি খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। এ খানা জরিপ অষ্টম জরিপ। ২০১৭ এর জানুয়ারি থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে এই জরিপের মাধ্যমে।

১.২ জরিপের যৌক্তিকতা

বর্তমান সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কিছু অঙ্গীকার করা হয়েছে। সরকার জাতিসংঘ দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে অনুসাক্ষরের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে কতগুলো অঙ্গীকারে সম্মত হয়েছে। এছাড়াও, সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্যদাতা সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করেছে। এসব উদ্যোগ দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে, এ জরিপ বর্তমান সরকার, ক্ষমতাসীন জোট ও রাষ্ট্রের দুর্নীতি বিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে এবং সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও জনগণকে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতন করতে এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ হতে এ জরিপ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্নীতি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার অন্তরায় - এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সেবাখাতে দুর্নীতির ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য। এ প্রেক্ষিতে দুর্নীতির ওপর খানাভিত্তিক জরিপ দুর্নীতির মাত্রা ও প্রকৃতি নিরূপণ করার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।

অপরদিকে, ২০১৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর লক্ষ্য ১৬.৫ এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশে দুর্নীতি বিষয়ক একমাত্র খানা জরিপ হিসেবে টিআইবি'র এ খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সেবাখাতসমূহে দুর্নীতির হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্পর্কে তুলনামূলক একটি চিত্র তুলে ধরবে, যা এসডিজি'র এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা করবে ।

১.৩ জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো -

- খানাগুলো সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা;

- খানাসমূহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা;
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা

১.৪ জরিপের আওতা

এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। জরিপে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার এবং বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরিপে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ক্ষুদ্র দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়েছে; খানার সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই জরিপে ১৫টি প্রধান সেবা খাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল খাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। ২০১৫ সালে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে যে সকল খাত হতে সেবা গ্রহণের হার ন্যূনতম শতকরা ২ ভাগ, সেগুলোকে এ জরিপে প্রধান খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে নির্বাচিত খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি সেবা, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বীমা ও গ্যাস। উপরোক্ত খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠানে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য জরিপের প্রশ্নপত্রে আলাদা একটি অংশ সংযোজন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে রয়েছে নির্বাচন কমিশন, ওয়াসা, ডাক বিভাগ, বিটিসিএল, বিআরডিবি, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত সেবা।

১.৫ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারাদেশে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Integrated Multipurpose Sampling Frame (IMPS) ব্যবহার করে তিন পর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Three Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে, দৈবচয়ন পদ্ধতিতে IMPS হতে ৮টি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিভাজনে ১৬টি স্তরের বিবেচনায় প্রতিটির স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম ও মহল্লা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরের গ্রাম ও মহল্লার সংখ্যা প্রযোজ্যক্ষেত্রে স্তরের মোট জনসংখ্যার square root transformation এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভরের আনুপাতিক হারে বের করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লাকে ১০০টি খানা সংবলিত এক বা একাধিক গুচ্ছে বিভাজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে, গুচ্ছসমূহ হতে ১০০ খানা সংবলিত একটি গুচ্ছ দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে, নির্বাচিত গুচ্ছ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ১২টি খানা চূড়ান্তভাবে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে ৫% 'মার্জিন অব এরর (Margin of Error)' বিবেচনায় প্রতিটি স্তরে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,
n= নমুনার আকার
p= ০.৬৭৮ (২০১৫ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)
z= ১.৯৬ (৯৫% confidence interval এ Sample Variate-এর মান)
e= ৫% (স্তর ভিত্তিক Margin of Error)
design effect= ১.৫ (২০১৫ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের design effect)

এভাবে নির্ধারিত স্তর-প্রতি নমুনার আকার দাঁড়ায় ৫০৩ যা ১৬টি স্তরের জন্য মোট ৮,০৫৫। তবে, ২০১৫ সালের জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা ও ত্রুটি সীমা নিশ্চিত করতে, ২০১৭ সালে ২০১৫ সালের অনুরূপ জরিপের নমুনার সংখ্যা ১৫৮৪০ রাখা হয়েছে। প্রতিটি স্তরে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ৬৫% এবং শহরাঞ্চলে ৩৫% খানাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ বিবেচনায় গ্রামাঞ্চলে নমুনার সংখ্যা ১০,২৯৬ এবং শহরাঞ্চলে ৫,৫৪৪ (পরিশিষ্ট ১)।

চিত্র ১.১: একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি

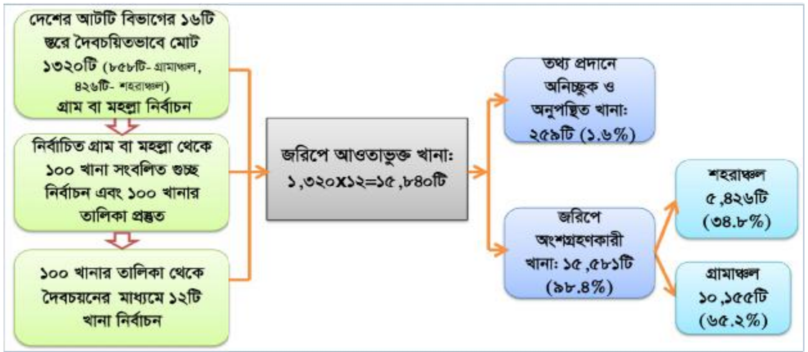

জরিপকালে ২৫৯টি খানা অনুপস্থিত থাকায় বা উত্তরদানে অস্বীকৃতি জানানোয় চূড়ান্তভাবে ১৫,৫৮১টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়, যা জরিপের আওতাভুক্ত মোট খানার ৯৮.৪%। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল এলাকায় এসব খানার সংখ্যা যথাক্রমে ১০,১৫৫টি (৬৫.২%) ও ৫,৪২৬টি (৩৪.৮%)। এসব খানা ৬৪টি জেলা সংশ্লিষ্ট ১,৩২০টি পিএসইউতে (Primary Sampling Unit-PSU) বিন্যস্ত (গ্রামঞ্চলে ৮৫৮টি, শহরাঞ্চলে ৪৬২টি)। আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভিত্তিক এ বিভাজনের মাধ্যমে এ জরিপের নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং জরিপের সংখ্যাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের মানদণ্ড নিশ্চিত করে। এই জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এভাবে প্রণীত নমুনা থেকে জরিপের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যেমন বিগত এক বছরে সার্বিকভাবে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের ত্রুটির সীমা (Margin of Error) যথাক্রমে পাওয়া গিয়েছে ±১.৭% ও ±১.৮%।

সারণি ১.১: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	১,৯০৩	১,২০৬	৩,১০৯
চট্টগ্রাম	১,৫৩৪	৯৮১	২,৫১৫
রাজশাহী	১,৪১৩	৭৩৬	২,১৪৯
খুলনা	১,২৬২	৬৮৭	১,৯৪৯
বরিশাল	৮৫৬	৪৫১	১,৩০৭
রংপুর	১,২৮৮	৬৮৮	১,৯৭৬
সিলেট	৮৭৬	৪৭৭	১,৩৫৩
ময়মনসিংহ	১,০২৩	২০০	১,২২৩
মোট খানা	**১০,১৫৫**	**৫,৪২৬**	**১৫,৫৮১**

১.৬ জরিপের সময়কাল

এই খানা জরিপ ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ে ৬৪টি জেলায় পরিচালিত হয়। নির্বাচিত খানাগুলো ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৭ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ২০ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও ৮০ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কমপক্ষে স্নাতক। তথ্য সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধায়কদের ক্ষেত্রে দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জরিপ সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বাধ্যতামূলক। বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের ১১ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে প্রশ্নপত্রে খাতওয়ারি কী কী প্রশ্ন রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তথ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা ধারণা দেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে খসড়া প্রশ্নপত্র নিয়ে নিকটবর্তী এলাকায় ফিল্ড টেস্ট করানো হয়। মাঠ পর্যায়ে জরিপের জন্য একজন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও চারজন তথ্য সংগ্রহকারীর সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হয়। প্রতিটি দলের আওতায় দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত পিএসইউ সংশ্লিষ্ট খানাগুলো হতে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। টিআইবি'র একজন গবেষককেও এ ক্ষেত্রে দলের কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন ও মাঠ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত করা হয়।

ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মাধ্যমে প্রশ্নপত্রটিকে পরিমার্জন করা হয় এবং জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। খসড়া প্রশ্নমালা ফিল্ড টেস্ট এবং টিআইবি'র গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর তা

চূড়ান্ত করে জরিপে ব্যবহার করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য KoBoToolbox App এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটফর্মে (smart phone) প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করার কারণে একদিকে যেমন উপাত্তের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পেয়েছে অপরদিকে মানসম্পন্ন উপাত্তও নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রতিটি দলের তত্ত্বাবধায়করা নিজ নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করেন। জরিপকালীন সময়ে পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র মাঠ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নির্ভুলতা যাচাই করা হয়েছে। টিআইবি'র গবেষক ও মাঠ তত্ত্বাবধায়করা প্রযোজ্যক্ষেত্রে দৈবচয়নসহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ৪০.৮% বিভিন্নভাবে যাচাই করেন (অ্যাকম্পানি চেক ১৮.০%, ব্যাক চেক ১১.৬%, স্পট চেক ১১.৫%, টেলিফোন চেক ২.৬%)। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা প্রশ্নপ্রত্রে ঠিক করা হয়।

প্রতিটি খানায় একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রধানত খানাপ্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তিনবার পরিদর্শনের পরও খানা-প্রধানকে পাওয়া না গেলে তথ্য প্রদানে সক্ষম খানার অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যিনি খানার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা রাখেন বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবি'র নিজস্ব স্থায়ী গবেষণা দলের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আটজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। তারা হলেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক সেকান্দার হায়াত খান, অধ্যাপক পিকে মতিউর রহমান, অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, অধ্যাপক এ.কে এনামুল হক এবং অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। এ পরামর্শক দল গবেষণার ধারণা প্রস্তুত হতে ফলাফল উপাস্থপনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণকর্মটিকে সমৃদ্ধ করেন।

১.৮ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মূল কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করা। এক্ষেত্রে, তথ্যদাতাদের সাথে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টেলিফোন চেক করা হয়েছে। অবশেষে তথ্য SPSS এবং STATA ব্যবহার করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এটি একটি জটিল জরিপ কার্য (complex survey) বিধায় প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্তভাবে design based প্রাক্কলন নিরূপণ করার জন্য ভর[১] (weight) ব্যবহার করা হয়। বিশ্লেষণের সময় মূলত বিভিন্ন সূচক এবং চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়াও জরিপে উল্লিখিত সেবা নেওয়ার সময়ে বাংলাদেশের সবগুলো খানার মোট ও খাত ভিত্তিক ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।[২] তাছাড়া প্রাক্কলনসমূহের নির্ভরযোগ্যতা (reliability) যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক Standard Error (SE)[৩] -এর মান বের করা হয়।[৪]

[১] p1=probability of having IMPS PSUs from national population, p2=probability of selecting sampled PSUs from IMPS, p3=probability of selecting PSUs in a stratum, p4=probability of selecting a segment of 100 hhs from hhs in a selected PSU, p5=probability of selecting 12 hhs from the segment; p=p1*p2*p3*p4*p5; weight=1/p, পরবর্তীতে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

[২] প্রথমে ভর দিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষ প্রাক্কলন করা হয় এবং গড় ঘুষকে মোট খানা দিয়ে গুণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে সেবা গ্রহণের অনুপাত দিয়ে গুণ করে মোট ঘুষ প্রাক্কলন করা হয়।

[৩] সমগ্র population থেকে তথ্য নিয়ে proportion বের করা হলে তা প্রকৃত মান প্রকাশ করে। কিন্তু population থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করায় প্রাপ্ত proportion-এর একটি আনুমানিক মান পাওয়া যায় যা প্রকৃত মান থেকে কম-বেশি হতে পারে। নমুনা থেকে প্রাপ্ত এই আনুমানিক পার্থক্য পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয় যা SE নামে পরিচিত।

[৪] খাতভিত্তিক নমুনা এবং SE পরিশিষ্টে দেখানো হল।

অধ্যায় ২

খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে, এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানা প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। জরিপের পূর্ববর্তী একমাস ধরে খানায় অবস্থান করছেন এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনো সদস্য যদি স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত হয় তবে এমন ব্যক্তিকেও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। খানায় অবস্থান করে খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে-এ ধরনের সদস্যকে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই জরিপে নমুনা হিসেবে খানাগুলোকে এমনভাবে নেওয়া হয়েছে যাতে করে এ নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। এ অধ্যায়ে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

২.১ খানার বৈশিষ্ট্য

জরিপে দেখা যায় নারী-পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৮.৮% এবং ৫১.২% যা জাতীয়ভাবে নারী ও পুরুষের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (চিত্র ২.১)। জরিপকৃত খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৪৬ জন।[৫] ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের খানার সদস্য সংখ্যার হার ৬৬.৬% এবং ১৮ বছরের নিচের সদস্য সংখ্যার হার ৩৪.৪%।[৬] জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে নারী প্রধান খানা ৫.৩% এবং ৯৪.৭% খানা পুরুষ প্রধান (চিত্র ২.২)। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৩.৭% খানায় কমপক্ষে একজন প্রতিবন্ধি সদস্য আছে, এ হার জরিপকৃত খানার মোট সদস্যের ১.১%।

চিত্র ২.১: নারী-পুরুষ অনুপাত (%)

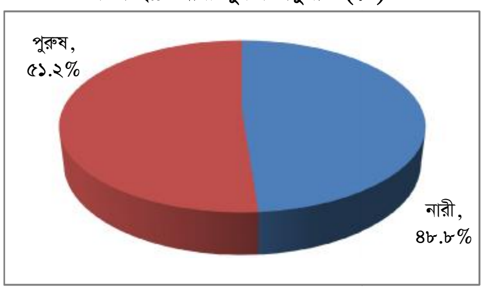

চিত্র ২.২: খানা প্রধানের লিঙ্গ (%)

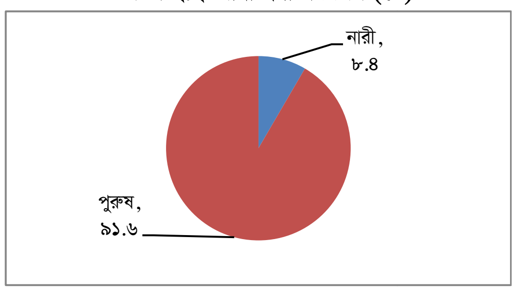

২.২ খানা প্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানা প্রধানের ৮৯.৫% ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এছাড়াও খানা প্রধানদের ৯.২% হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং ১.৩% বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ২০১১ সালের গণশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইসলাম, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যার হার ছিল যথাক্রমে ৮৯.১%, ৯.২% ও ১.৭%।

চিত্র ২.৩: খানা প্রধানের ধর্ম (%)

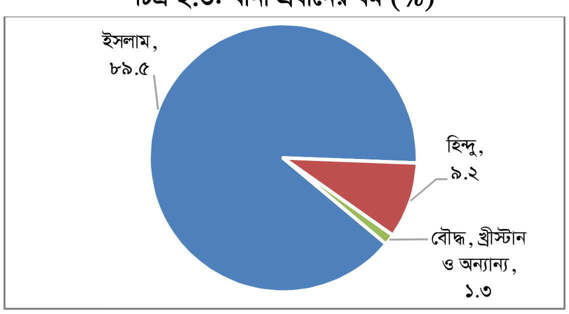

---

[৫] জাতীয়ভাবে নারী-পুরুষের শতকার হার যথাক্রমে ৫০.১% এবং ৪৯.৯% এবং গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৩৫ জন, গণশুমারী রিপোর্ট, ১৫ মার্চ, ২০১১, বিবিএস।

[৬] ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত গণশুমারীতে ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের খানার সদস্য সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে ৬০.৩% এবং ১৮ বছরের নিচের সদস্য সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে ৩৯.৭%, গণশুমারী রিপোর্ট, ১৫ মার্চ, ২০১১, বিবিএস।

বাংলাদেশের অধিকাংশ খানাপ্রধান বাঙালি নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের অধিকারী। জরিপে ৯৮.৯% খানা প্রধান বাঙালি এবং বাকি ১.১% খানা প্রধান অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[৭]

সারণি ২.১: খানা প্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়

খানা প্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	গ্রামাঞ্চল (%)	শহরাঞ্চল (%)	সার্বিক (%)
বাঙালি	৯৮.৪	৯৯.১	৯৮.৯
আদিবাসী ও অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	১.৬	০.৯	১.১

২.৩ খানা প্রধানের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপকৃত খানার খানা প্রধানের গড় বয়স ৪৫ বছর। জরিপকৃত খানাগুলোর খানাপ্রধানদের ১০% বয়স ৩০ বছরের নীচে, ৩০-৩৯ বছরের মধ্যে ২৬.১%, ৪০-৪৯ বছরের মধ্যে ২৫.৯%, ৫০-৫৯ বছরের মধ্যে ১৯.৬%, এবং ৬০ বছর ও তদুর্ধ্ব ১৮.৫%।

খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সর্বাধিক (২৬.০%) খানা প্রধান শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করছেন এবং ২৫.৭% খানা প্রধান মাধ্যমিক স্তর সম্পন্ন করেছেন। ১৯.৯% খানা প্রধান স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং ১০.১% খানা প্রধান নিরক্ষর। লিঙ্গ ভেদে নারী খানা প্রধানদের ২৭% শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছেন এবং ২৬.৪% নারী খানা প্রধান নিরক্ষর। পুরুষ খানা প্রধানদের ৭.৬% উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১১.৯% স্নাতক ও তদুর্ধ্ব, এ হার নারী খানা প্রধানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১.৭% ও ২.৮%।

সারণি ২.২: খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	লিঙ্গভেদে (%)		এলকাভেদে (%)		সার্বিক (%)
	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	
নিরক্ষর	২৫.৪	৮.৭	১৫.৭	৫.৮	১০.১
স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন	২৪.৫	১৯.৫	২৫.৩	১৫.৯	১৯.৯
প্রাথমিক	২৭.০	২৫.৯	২৯.২	২৩.৫	২৬.০
মাধ্যমিক	১৮.৬	২৬.৪	২১.১	২৯.২	২৫.৭
উচ্চ মাধ্যমিক	১.৭	৭.৬	৪.৭	৯.০	৭.২
স্নাতক ও তদুর্ধ্ব	২.৮	১১.৯	৪.০	১৬.৬	১১.১

এলাকার অবস্থানভেদে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রামাঞ্চলের ২৯.২% খানা প্রধান শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছে এবং ২৫.৩% খানা প্রধান সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। গ্রামাঞ্চলের ১৫.৭% খানা প্রধান নিরক্ষর, এ হার শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৫.৮%। অপরদিকে শহরাঞ্চলে ১৬.৬% খানা প্রধান স্নাতক ও তদুর্ধ্ব, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানা প্রধানদের ক্ষেত্রে ৪%।

২.৪ খানা প্রধানের পেশা

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ১৭.০% খানা প্রধানের পেশা ক্ষুদ্র ব্যবসা, গ্রামাঞ্চলে এ হার ১৫.৪% এবং শহরাঞ্চলে ১৮.৪%। এছাড়াও খানা প্রধানের অন্যান্য পেশা মধ্যে বেসরকারি চাকরি (১৬.৫%), কৃষিকর্ম/মৎস চাষ (১১.৬%), পরিবহন শ্রমিক (৮.১%) এবং দিনমজুর/ক্ষেতমজুর (৮%) অন্যতম।

সারণি ২.৩: খানা প্রধানের পেশা

পেশা	গ্রামাঞ্চল (%)	শহরাঞ্চল (%)	সার্বিক (%)
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৫.৪	১৮.২	১৭.০
বেসরকারি চাকরি	১০.৩	২১.৪	১৬.৪
কৃষিকর্ম/মৎস চাষ	২৩.৭	২.১	১১.৬
পরিবহন শ্রমিক	৬.৮	৯.১	৮.১
দিনমজুর/ক্ষেতমজুর	১১.৮	৫.১	৮.০
অবসরপ্রাপ্ত	৬.৬	৭.৫	৭.১
গৃহিনী	৬.৩	৬.৬	৬.৫
মাঝারি ব্যবসা	৩.৩	৮.৮	৬.৪

[৭] জাতীয়ভাবে খানার ৯৮.৯% বাঙালি এবং ১.১% অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, গণশুমারী রিপোর্ট, ১৫ মার্চ, ২০১১, বিবিএস।

পেশা	গ্রামাঞ্চল (%)	শহরাঞ্চল (%)	সার্বিক (%)
রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি/মেকানিক	৪.৬	৫.৯	৫.৩
সরকারি চাকরি	১.৪	৫.০	৩.৪
প্রবাসী	৪.১	৩.২	৩.৬
অন্যান্য*	৫.৭	৭.১	৬.৬

*দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লি চিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী, ইত্যাদি

২.৫ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য

এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল খানা প্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় খানা প্রধান অনুপস্থিত থাকায় অথবা সক্রিয় সদস্য না হলে সেক্ষেত্রে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সদস্যকে যে খানার সকল কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণের বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পষ্ট ধারণা রাখে । সার্বিকভাবে প্রায় ৪৮.৮% তথ্যদাতা হচ্ছে খানা প্রধান নিজে এবং বাকি ৫১.২% খানার অন্য একজন সক্রিয় সদস্য। তথ্যদাতা হিসেবে সক্রিয় খানা প্রধান গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে বেশি ছিল। জরিপে তথ্যদাতার গড় বয়স ৪১ বছর। খানার পক্ষে তথ্যদাতাদের ৪.৭% অবসরপ্রাপ্ত এবং ২.৫% শিক্ষার্থী, বাকি তথ্যদাতারা বিভিন্ন ধরনের পেশায় জড়িত।

সারণি ২.৪: তথ্যদাতার ধরন

তথ্যদাতার ধরন	গ্রামাঞ্চল (%)	শহরাঞ্চল (%)	সার্বিক (%)
খানা প্রধান স্বয়ং	৫৩.২	৪৫.৪	৪৮.৮
খানার অন্য সক্রিয় সদস্য	৪৬.৮	৫৪.৬	৫১.২

২.৬ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপে খানার পক্ষে তথ্যদাতাদের ২৬.৬% প্রাথমিক, ২৯.১% তথ্যদাতা মাধ্যমিক এবং ১০.১% তথ্যদাতা স্নাতক ও তদুর্ধ্ব পর্যায় পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। জরিপে খানার পক্ষে তথ্যদাতাদের ১৮.১% স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং ৮.৫% তথ্যদাতা নিরক্ষর। লিঙ্গভেদে তথ্যদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৭.৮% নারী প্রাথমিক স্তর এবং ৩৩.৮% মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। পুরুষ তথ্যদাতাদের মধ্যে ২৫.২% প্রাথমিক স্তর এবং ২৪.৪% মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। স্নাতক ও তদুর্ধ্ব পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন পুরুষদের ১৩.৭%, এ হার নারী তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ৬.৬%।

সারণি ২.৫: তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	লিঙ্গভেদে (%)		এলকাভেদে (%)		সার্বিক (%)
	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	
নিরক্ষর	৮.০	৯.২	১৩.৪	৪.৯	৮.৫
স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন	১৬.৮	১৯.৪	২২.৫	১৪.৭	১৮.১
প্রাথমিক	২৭.৮	২৫.২	৩০.৩	২৩.৭	২৬.৬
মাধ্যমিক	৩৩.৮	২৪.৩	২৫.১	৩২.১	২৯.১
উচ্চ মাধ্যমিক	৭.০	৮.২	৪.৯	৯.৭	৭.৬
স্নাতক ও তদুর্ধ্ব	৬.৬	১৩.৭	৩.৮	১৪.৯	১০.১

গ্রামাঞ্চলে খানার পক্ষে তথ্যদাতাদের মধ্যে ৩০.৩% প্রাথমিক শিক্ষা স্তর এবং ২৫.২% মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন, শহরাঞ্চলে এ হার যথাক্রমে ২৩.৭% এবং ৩২.১%। স্নাতক ও তদুর্ধ্ব পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন শহরাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ১৪.৯%, গ্রামাঞ্চলে এ হার ৩.৮%।

২.৭ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়

জরিপকৃত খানার গড় মাসিক আয় ১৭,৮৫৬ টাকা, গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে গড় মাসিক আয় যথাক্রমে ১৩,৬৪৪ টাকা ও ২১,০০৬ টাকা। অন্যদিকে জরিপকৃত খানার মাসিক ব্যয় ১৫,৫০৭ টাকা, গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে গড় মাসিক ব্যয় যথাক্রমে ১৩,২৫৩ টাকা ও ১৯,৭২৬ টাকা। উল্লেখ্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত 'আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১৬'[৮] অনুযায়ী জরিপকৃত খানাগুলোর মাসিক আয় ১৫,৯৪৫ টাকা এবং খানাগুলোর মাসিক ব্যয় ১৫,৭১৫ টাকা। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশের জনমিতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[৮] Household Income Expenditure Survey 2016, Bangladesh Bearue of Statistics (BBS); বিস্তারিত: http://hies.bbs.gov.bd/content/files/HIES%20Preliminary%20Report%202016.pdf

সারণি ২.৬: গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভেদে খানাপ্রতি গড় আয় ও ব্যয়

বিভাগ	আয় (গড় টাকা)			ব্যয় (গড় টাকা)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
বরিশাল	১৩,৯১৪	২২,৬৮৬	১৬,৯৪১	১২,৩৫৮	১৯,৪১৫	১৪,৭৯৩
চট্টগ্রাম	১৬,৮৪৪	২৫,৮১০	২০,৩৪৪	১৪,৮১৫	২১,৬৮২	১৭,৪৯৩
ঢাকা	১৮,৩১৫	২৯,৩৫২	২২,৫৯৪	১৫,৫৩৪	২৪,৩৪৬	১৮,৯৫২
খুলনা	১২,৬৯৮	১৭,৪৫৫	১৪,৩৭৫	১১,০৮৫	১৫,৪৮৮	১২,৬৩৭
ময়মনসিংহ	১৩,৮৯৬	২১,৩০৪	১৫,১০৮	১২,৯৬৩	১৮,৫৪৮	১৩,৮৭৬
রাজশাহী	১৩,৮৭৫	২০,২৮৩	১৬,০৭০	১১,৮৪৩	১৬,৭৬৯	১৩,৫৩০
রংপুর	১২,৫৪৫	১৮,৪৩৯	১৪,৫৯৭	১১,২০৮	১৬,১৭৭	১২,৯৩৮
সিলেট	১৫,৭৭৪	২৩,০২৬	১৮,৩৩১	১৫,১৭৬	২০,৫৯৫	১৭,০৮৭
সার্বিক	১৫,০০৯	২৩,১৮৩	১৭,৮৫৬	১৩,২৫৩	১৯,৭২৬	১৫,৫০৭

অধ্যায় ৩

সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র

৩.১ সেবা খাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

২০১৭ এর খানা জরিপে দেখা যায় সারা দেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৯.৯% কোনো না কোনো খাত হতে সেবা নিয়েছে (পরিশিষ্ট ৩), এবং সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৬.৫% সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা ছিল সর্বাধিক। যেসব খানা এ খাত থেকে সেবা নিয়েছে তাদের ৭২.৫% কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়। দুর্নীতির মাত্রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাসপোর্ট (৬৭.৩%) ও বিআরটিএ (৬৫.৪%)। বিচারিক সেবা, ভূমি সেবা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ খাতে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬০.৫%, ৪৪.৯%, ৪২.৯% ও ৪২.৫% দুর্নীতির শিকার হয় (পরিশিষ্ট ৪)।

চিত্র ৩.১: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

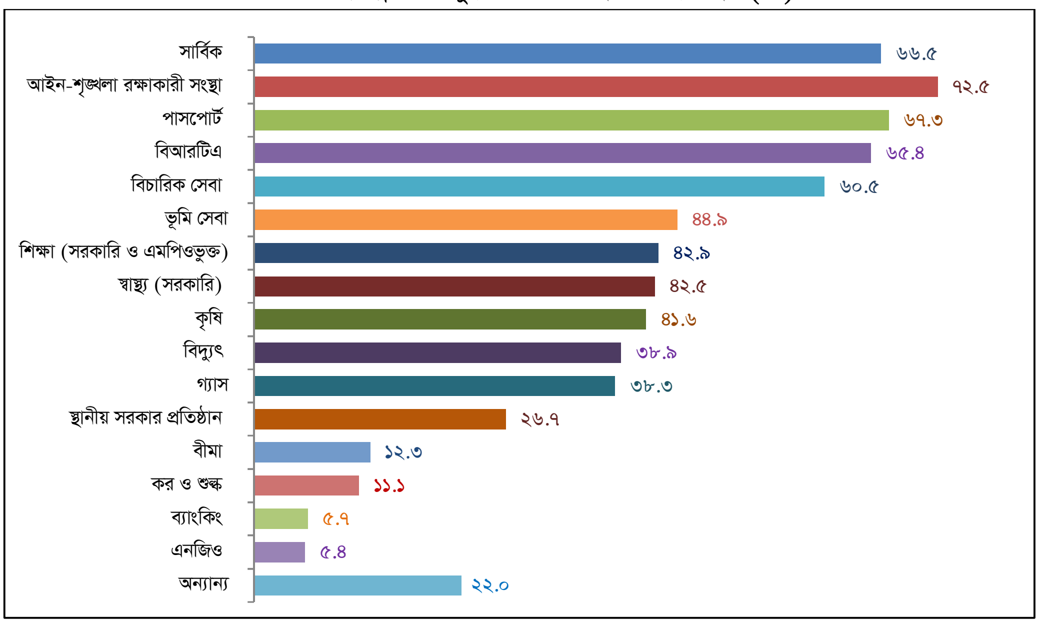

৩.২ দুর্নীতির ধরন

সেবা নিতে যেয়ে খানাগুলোকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৪৯.৮% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়াও খানাগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে অনীহা (৩৯.৯%) এবং অসদাচরণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার (৬.৯%) হয় (চিত্র ৩.২)।

চিত্র ৩.২: সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার* (%)

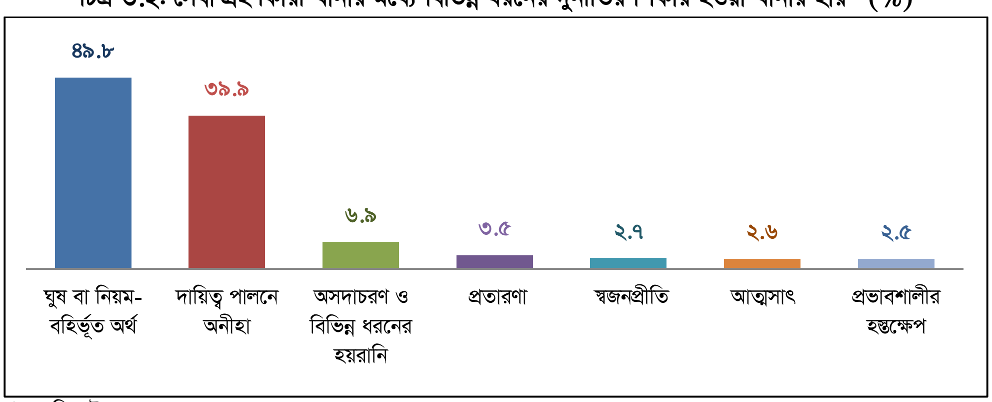

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

৩.৩ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

বাংলাদেশে সেবা খাতে সংঘটিত দুর্নীতিগুলোর মধ্যে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া অন্যতম। দেখা যায় সার্বিকভাবে সেবা খাতগুলো থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ৪৯.৮% নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৩.১)।

সারণি ৩.১: বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের হার ও পরিমাণ

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
	সার্বিক	৪৯.৮	৫,৯৩০
১	বিআরটিএ	৬৩.১	৬,৩১৮
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬০.৭	৬,৯৭২
৩	পাসপোর্ট	৫৯.৩	২,৮৮১
৪	ভূমি সেবা	৩৭.৯	১১,৪৫৮
৫	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৪.১	৭১৪
৬	বিচারিক সেবা	৩২.৮	১৬,৩১৪
৭	কৃষি	৩০.৫	৪৮৪
৮	স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৯.৮	৪৯৮
৯	বিদ্যুৎ	১৮.৬	৩,০৩২
১০	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১৮.৩	৯০৭
১১	গ্যাস	১১.৯	৩৩,৮০৫
১২	কর ও শুল্ক	৯.৪	৫,২১৩
১৩	বীমা	৪.৯	১৪,৮৬৫
১৪	এনজিও	১.৫	১,৫৮৯
১৫	ব্যাংকিং	১.১	৩,৯৮৫
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৫.৭	৫,০৯২

আরও দেখা যায়, বিআরটিএ সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো সর্বাধিক হারে (৬৩.১%) ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং পাসপোর্ট, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬০.৭% ও ৫৯.৩% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (পরিশিষ্ট ৫)।

জরিপের বিবেচ্য সময়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় গড়ে ৫,৯৩০ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। এর পরিমাণ গ্যাস সেবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাকে গড়ে ৩৩,৮০৫ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এর পরে আছে বিচারিক ও বীমা সেবা যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো গড়ে যথাক্রমে ১৬,৩১৪ টাকা ও ১৪,৮৬৫ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতে খানাগুলো যথাক্রমে গড়ে ৭১৪ টাকা ও ৪৯৮ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (পরিশিষ্ট ৬)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী সেবা খাতে মাথাপিছু প্রাক্কলিত গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ৬৫৮ টাকা।

৩.৪ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ

বিভিন্ন সেবা নিতে যেয়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ৪৯.৮%-কে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। এই অর্থ দেওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতারা এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৮৯% খানা ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না উল্লেখ করেছে। এছাড়া ৪৭.১% খানা হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো, ৩৭% খানা নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় এবং ২৩.৩% খানা নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে (চিত্র ৩.৩)।

চিত্র ৩.৩: ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ* (%)

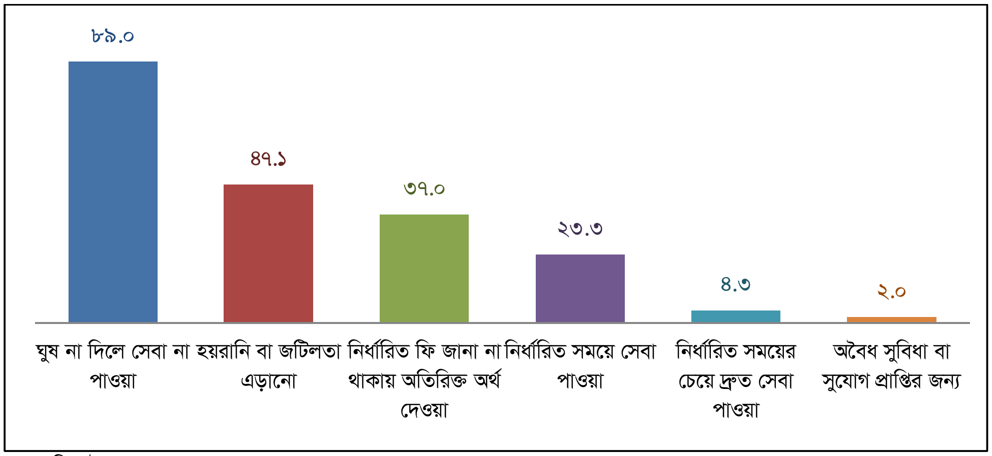

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

৩.৫ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

২০১১ সালের গণশুমারির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাক্কলিত মোট খানার সংখ্যা ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৩০০ (পরিশিষ্ট ৭)। এই হিসাবে জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ সময়কালে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে জাতীয়ভাবে যে পরিমাণ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তার প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, এই সময়ে জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে যে অর্থ দিয়েছে তার পরিমাণ ১০,৬৮৮.৯ (২১.২%) কোটি টাকা (সারণি ৩.২)। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের এ পরিমাণ ২০১৫ সালের চেয়ে তুলনাযোগ্য খাতের ভিত্তিতে ১,৮৬৭.১ কোটি টাকা বেশি। জাতীয় পর্যায়ে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের খানাগুলোর প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের এই পরিমাণ চলতি বাজারমূল্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি'র[৯] ০.৫% এবং জাতীয় বাজেটের[১০] ৩.৪%। এখানে উল্লেখ্য, প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ শুধুমাত্র জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতের বিবেচনায় করা হয়েছে অর্থাৎ এটি বাংলাদেশের সকল সেবাখাত সমূহের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত নয়।

সারণি ৩.২: জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ

সেবা খাত	জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)
ভূমি সেবা	২,৫১২.৯
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	২,১৬৬.৯
বিচারিক সেবা	১,২৪১.৯
বিদ্যুৎ সেবা	৯১৪.১
বিআরটিএ	৭১০.২
গ্যাস	৫২৮.১
বীমা	৫০৯.৯
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪৫৫.২
পাসপোর্ট	৪৫১.৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৩৮.৭
স্বাস্থ্য	১৬০.২
কর ও শুল্ক	১২৩.৮
ব্যাংকিং	১১২.৯
কৃষি	৫১.০
এনজিও	৩৬.৪
অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৩৭৫.১
মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ	**১০,৬৮৮.৯**

[৯] চলতি বাজারমূল্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ১৯,৫৬,০৫৫ কোটি টাকা (সূত্র: *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৭)।

[১০] ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ৩,১৭,১৭৪ কোটি টাকা।

৩.৬ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানা শহরাঞ্চলের খানার তুলনায় সেবা খাত থেকে দুর্নীতির শিকার বেশি হয়। গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৬৮.৪%, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ৬৫.০%। ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে খানার ৫৪.০% সেবা খাতে ঘুষ দিয়েছে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এ হার ৪৬.৬%।

দুর্নীতির শিকার ও ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে খানা প্রধানের লিঙ্গ ভেদে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।[১১] জরিপে নারী প্রধান খানার ৬৪.৫% দুর্নীতি এবং ৪৫.৫% ঘুষের শিকার হয়, এ হার পুরুষ প্রধান খানার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬৬.৬% এবং ৫০.২%। তবে খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হারে তারতম্য লক্ষ্যনীয়, উচ্চ শিক্ষিত খানা প্রধানের তুলনায় নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত খানা প্রধানের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, যেসকল খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ও তদুর্ধ্ব সেসকল খানার দুর্নীতির শিকার ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৫৮.৮% ও ৩৪.৩%। অপরদিকে যেসকল খানার খানা প্রধান নিরক্ষর সেসকল খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৭০.১% ও ৫৩% এবং সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন খানা প্রধানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬৭.৫% ও ৫২.৩% (চিত্র ৩.৪)।

চিত্র ৩.৪: খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)

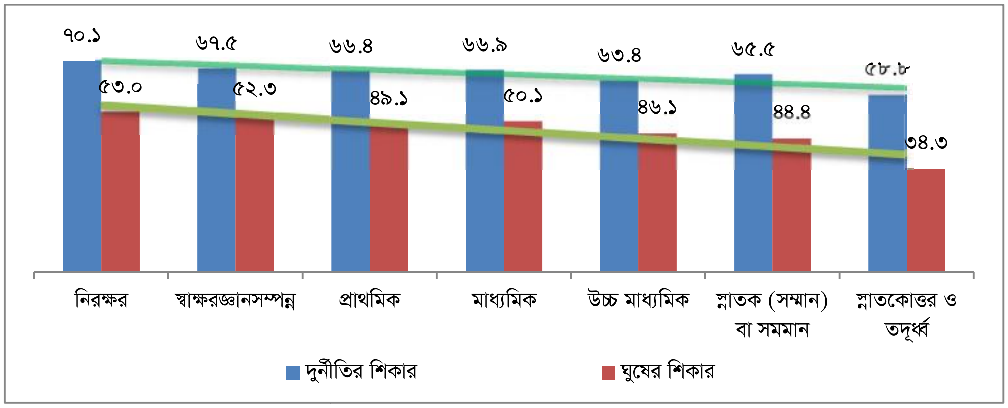

খানা প্রধানের পেশার ক্ষেত্রে চাকরিজীবী, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের তুলনায় সাধারণ পেশার জনগণ (কৃষি/মৎস চাষী, জেলে পরিবহন শ্রমিক, ইত্যাদি) তুলনামূলক দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার বেশি হয় (চিত্র ৩.৫ ও ৩.৬)।

চিত্র ৩.৫: খানা প্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

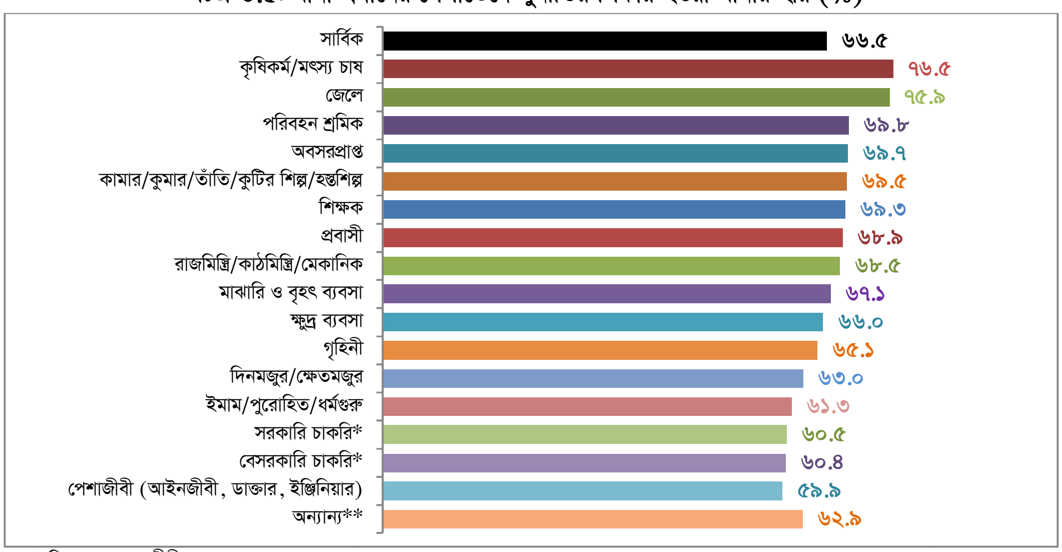

* শিক্ষক ও পেশাজীবী বাদে

** দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লি চিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী, ইত্যাদি

[১১] তবে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার লিঙ্গভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (অনুচ্ছেদ ৩.৭ দ্রষ্টব্য)

যে সকল খানা প্রধানের পেশা কৃষিকর্ম/মৎস চাষ সেসকল খানার ৭৬.৫% কোনো না কোনো খাত হতে সেবা নিতে দুর্নীতির শিকার এবং ৬৩.১% ঘুষের শিকার হয়েছে, জেলে পেশার খানা প্রধানদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ৭৫.৯% ও ৫৭.৫%। অপরদিকে যেসকল খানা প্রধান পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার), বেসরকারি চাকরি এবং সরকারি চাকরি তাদের খানাগুলোর যথাক্রমে ৫৯.৯%, ৬০.৪% এবং ৬০.৫% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ঘুষের শিকার হয়েছে যথাক্রমে ৪৩.৩%, ৪০.৯% এবং ৪০.৩%।

চিত্র ৩.৬: খানা প্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)

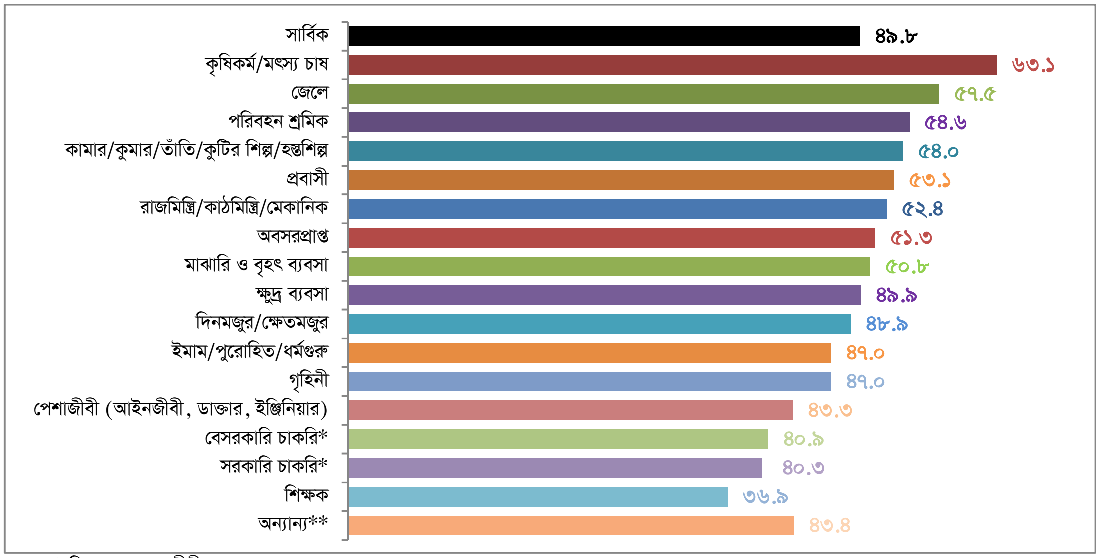

* শিক্ষক ও পেশাজীবী বাদে

** দর্জি, রিক্সা/ভ্যান চালক, পল্লি চিকিৎসক, গার্মেন্টস শ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী, ইত্যাদি

জরিপে আয় এবং ব্যয়ের বিভিন্ন স্তরে খানাগুলোর দুর্নীতি হয়রানির ভিন্নতা রয়েছে। আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণিভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক একই রকম হলেও ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের আপেক্ষিক বোঝা (relative cost of corruption) দরিদ্র খানাগুলোর ওপর বেশি। আটটি ভিন্ন ভিন্ন আয় এবং ব্যয় শ্রেণিতে খানাগুলোর ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার কম তাদের তুলনায় যেসব খানার মাসিক ৬৪,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব তাদের ওপর ঘুষের বোঝা কম।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো গড়ে তাদের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের যথাক্রমে ১% ও ১.২% অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয়। ঘুষ দেওয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে যে খানাগুলোর আয় এবং ব্যয় নিম্ন তাদের ওপর ঘুষের ভার বা বোঝা তুলনামূলক বেশি (চিত্র ৩.৭ ও ৩.৮)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে সেসব খানা বছরে মোট যে পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয় তা তাদের মোট বার্ষিক আয় এবং ব্যয়ের যথাক্রমে ২.৪১% ও ২.৩৭%। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৬৪,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব তাদের মোট বার্ষিক আয় এবং ব্যয়ের যথাক্রমে ০.১২% এবং ০.০৫% অর্থ তারা ঘুষ হিসেবে ব্যয় করে। অর্থ্যাৎ ৬৪,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব আয় ও ব্যয়ের শ্রেণির খানার ঘুষের বোঝার তুলনায় ১৬,০০০ টাকার কম আয়ের খানাগুলোর ঘুষের বোঝা যথাক্রমে ২০.১ গুণ ও ৪৭.৪ গুণ বেশি।

চিত্র ৩.৭: আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা (%)

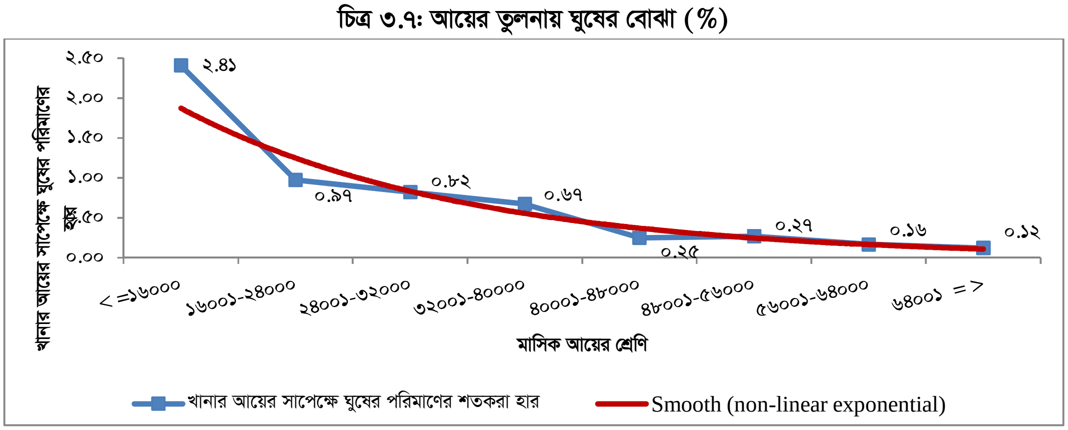

চিত্র ৩.৮: ব্যয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা (%)

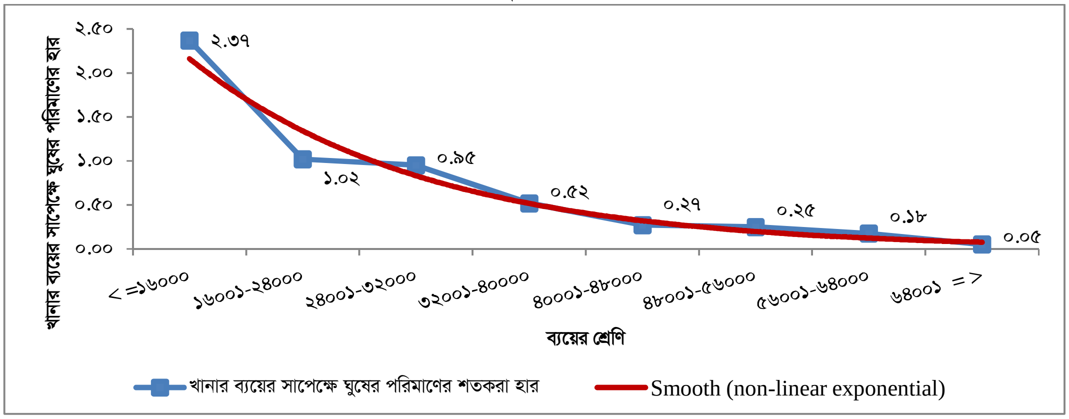

৩.৭ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লিঙ্গ ও বয়স ভেদে দুর্নীতি

জরিপে সেবা গ্রহণকারীর দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জরিপে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৫.৭% নারী এবং ৫৪.৩% পুরুষ (পরিশিষ্ট ৮)। সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৩১.৮%, যেখানে পুরুষদের ৪৫.৫% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় কৃষি, বিদ্যুৎ এবং কর ও শুল্ক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরা বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তবে বিচারিক সেবা, বীমা, গ্যাস, পাসপোর্ট ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারী সেবা গ্রহণকারী পুরুষ সেবা গ্রহণকারীর তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (পরিশিষ্ট ৮)।

চিত্র ৩.৯: খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারী নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার

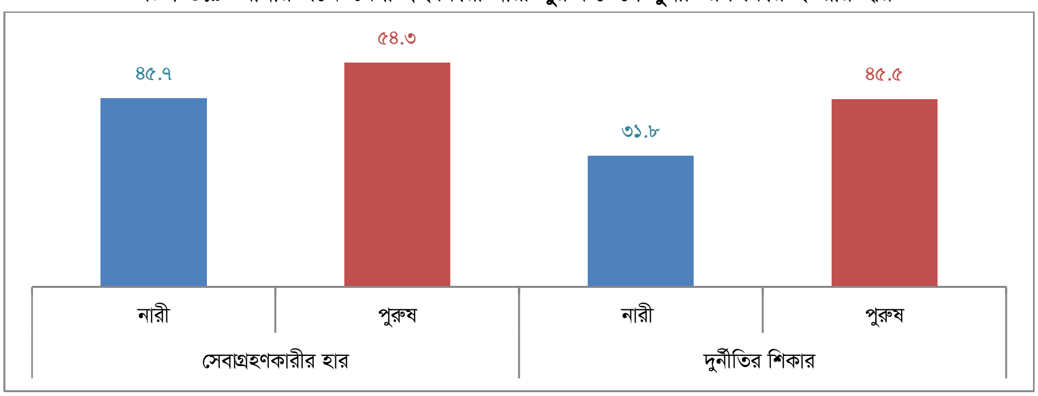

খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়স ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৩৫ বছরের নিচের সেবা গ্রহণকারীদের তুলনায় ৩৬ ও তদূর্ধ্ব বয়সের সেবাগ্রহণকারী অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ১৭ বছর বা তার কম বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৩২.৬% সেবা নিতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার ৫৫-৬৪ বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৪৫.৭% এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৪৪.১% (পরিশিষ্ট ৯)।

চিত্র ৩.১০: খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়স ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)

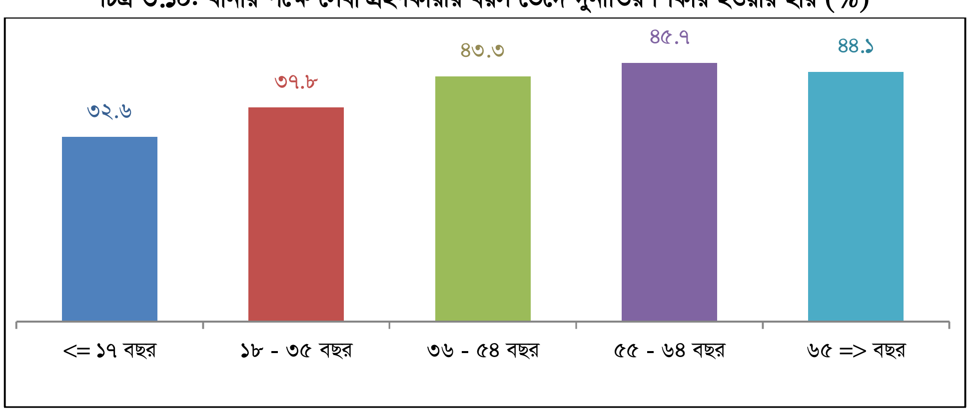

৩.৮ খাত ভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৫-২০১৭

২০১৫ সালে বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৬৭.৮% খানা কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার হয় যার মাত্রা ২০১৭-তে দাঁড়িয়েছে ৬৬.৫% (সারণি ৪)। ২০১৭ এর জরিপে ব্যবহৃত একই নির্দেশক ব্যবহার করে ২০১৫ সালের তথ্য তুলনা করে দেখা যায় ২০১৫ এর তুলনায় ২০১৭ সালে গ্যাস, কৃষি, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, বিআরটিএ, স্বাস্থ্য, বীমা, এনজিও ও অন্যান্য সেবায় দুর্নীতি বেড়েছে এবং শিক্ষা, পাসপোর্ট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, কর ও শুল্ক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবায় দুর্নীতি কিছুটা কমেছে। এসকল খাতে দুর্নীতি হ্রাসের পরিমাণ সর্বনিম্ন পাওয়া গিয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা খাতে (২.১%) এবং সর্বোচ্চ পাওয়া গিয়েছে শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) সেবায় (১৭.৯%)। পক্ষান্তরে ৯টি খাতে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে দুর্নীতির পরিমাণ বেড়েছে, যা সর্বনিম্ন ২.৪% (এনজিও) থেকে সর্বোচ্চ ২৬.৪% (গ্যাস) পর্যন্ত। ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতির মাত্রা অপরিবর্তিত আছে।

সারণি ৩.৩: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১৫ ও ২০১৭ এর জরিপের তুলনা)*

খাত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	
	২০১৫	২০১৭
সার্বিক	**৬৭.৮**	**৬৬.৫**
গ্যাস	১১.৯	৩৮.৩
কৃষি	২৫.৮	৪১.৬
বিচারিক সেবা	৪৮.২	৬০.৫
বিদ্যুৎ	৩১.৯	৩৮.৯
বিআরটিএ	৬০.১	৬৫.৪
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩৭.৫	৪২.৫
বীমা	৭.৮	১২.৩
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৩.০	৫.৪
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৬০.৮	৪২.৯
পাসপোর্ট	৭৭.৭	৬৭.৩
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৬.১	২৬.৭
ভূমি সেবা	৫৩.৪	৪৪.৯
কর ও শুল্ক	১৮.১	১১.১
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৬	৭২.৫
ব্যাংকিং	৫.৩	৫.৭
অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১৭.১	২২.০

** ২০১৫ ও ২০১৭ এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে কালো সংখ্যা দিয়ে পরিসংখ্যান টেস্ট অনুযায়ী অপরিবর্তিত, লাল দিয়ে বৃদ্ধি এবং সবুজ দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে*

সার্বিকভাবে ২০১৫ এ বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৫৮.১% খানা কোনো না কোনো খাতে ঘুষের শিকার হয় যার মাত্রা ২০১৭-তে দাঁড়িয়েছে ৪৯.৮% (সারণি ৫)। ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মোট ৯টি খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার কমেছে, যা সর্বনিম্ন ০.৭% (ব্যাংকিং) হতে সর্বোচ্চ ২২.৮% (শিক্ষা) পর্যন্ত। পক্ষান্তরে এই হার ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে এমন খাতের সংখ্যা ৭টি, যেখানে বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন ০.৫ শতাংশ (এনজিও) হতে সর্বোচ্চ ১২.৩ শতাংশ (কৃষি) পর্যন্ত।

সারণি ৩.৪: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার হার (২০১৫ ও ২০১৭ এর জরিপের তুলনা)*

খাত	ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)	
	২০১৫	২০১৭
সার্বিক	**৫৮.১**	**৪৯.৮**
কৃষি	১৮.২	৩০.৫
বিআরটিএ	৫২.৩	৬৩.১
বিচারিক সেবা	২৮.৯	৩২.৮
বীমা	১.৮	৪.৯
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৬.৭	১৯.৮
গ্যাস	১০.৬	১১.৯
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১.০	১.৫

খাত	ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)	
	২০১৫	২০১৭
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৬.৯	৩৪.১
পাসপোর্ট	৭৬.১	৫৯.৩
ভূমি সেবা	৪৯.৮	৩৭.৯
বিদ্যুৎ	২৮.৪	১৮.৬
কর ও শুল্ক	১৪.৭	৯.৪
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৫.৯	৬০.৭
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২২.৩	১৮.৩
ব্যাংকিং	১.৮	১.১
অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১০.০	৫.৭

** ২০১৫ ও ২০১৭ এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে পরিসংখ্যান টেস্ট অনুযায়ী লাল দিয়ে বৃদ্ধি এবং সবুজ দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে*

অধ্যায় ৪

খাতওয়ারী দুর্নীতির চিত্র

৪.১ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমুহের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা। এ লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সমূহ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে, সমাজের বিভিন্ন অংশীজনকে নিরাপত্তা সেবা দিয়ে থাকে, অপরাধ ও অপরাধী চিহ্নিত করে এবং অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসে। এছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সমূহ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও এ সংক্রান্ত আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে, বাংলাদেশের খানাগুলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকে যা এ জরিপে উঠে এসেছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ১১.০% বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। খানার অবস্থানভেদে গ্রামাঞ্চলের ৯.২% খানা এবং শহরাঞ্চলের ১৪.৪% খানা এ সেবা গ্রহণ করেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে থানা পুলিশের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৭১.৭%) খানা সেবা নিয়েছে; এরপরেই রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ (১৭.৪%) স্পেশাল ব্রাঞ্চ (১৫.২%) ও হাইওয়ে পুলিশ (৫.৬%)। অন্যান্য সংস্থা যেমন র‍্যাব, আনসার, সিআইডি, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ, ফাঁড়ির পুলিশ, স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ, কোর্ট পুলিশ ইত্যাদির কাছ থেকে ১৩.৬% খানা সেবা গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭২.৫% কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ হার ৭৬.১% এবং শহরাঞ্চলে ৭০.৯%। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৬০.৭% ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো অসদাচরণ বা ভয়-ভীতির শিকার (২০.৭%), মিথ্যা মামলায় জড়ানো (৫.৩%), বিনা কারণে গ্রেফতার (১.৯%), জিডি বা এফআইআর গ্রহণে অবহেলা বা সময়ক্ষেপণ (৪.৫%), পুলিশ ভেরিফিকেশন বা ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে দেরি করা বা মিথ্যা তথ্য দেওয়া (১.২%) ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তাদেরকে গড়ে ৬,৯৭২ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ৪.১: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

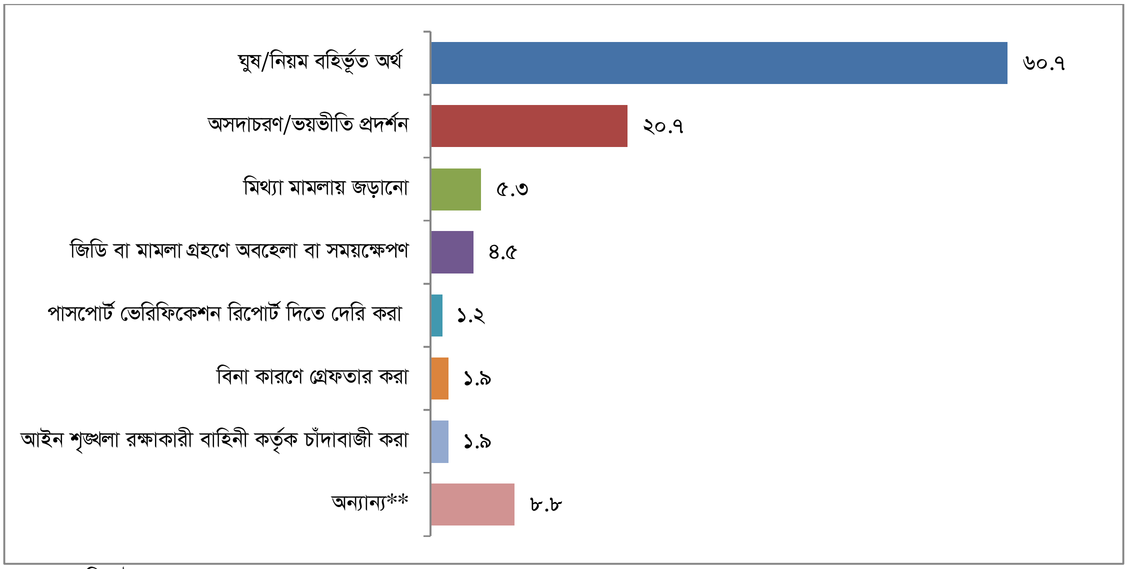

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

**ঘুষ দাবী, প্রতারণা, হয়রানি, সময়মতো বা সঠিকভাবে চার্জশীট প্রদান না করা

সার্বিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর ১৩.৭% নারী এবং ৮৬.৩% পুরুষ। এসব নারীর ৭১.৪% এবং পুরুষদের ৭২.৫% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সংস্থা অনুযায়ী অনিয়ম ও দুর্নীতি: সংস্থা ভেদে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা (৯২.১%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে হাইওয়ে পুলিশের দ্বারা, আর সবচেয়ে কম ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক (৬৩.৩%)। থানা পুলিশ থেকে সেবা নিতে গিয়ে ৬৮.৩% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া স্পেশাল ব্রাঞ্চ হতে সেবা নিতে গিয়ে ৮৩.৯% এবং অন্যান্য সংস্থা হতে সেবা নিতে গিয়ে ৮২.৩% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।[১২]

সারণি ৪.১: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা অনুযায়ী সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি

সংস্থার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
থানা পুলিশ	৭১.৭	৬৮.৩	৬০.৭	৮৪২৩
ট্রাফিক পুলিশ	১৭.৪	৬৩.৩	৫৫.১	৫০২২
হাইওয়ে পুলিশ	৫.৬	৯২.১	৮০.৪	২১৩৭০
স্পেশাল ব্রাঞ্চ	১৫.২	৮৩.৯	৮২.৯	১৮৭০
অন্যান্য (র‍্যাব, ডিবি, আনসার, সিআইডি ইত্যাদি)	১৩.৬	৮২.৩	৬৯.৬	৫৮১৩

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সংস্থা অনুযায়ী সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা স্পেশাল ব্রাঞ্চে (৮২.৯%) ঘুষের শিকার হয়েছে। সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে ট্রাফিক পুলিশকে (৫৫.১%)। সংস্থা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে হাইওয়ে পুলিশকে (গড়ে ২১,৩৭০ টাকা) এবং সবচেয়ে কম দিতে হয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে (গড়ে ১,৮৭০ টাকা)। ঘুষ দেওয়ার পরিমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে থানা পুলিশ যার পরিমাণ গড়ে ৮,৪২৩ টাকা (সারণি ৪.১)।

সেবাভেদে ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে গ্রেফতার সংক্রান্ত (৮১.৪%) সেবা নিতে গিয়ে। এরপরে রয়েছে ট্রাফিক সংক্রান্ত (৮১.১%), পাসপোর্টে পুলিশ ভেরিফিকেশন (৮০.৩%) ও এফআইআর (৭৭.৯%)। ঘুষ গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সকল খানা পাসপোর্টে ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে তাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৭৯.৯%) ঘুষের শিকার হয়েছে। এরপরে রয়েছে ট্রাফিক সংক্রান্ত সেবা (৬৭.৭%) ও গাড়ি রিকুইজিশন সেবা (৬৩.৯%)। সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে মৌখিক অভিযোগ দায়ের ক্ষেত্রে (৩৫.৬%)। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়েছে চার্জশিট সংক্রান্ত সেবার জন্য (গড়ে ২১,৮৬১ টাকা) এবং সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন সেবার জন্য (গড়ে ১১৩১ টাকা)।

সারণি ৪.২: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি

সেবার ধরন*	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতি শিকার খানা (%)**	ঘুষের শিকার খানা (%)**	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
সাধারণ ডায়েরি	২০.০	৬৭.৭	৫৭.৩	১৭৮৫
পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট)	১৫.৫	৮০.৩	৭৯.৯	১১৩১
গ্রেফতার সংক্রান্ত	১২.৮	৮১.৪	৫৫.০	২০১২৩
ট্রাফিক সংক্রান্ত	১২.৮	৮১.১	৬৭.৭	৫৮৮২
এফআইআর বা মামলা	১১.১	৭৭.৯	৫৩.১	৬৫৫১
তদন্ত সংক্রান্ত	৮.৮	৬০.৪	৪৩.৫	৩৬৩১
মৌখিক অভিযোগ দায়ের	২.৮	৫৭.৮	৩৫.৬	২৮৯৯
গাড়ি রিকুইজিশন	২.১	৬৫.৬	৬৩.৯	২৬৮৪
চার্জশীট সংক্রান্ত	০.৮	৭১.৪	৪৬.৪	২১৮৬১

*প্রধান প্রধান গৃহীত সেবা উল্লেখ করা হয়েছে
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: যেসব খানাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা (৮৬.৪%) বলেছে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না'। ৬৭.৫% খানা বলেছে 'হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর' জন্য ঘুষ দিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭২.৫% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে যা ২০১৫ সালে ছিল ৭৪.৬%। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ৬০.৭% যা ২০১৫ সালে ছিল ৬৫.৯%। এছাড়া, ২০১৫ এর তুলনায় ২০১৭ সালে অসদাচরণ বা ভয়-ভীতির শিকার হওয়া খানার

[১২] র‍্যাব ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সেবা গ্রহণকারী খানার সংখ্যা কম হওয়ায় আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হয় নি।

হার ৬.৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০.৭% হয়েছে (চিত্র ৪.২)। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ৬,৯৭২ টাকা যা ২০১৫ সালে ছিল ৭,০৬৭ টাকা।

চিত্র ৪.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

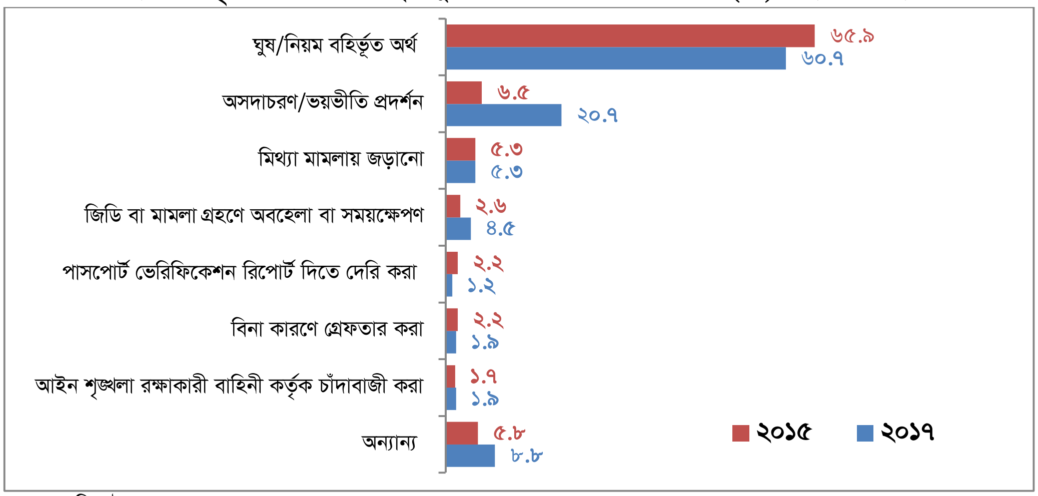

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.২ পাসপোর্ট

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, হজ্জ পালন, চিকিৎসা ও ভ্রমণসহ বিভিন্ন কারণে মানুষের বহির্গমনের হার বৃদ্ধির ফলে দেশে পাসপোর্টের চাহিদা ক্রমশ বেড়েছে। সরকার পাসপোর্ট সেবা সহজতর করতে ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে ইতিমধ্যে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) প্রচলন করেছে। এছাড়াও ই-পাসপোর্ট এর উদ্যোগ গ্রহণ, পাসপোর্ট সেবা বিকেন্দ্রিকরণে জেলা পর্যায়ে পাসপোর্ট অফিস স্থাপন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনবল বৃদ্ধি, অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু, সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংকে ফি জমাদান, পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ পালন এবং সেবার মানোন্নয়নে জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে গণশুনানীর আয়োজন করছে। ফলে পাসপোর্ট তৈরির সামগ্রিক প্রক্রিয়া সহজতর হওয়া এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ফি'র বিনিম য়ে সহজ উপায়ে পাসপোর্ট পাওয়ার প্রত্যাশাও বেড়েছে। কিন্তু এ সকল ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও পাসপোর্ট তৈরির বিভিন্ন ধাপে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৭.৫% পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ৫.৩% এবং শহরাঞ্চলের খানার ৯.১%। সেবা গ্রহণকারী খানার ৬২.৯% আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং ৩৭.১% খানা বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস হতে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহণকারী খানার ৮২.৮% নতুন পাসপোর্ট এবং ১৮.২% খানা রি-ইস্যু সেবা নিয়েছে। পাসপোর্ট আবেদনের ধরনের ক্ষেত্রে ৮৫.৭% খানা সাধারণ এবং ১৪.৩% খানা জরুরী আবেদন করেছে। উল্লেখ্য জরিপে স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক ভেরিফিকেশন সেবা ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য পাসপোর্ট সেবার বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৭.৩% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৭৭.১% এবং শহরাঞ্চলে ৬৩%। পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৯.৩% ঘুষের শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৭১.৯% এবং শহরাঞ্চলে ৫৩.৭%। সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানাকে গড়ে ২,৮৮১ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের খানাকে গড়ে ২,৯৯৪ টাকা ও শহরাঞ্চলের খানাকে ২,৮১৪ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এছাড়াও সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সময়ক্ষেপণ (১৬%), দায়িত্ব পালনে অনীহা (৭.২%), প্রতারণা (২.৪%), আত্মসাৎ (০.৩%) এবং অন্যান্য (০.৩%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সার্বিকভাবে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারীর ১৮.১% নারী এবং ৮১.৯% পুরুষ। এসব নারীর ৬৯.৩% এবং পুরুষদের ৬৫.২% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৩: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

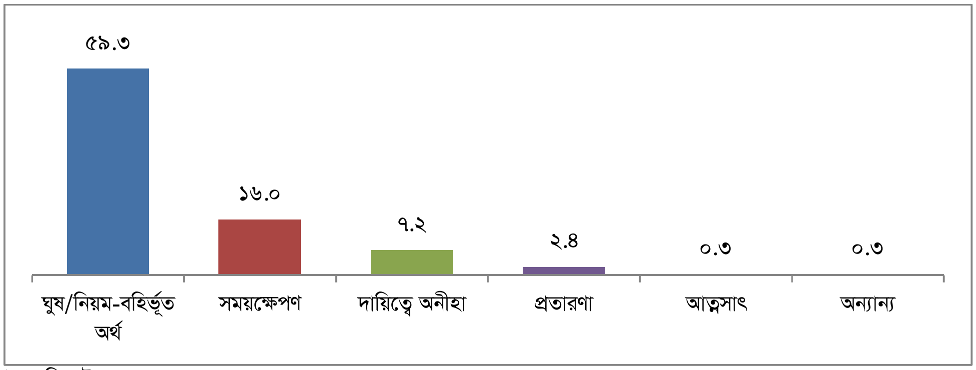

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

অফিসভেদে দুর্নীতি: বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস থেকে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানা তুলনামূলক কম দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৩.১% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৭.২%। ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৯.১%-কে গড়ে ২,৮৮১ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসের ক্ষেত্রে ঘুষের শিকার হওয়া হার ৪৩.৯% এবং গড় ঘুষের পরিমাণ ২,৮৭৬ টাকা।

অন্যের সহযোগিতা নেওয়া বা নিতে বাধ্য হওয়া: পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৭০.৮% সেবা গ্রহণের কোনো না কোনো পর্যায়ে অন্যের সহযোগিতা নিয়েছে বা পুরো কাজটি সম্পন্ন করার জন্য চুক্তি করেছে। এক্ষেত্রে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৯.১% দালাল, ৩৮.২% পরিচিত ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন, ১৯.২% পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহযোগিতা নিয়েছে। অন্যের সহযোগিতায় পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানা তুলনামূলক বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে অন্যের সহযোগিতা নিয়েছে এরূপ খানার ৮৫.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার সহযোগিতা ছাড়া পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৩১.৪%। যেসব খানা অন্যের সহযোগিতা নিয়ে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করেছে সেসব খানার ৭৫.৫%-কে গড়ে ২,৯২৪ টাকা ঘুষ/নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ দিতে হয়েছে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অর্থ আত্মসাৎ করেছে, এ হার অন্যের সহযোগিতা ছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানার ১৩.৫% এবং গড় ঘুষের পরিমাণ ২,০৫২ টাকা।

চিত্র ৪.৪: সহযোগিতা নিয়ে এবং সহযোগিতা ছাড়া পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

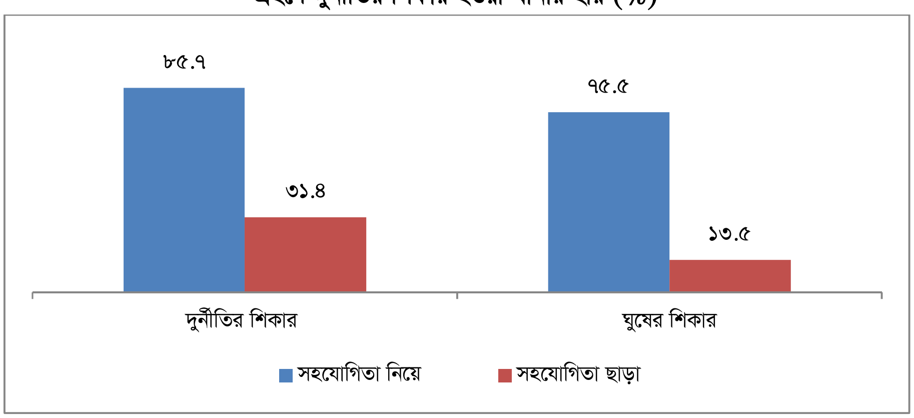

পাসপোর্ট ও আবেদনের ধরনভেদে দুর্নীতি: রি-ইস্যু সংক্রান্ত পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার তুলনায় নতুন পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। নতুন পাসপোর্ট আবেদনকারীদের ৬৯.৭% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার রি-ইস্যু সেবা গ্রহণকারী খানার ৫৭.৮%। নতুন পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ২,৮৮৪ টাকা এবং রি-ইস্যু সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ২,৫৪০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। সেবা গ্রহণকারী যেসব খানা পাসপোর্টের জন্য সাধারণ আবেদন করেছে সেসব খানা দুর্নীতির শিকার বেশি হলেও জরুরী আবেদনকারী খানাগুলোকে ঘুষ বেশি দিতে হয়েছে। পাসপোর্টের জন্য সাধারণ আবেদনকারী খানার ৬৯.১% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা জরুরী আবেদনকারী খানার ৫৮.৭%। অপরদিকে সাধারণ আবেদনের ক্ষেত্রে খানাকে গড়ে ২,৬৩৯ টাকা এবং জরুরী আবেদনকারী খানাকে গড়ে ৩,৮১৫ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৫: পাসপোর্টের ধরন ও আবেদনের ধরন ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

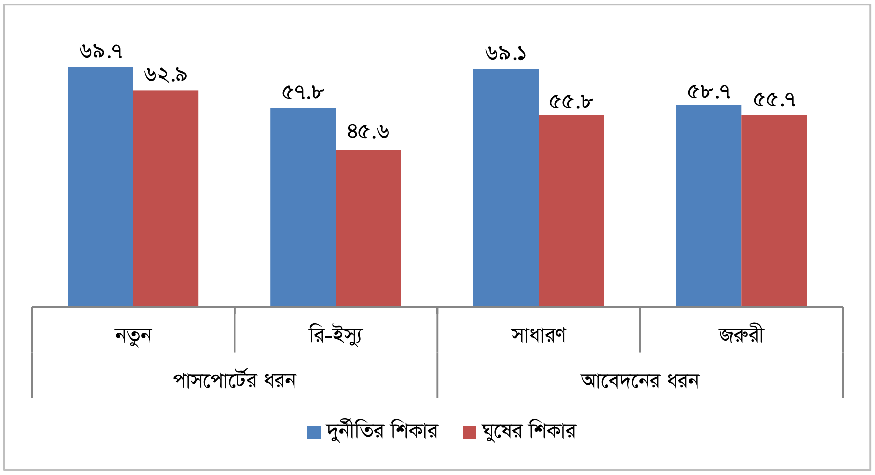

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষের শিকার হওয়া খানার ৭১.৫% 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এছাড়াও যথাসময়ে সেবা পেতে (৬৭.৩%), হয়রানি ও জটিলতা এড়ানোর জন্য (৩৮.২%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া (৩৬.৬%) ও অন্যান্য (০.১%) কারণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: পাসপোর্ট সেবা খাতে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার হ্রাস পেয়েছে। ২০১৫ সালে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৭.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছিল, যা ২০১৭ সালে ৬৭.৩% হয়েছে। অনুরূপভাবে ২০১৫ সালে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ছিল ৭৬.১%, যা ২০১৭ সালে ৫৯.৩% হয়েছে। একইভাবে ঘুষের পরিমাণও ২০১৫ সালের (৩,১২০ টাকা) তুলনায় ২০১৭ সালে কমে ২,৮৮১ টাকা হয়েছে। উল্লেখ্য পাসপোর্ট সেবা খাতে সার্বিকভাবে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার কমার কারণ হিসেবে পাসপোর্ট সেবায় অনলাইনে ফি জমাদান; আবেদনকারীর Automated Fingerprint ID System (AFIS), Demography, Re-issue investigation, ফি জমাদান ও পুলিশ প্রতিবেদন বিষয়ে সমস্যা বা বিরূপ প্রতিবেদন জানাতে এসএমএস ব্যবস্থা চালু; সেবা সংক্রান্ত তথ্য নির্দেশিকা, কক্ষের নাম্বার সম্বলিত নির্দেশনা এবং দালালের হয়রানি বিষয়ে সতর্কতার নোটিস অন্যতম।

চিত্র ৪.৬ পাসপোর্ট সেবায় দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

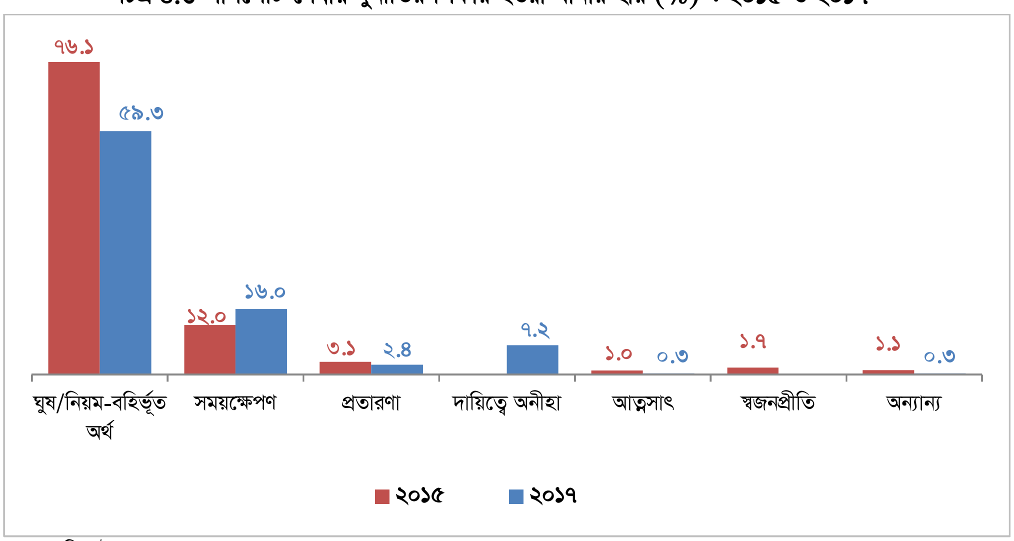

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.৩. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও এ খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ মোটরযান মালিক ও চালক সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো বিআরটিএ। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের করসহ বিভিন্ন ফি আদায় বাবদ ১৮টি ব্যাংকের ২৩২টি শাখা/বুথের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে (সর্বশেষ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৪৬৫.১৯ কোটি টাকা) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে।[১৩] সেবা কার্যক্রমকে ঘিরে বিআরটিএ'র কর্মী, মোটরযান শ্রমিক ও মালিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একাংশের মধ্যে সৃষ্ট সিন্ডিকেট; রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ইত্যাদির কারণে দুর্নীতির সংঘটন ও গ্রাহক সেবা বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[১৪]

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার মোট ৫.৬% বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে রয়েছে মোটরযান চালক (৬৪.৪%) এবং মোটরযান মালিক (৪৫.৭%)। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, মোটরযান চালক ও মালিক সংশ্লিষ্ট সেবার মধ্যে রয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত (৩৬.৯%), ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (২৫.৭%), ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (৬.৪%), মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন (২৬.৭%), ফিটনেস সনদ সংগ্রহ (৮.৫%), মোটরযানের নথি/কাগজপত্র জমা দেওয়া (৫.৯%), ট্যাক্স টোকেন ইস্যু (৫.০%), রুট পারমিট (২.৩%) এবং অন্যান্য (২.৮%) যার মধ্যে রয়েছে হারানো/ডুপ্লিকেট লাইসেন্স সংগ্রহ, জরিমানা জমা দেওয়া, কোম্পানীতে অন্তর্ভুক্তি, নম্বর প্লেট সংগ্রহ ইত্যাদি।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিআরটিএ হতে সেবাগ্রহণকারীদের ৬৫.৪% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এলাকাভেদে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শহরাঞ্চল (৬৩.৪%) অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলের (৭২.৪%) সেবাগ্রহীতা খানাগুলো বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। বিআরটিএ হতে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে মোটরযান মালিক (৬২.৯%) অপেক্ষা মোটরযান চালকদের (৬৯.৪%) দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ঘুষের শিকার খানার হার ৬৩.১%। এছাড়া অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে সময়ক্ষেপণ (২১.০%), পরীক্ষা ছাড়াই লাইসেন্স পাওয়া (৩.৫%), প্রতারণার শিকার (১.৮%) এবং অন্যান্য (স্বজনপ্রীতি, বৈধ/সঠিক লাইসেন্স না পাওয়া, ফিটনেস পরীক্ষা ছাড়া ফিটনেস সনদ সংগ্রহ, বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া ইত্যাদি) দুর্নীতি (৩.১%)। বিআরটিএ'র বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ৬,৩১৮ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ৪.৭: বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

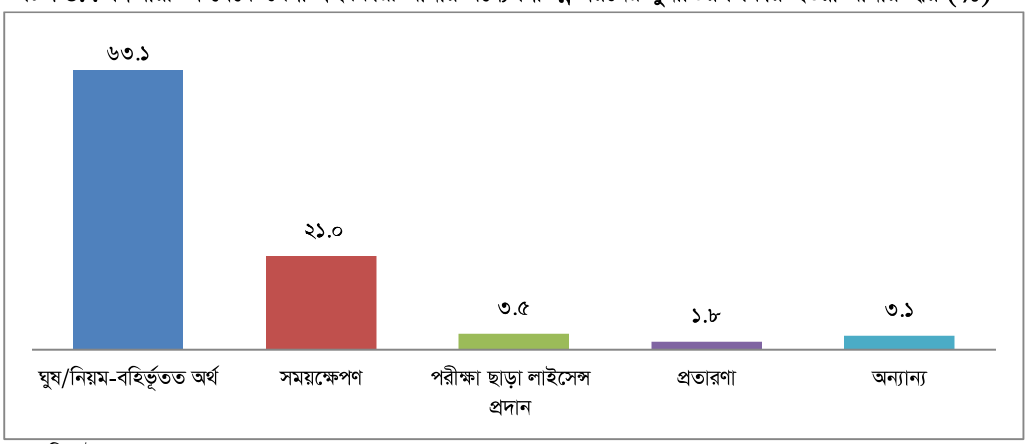

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

সার্বিকভাবে বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণকারীর ২.৩% নারী এবং ৯৭.৭%। এসব নারীর ৬৮.৪% এবং পুরুষদের ৬৫.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

অন্যের সহযোগিতা নেওয়া বা নিতে বাধ্য হওয়া: সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ৪৪.২% খানা কারও সহযোগিতা ছাড়া সেবা গ্রহণ করেছে এবং ৫৮.৩% খানা বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দালাল, পরিচিত ব্যক্তি, শো-রুম বা সমিতির সহায়তা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পেশাদার দালালের সহযোগিতা নিয়েছে ৩২.০% খানা। যে সকল খানা নিজেই সেবা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে এমন খানার হার ৩৩.০% এবং ঘুষের শিকার হয়েছে ২৮.৬% খানা। এক্ষেত্রে গড় ঘুষের পরিমাণ

---

[১৩] বিআরটিএ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: http://brta.portal.gov.bd/sites/default/files/files/brta.portal.gov.bd/page/e8805067_d704_45e5_8e5c_b9ab191b1e5c/Annual%20Report_2016-2017_14.01.2018(BRTA).pdf, accessed, ১২ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে সংগৃহীত

[১৪] Md. Rezaul Karim, 'Road safety and traffic congestion' *The Daily Star*, Dhaka. Available at http://www.thedailystar.net/news-detail-110877. ২০ এপ্রিল , ২০১৬ তারিখে সংগৃহীত

৩,০৭৪ টাকা। পক্ষান্তরে, যে সকল খানা কারও সহযোগিতার মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেছে সেসব খানার মধ্যে ৮৭.৬% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে ঘুষের শিকার খানার হার ৮৬.৭% এবং খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৭,১৪২ টাকা।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিআরটিএ থেকে গৃহীত সেবাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। মোটরযান চালক হিসেবে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যাক খানা (৮০.৯%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং এই সেবা নিতে ৬৮.৯% খানাকে গড়ে ৬,১৩৬ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে ৪৯.৫% খানা দুর্নীতির শিকার হয় এবং ৪৮.৪% খানাকে গড়ে ৪,০২১ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করতে ৬৯.৮% খানাকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে এবং এই সেবা নিতে ৫৭.৯% খানাকে গড়ে ৬,৭৯৬ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.৩)

সারণি ৪.৩: বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণের হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ড্রাইভিং লাইসেন্স	৩৬.৯	৮০.৯	৬৮.৯	৬১৩৬
রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন	২৬.৭	৬৯.৮	৫৭.৯	৬৭৯৬
ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন	২৫.৭	৪৯.৫	৪৮.৪	৪০২১
ফিটনেস সনদ	৮.৫	৫৭.৫	৫১.৬	৪৮৮১
ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ	৬.৪	৭৯.৯	৪২.৩	১৪৭০
মোটরযানের কাগজপত্র জমা দেয়া [১৫]	৫.৯	৩৮.৬	৩৬.৮	-
অন্যান্য[১৬]	১২.৯	৫৭.৩	৪৬.৯	২৮১০

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৭৬.২% খানা ঘুষ ছাড়া সেবা না পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়া কারণ হিসেবে খানাগুলো হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো (৭৪.১%), যথাসময়ে সেবা পাওয়া (৪২.৯%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদান (৩২.৩%), নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া (৬.১%) এবং পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়া বা পরীক্ষায় পাশ করা (৪.৭%) উল্লেখ করে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালের খানা জরিপে বিআরটিএ হতে সেবাগ্রহীতার খানার মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে এমন খানার হার ৬৫.৪% এবং ঘুষের শিকার খানার হার ৬৩.১% যা ২০১৫ সালে ছিল যথাক্রমে ৬০.১% খানা এবং ঘুষের শিকার খানার হার ৫২.৩%। ২০১৭ সালে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৬,৩১৮ টাকা যা ২০১৫ সালে ছিল ৩,৮৬৯ টাকা। ২০১৫ এর তুলনায় ২০১৭ সালে বিআরটিএ'র সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের হার বেড়েছে।

চিত্র ৪.৮: বিআরটিএ থেকে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

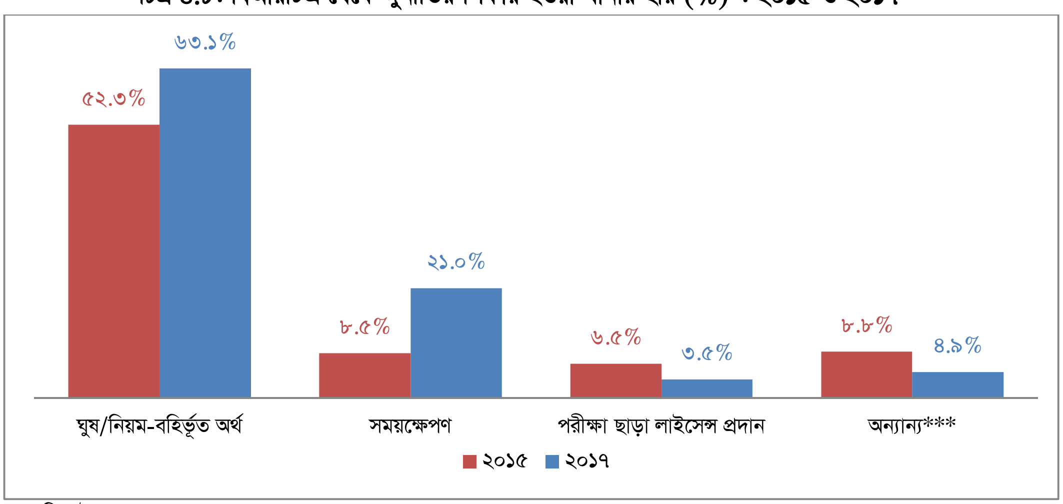

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে
***প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি, বৈধ/সঠিক লাইসেন্স না পাওয়া, ফিটনেস পরীক্ষা ছাড়া ফিটনেস সনদ সংগ্রহ, বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া ইত্যাদি

[১৫] উপাত্ত কম থাকার কারণে মোটরযানের নথি/কাগজপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষের গড় পরিমাণ নির্ণয় করা হয় নি
[১৬] অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে ট্যাক্স টোকেন, মালিকানা/ব্যবসার ঠিকানা বদল, রুট পারমিট ইত্যাদি

৪.৪. বিচারিক সেবা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত এবং বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের (সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালতসমূহ, ট্রাইবুনালসমূহ ইত্যাদি) আদালত বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ বা অপরাধের প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য দেশের জনগণকে এই আদালতগুলোতে এবং মামলা পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট তথা আইনি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের কাছে যেতে হয়। তবে মামলা পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিচারপ্রার্থীদের নানা ধরনের হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হয়, যা বিচারিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে দেখা যায়, ৭.১% খানা বিভিন্ন মামলার বিচার সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারিক সেবা নিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ৬.৫% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ৭.৬%। জরিপে দেখা গেছে, বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মামলাগুলো দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৭৭.০%) দেশের বিভিন্ন জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালত থেকে বিচারিক সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা ফৌজদারি আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ২০.২%, উচ্চ আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ৪.২% এবং বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ১.৫%।

মামলার বিষয়বস্তু: জরিপকৃত খানাসমূহের বিচারাধীন মামলাগুলোর মধ্যে জমি বা সম্পত্তি বিষয়ক মামলার হার সবচেয়ে বেশি (৬১.৩%)। এছাড়া মারামারি/দাঙ্গা ৯.৮%, নারী ও শিশু নির্যাতন ৫.৭%, মাদক সংক্রান্ত মামলা ৪.৯%, হত্যা মামলা ৩.০%, অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ ২.৯%, প্রতারণা মামলা ২.৫%, আঘাত ২.৪%, পারিবারিক সহিংসতা ২.১% এবং অন্যান্য মামলা ৮.৭% (চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, বিবাহ বিচ্ছেদ, ডাকাতি, রীট, ভূমি জরিপ ইত্যাদি) আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে।

সারণি ৪.৪: বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার ধরন*

মামলার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)
জমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ	৬১.৩
দাঙ্গা/মারামারি	৯.৮
নারী ও শিশু নির্যাতন	৫.৭
মাদক সংক্রান্ত	৪.৯
হত্যা	৩.০
অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ	২.৯
প্রতারণা	২.৫
আঘাত	২.৪
পারিবারিক সহিংসতা	২.১
অন্যান্য**	৮.৭

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

**চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, বিবাহ বিচ্ছেদ, ডাকাতি, রীট, ভূমি জরিপ ইত্যাদি

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সার্বিকভাবে বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৬০.৫% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক খানা (৩২.৮%) ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে এবং খানাগুলোকে গড়ে ১৬,৩১৪ টাকা ঘুষ দিয়েছে। খানাগুলোকে তাদের মামলা পরিচালনার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ ছাড়াও আরও নানা ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর ২৩.১% আইনজীবীর উদ্দেশ্যমূলক সময়ক্ষেপণসহ বিভিন্ন কারণে সময়ক্ষেপণ বা মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়াকে অন্যতম অনিয়ম হিসেবে উল্লেখ করেছে। এছাড়া নিয়োগকৃত আইনজীবীদের দ্বারাও বিচারপ্রার্থীরা নানাভাবে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ১৬.৩% নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী/মুহুরী অতিরিক্ত টাকা দাবি করে বলে জানায়। এছাড়া নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী পর্যাপ্ত সময় দিতে না চাওয়া (১২.৫%), রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার (১১.২%), আইনজীবী সহকারী/মুহুরীর মাধ্যমে হয়রানি শিকার (১০.৩%), নিয়োগকৃত আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর না রাখা (৯.১%), আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে যথাযথভাবে অবহিত না করা (৮.৬%), আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারদের অসহযোগিতার শিকার (৬.৫%) ইত্যাদি দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে। বিচারিক গ্রহণকারীর ১৩.৩% নারী এবং ৮৬.৭%। এসব নারীর ৭১.৮% এবং পুরুষদের ৫৯.৫% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৯: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

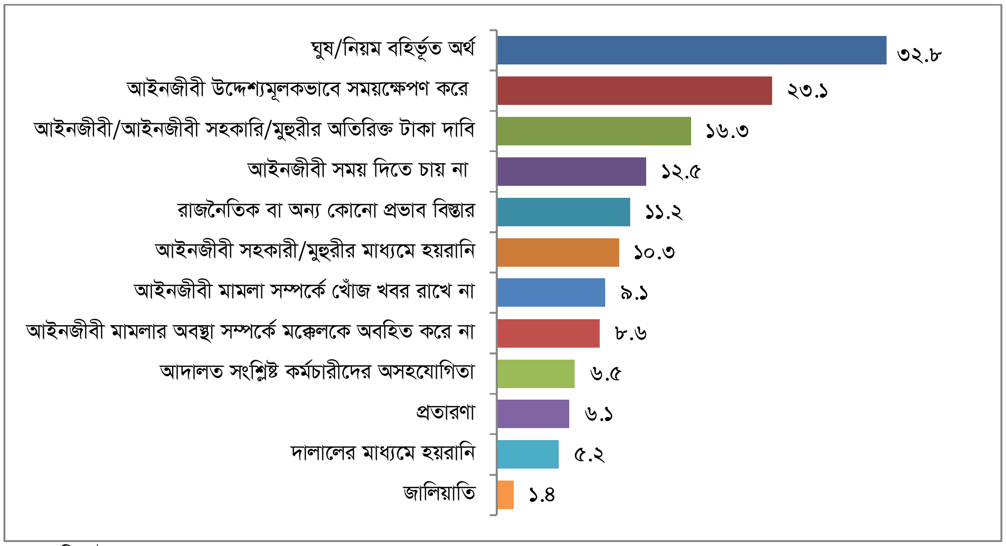

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

আদালতভেদে দুর্নীতি: উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৭৫.৫% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৬১.০% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ৫৭.৪% দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ২৮.৮% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৫)।

সারণি ৪.৫: বিভিন্ন আদালতভেদে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি

আদালত	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)*	ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের শিকার হওয়া খানা (%)*	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালত	৭৭.০	৬১.০	৩৪.৪	২২,৪৪০
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালত	২০.২	৫৭.৪	২৪.১	৫,৯১১
উচ্চ আদালত	৪.২	৭৫.৫	৪২.৮	-**
বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল	১.৫	২৮.৮	১৫.৮	-**

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে
**উপাত্ত কম থাকার কারণে গড় ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয় নি

জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৩৪.৪% ঘুষ দিয়েছে, যার গড় পরিমাণ ২২,৪৪০ টাকা। একইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানার ২৪.১% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে, যার গড় পরিমাণ ৫,৯১১ টাকা।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে যেসব খানাকে ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের ৮৭.৫% বলেছে ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না। ৬৫.২% খানা হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য, ৪২.০% খানা নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য, ৪০.৩% নির্ধারিত ফি না জানার কারণে, ৭.৪% খানা দ্রুত সেবা পেতে বা শুনানি করানোর জন্য, ৭.২% খানা মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ৬.০% জামিন করানোর জন্য, ৫.৩% কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট (যেমন রায়ের কপি ইত্যাদি) উত্তোলনের জন্য, ৩.০% শুনানীর তারিখ পেছানোর জন্য এবং ১.২% সমন বা নোটিশ জারি করানোর জন্য ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালের ৬০.৫% খানা বিচারিক সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে যা ২০১৫ সালে ছিল ৪৮.২% এবং ২০১৭ সালে ঘুষের শিকার খানার হার ৩২.৮% যা ২০১৫ সালে ছিল ২৮.৯%। ঘুষের শিকার খানাগুলোকে ২০১৭ সালে গড়ে ১৬,৩১৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে যা ২০১৫ সালে ছিল ৯,৬৮৬ টাকা।

চিত্র ৪.১০: বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

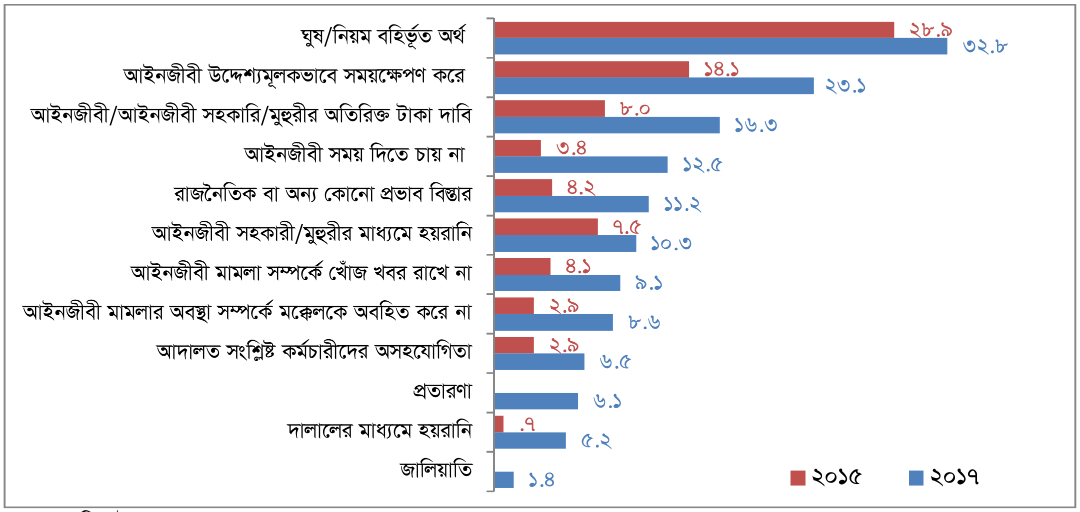

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

** একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.৫ ভূমি সেবা

ভূমি মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণ, সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমির ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন, রেজিস্ট্রেশন, ভূমি জরিপ, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কারণে ভূমি প্রশাসনের সেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যালয় যেমন ইউনিয়ন ভূমি অফিস/তহশিল অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখা, এসএ শাখা, ভিপি শাখা এবং জেলা রেকর্ডরুম ভূমি সংক্রান্ত নানা ধরনের সেবা দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের খানাগুলো ভূমি প্রশাসনে সেবা নিতে যেয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি শিকার হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ১৬.০% ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে। খানার অবস্থানভেদে গ্রামাঞ্চলে ১৫.৩% খানা এবং শহরাঞ্চলে ১৬.৬% খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে। জরিপে ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে সর্বাধিক (৬৩.৫%) খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.৬)। ভূমিসেবার মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা সেবা সর্বাধিক (৫২.৩%) খানা নিয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : জরিপে ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সার্বিকভাবে ৪৪.৯% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৩.৩% ও শহরাঞ্চলে ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৬.১% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩৭.৯% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৩৭.৬% এবং শহরাঞ্চলে ৩৮.০%। এছাড়া সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ৯.৯% খানা সময়ক্ষেপণ, ৩.১% খানা দালাল বা উমেদার কর্তৃক হয়রানি, ১.৩% খানা জরিপের সময় ভূমির পরিমাণ কম দেখানো ও প্রকৃতি পরিবর্তন এবং ২.৪% খানা অন্যান্য (পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি, যোগসাজশে ইজারা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা, অফিস থেকে ডকুমেন্ট হারানো, ইত্যাদি) ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.১১)।

চিত্র ৪.১১: ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

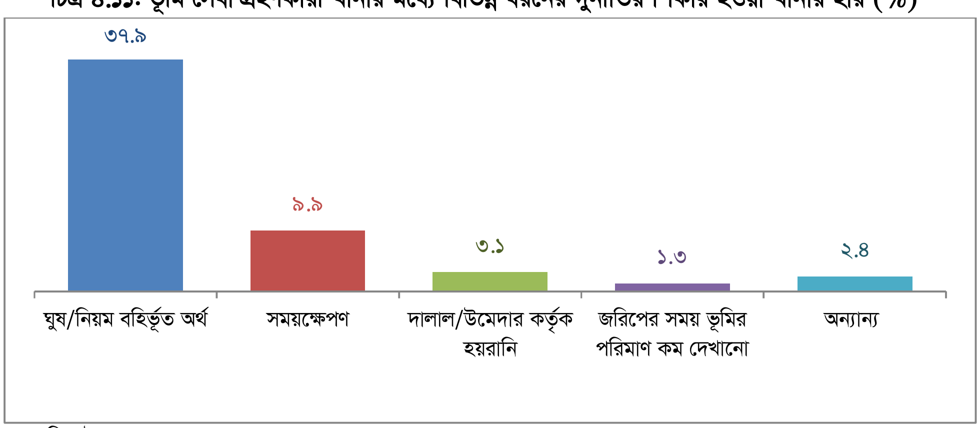

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

ভূমি সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ১১,৪৫৮ টাকা দিতে হয়েছে। এই ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে ৭,৩৯৩ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১৪,৩১৫ টাকা। সার্বিকভাবে ভূমি সেবা গ্রহীতাদের ৯.৩% নারী এবং ৯০.৭% পুরুষ। এসব নারীর ৪৭.৮% এবং পুরুষদের ৪৭.৩% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় খানাগুলো নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এসব খানার সর্বাধিক (৭১.১%) জেলা রেকর্ডরুমে সেবা নিতে যেয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসে ৬৮.৬%, উপজেলা ভূমি অফিসে ৬২.৬%, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ৪২.০% এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ২৭.৮% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ভূমি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোকে ঘুষ দিতে হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার ৫৭.৪% জেলা রেকর্ডরুমে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া উপজেলা ভূমি অফিস থেকে ৫৩.৯% এবং উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস থেকে ৪৮.০% খানা খানাকে সেবা গ্রহণের সময় ঘুষ দিতে হয়েছে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ২০.৯% খানাকে ঘুষ দিতে হয়েছে। খানাগুলোকে উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সেবা গ্রহণের সময় সবচেয়ে বেশি ঘুষ (গড়ে ১১,৮৯৪ টাকা) দিতে হয়েছে। এছাড়া উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসে গড়ে ৭,১৬৮ টাকা এবং উপজেলা ভূমি অফিসে গড়ে ৭,১৫৩ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে সেবা গ্রহণে যার পরিমাণ গড়ে ৩,৫৮৫ টাকা (সারণি ৪.৬)।

সারণি ৪.৬: বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি*

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)**	ঘুষের শিকার খানা (%)**	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৬৩.৫	২৭.৮	২০.৯	৩,৫৮৫
উপজেলা ভূমি অফিস	১৪.৬	৬২.৬	৫৩.৯	৭,১৫৩
উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস	১৯.৪	৪২.০	৩০.৩	১১,৮৯৪
উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস	৪.৫	৬৮.৬	৪৮.০	৭,১৬৮
জেলা রেকর্ডরুম	৪.০	৭১.১	৫৭.৪	৪,৩০৮

*প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করা হয়েছে
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় সেবাভিত্তিক সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে নামজারিতে সর্বাধিক (৬৫.২%) খানা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ভূমি জরিপে ৫৯.৬%, ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে ৫২.৬%, হেবা এবং দলিল রেজিস্ট্রেশনে ৪২.৫% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে সর্বনিম্ন ১৯.৭% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে নামজারি সেবা গ্রহণে ৪৭.০% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৩১.৯% খানা ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে এবং ৩০.৫% খানা ভূমি জরিপের সময় ঘুষ দিয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে সর্বনিম্ন ১৫.৩% খানা ঘুষ দিয়েছে। সেবা গ্রহণের সময় খানাগুলোকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে দলিল রেজিস্ট্রেশন সেবায় যার পরিমাণ গড়ে ১১,৮৫২ টাকা। নামজারি সংক্রান্ত কাজে গড়ে ১০,২৪৬ টাকা এবং ভূমি জরিপ সেবায় ৯,৩৮৮ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে যার পরিমাণ গড়ে ১,৮৭৫ টাকা (সারণি ৪.৭)।

সারণি ৪.৭: ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি*

সেবা	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)**	ঘুষের শিকার খানা (%)**	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
দলিল রেজিস্ট্রেশন (সাফ-কবলা, হেবা, উইল, দানপত্র ইত্যাদি)	২৩.১	৪২.৫	২৮.৩	১১,৮৫২
নামজারি (মিউটেশন)	১৭.০	৬৫.২	৪৭.০	১০,২৪৬
ভূমি জরিপ	২.২	৫৯.৬	৩০.৫	৯,৩৮৮
ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি	৫.০	৫২.৬	৩১.৯	৬,৯১৯
ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা	৫২.৩	১৯.৭	১৫.৩	১,৮৭৫

*প্রধান প্রধান গৃহীত সেবা উল্লেখ করা হয়েছে
*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৭২.৮% খানা ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না উল্লেখ করেছে। এছাড়া ৫৭.২% খানা বলেছেন জটিলতা ও হয়রানি এড়ানোর জন্য ঘুষ দিয়েছে। এছাড়া ৩৮.৬% খানা নির্ধারিত ফি না জানা থাকায় এবং ২৯.২% খানা নির্ধারিত সময়ে ভূমি সেবা পেতে ঘুষ দিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালের ৪৪.৯% খানা ভূমি সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে যা ২০১৫ সালে ছিল ৫৩.৪%। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ভূমি খাতে ঘুষের শিকার খানার হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে, যা ৪৯.৮% থেকে ৩৭.৯%। ঘুষের শিকার খানাগুলোকে ২০১৭ সালে গড়ে ১১,৪৫৮ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে যা ২০১৫ সালে ছিল ৯,২৫৭ টাকা।

চিত্র ৪.১২: ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

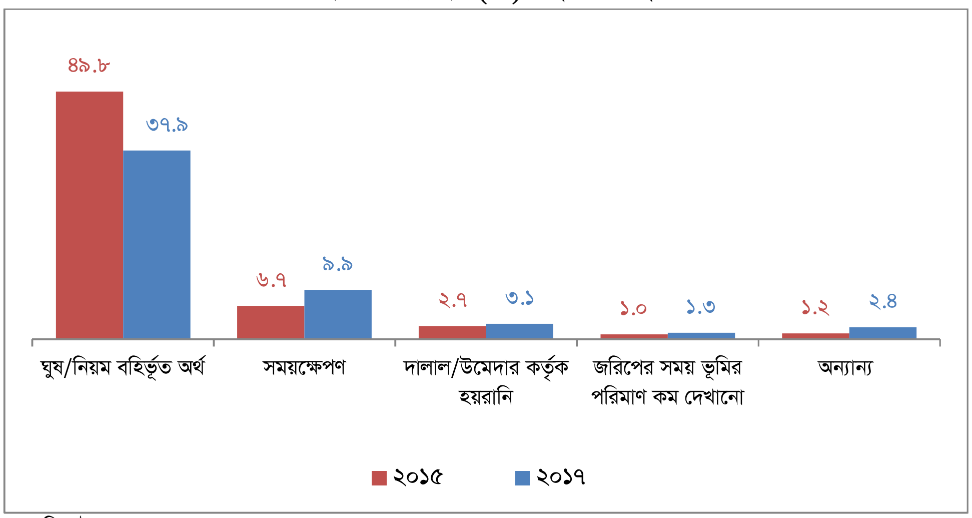

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.৬ শিক্ষা

রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। নাগরিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[১৭] স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রের নানামুখী উদ্যোগের ফলে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে শিক্ষা খাতে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও অনিয়ম ও দুর্নীতি এখনো একটি চ্যালেঞ্জ।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৭০.৭% বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছে, যাদের ৪৮.৮% বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ৪৮.৫% সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৩৭.৯% বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রতিষ্ঠান, ২.৯% এনজিও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং ২.৭% স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে ৬৭.৩%, মাধ্যমিক স্তরে ৪৮.৪%, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১৪.৪% এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১৭.৯% খানা শিক্ষা সেবা নিয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৬.৮% জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা, ১৭.০% মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম, ৯% বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি, ২.৭% জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজি, ০.৩% বিদেশী পাঠ্যসূচি এবং ১.৯% কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যসূচির শিক্ষার্থী রয়েছে। উল্লেখ শিক্ষা সেবার দুর্নীতি বিশ্লেষণে বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও হতে শিক্ষা সেবা গ্রহীতা খানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

[১৭] "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে ..... নাগরিকদের জন্য ..... অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা......।" [*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)]।

চিত্র ৪.১৩: প্রতিষ্ঠানভেদে শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)*

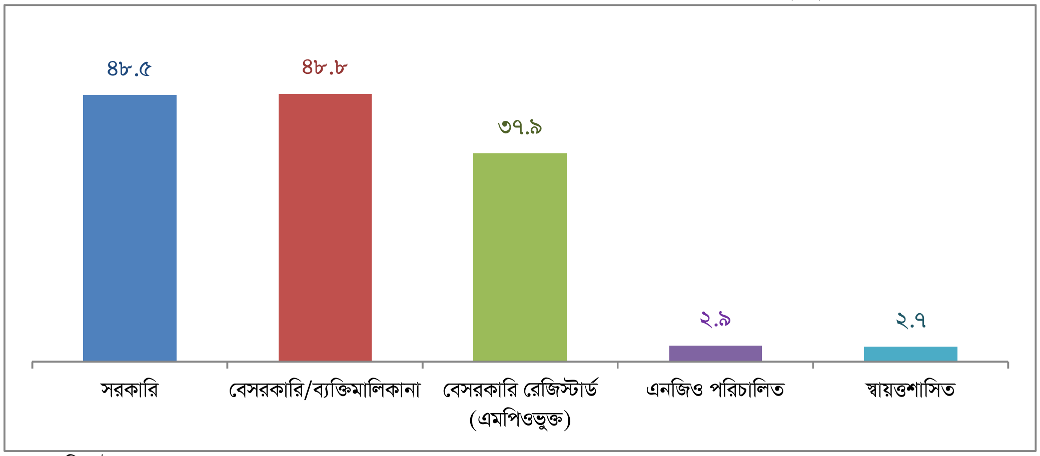

**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

অনিয়ম ও দুর্নীতি: যেসব খানা সরকারি, বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা নিয়েছে তাদের ৪২.৯% বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৪.২% এবং শহরাঞ্চলের ৪১.৭%। শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে খানার ৩৪.১% নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ৩৬.৮% এবং শহরাঞ্চলের ৩১.৭%। এছাড়া ৬.৬% খানা নিয়মিত ক্লাস না হওয়া, ৬.১% খানা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং/প্রাইভেট করতে বাধ্য হওয়া এবং ৪.৬% খানা সম্পূর্ণ সময় ক্লাস না হওয়ার শিকার হয়েছে। যেসব খানা এ খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ৭১৪ টাকা দিতে হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে গড়ে ৫৪৮ টাকা এবং শহরাঞ্চলে গড়ে ৮৮৭ টাকা।

চিত্র ৪.১৪: শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

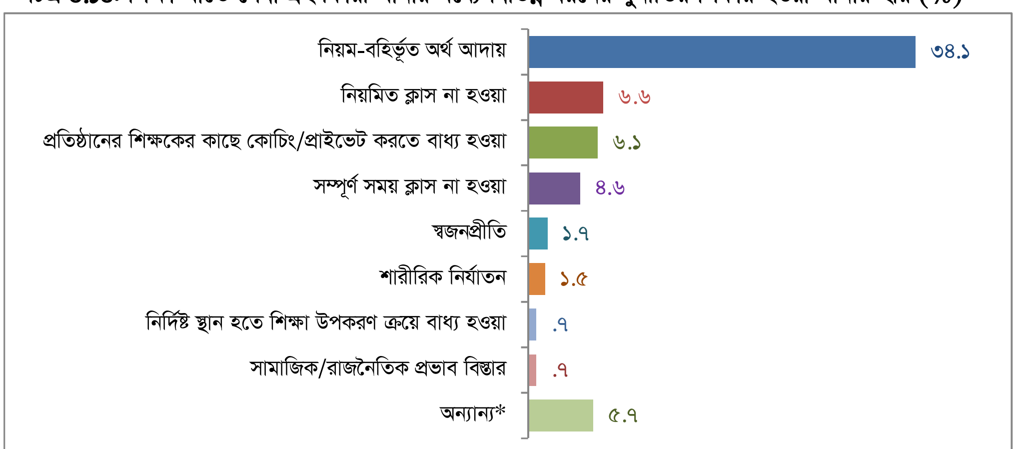

*তথ্য দেয় নি, ভুল তথ্য প্রদান, নির্দিষ্ট প্রকাশনীর গাইডবই কিনতে বাধ্য করা, যৌন হয়রানি ইত্যাদি
**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সার্বিকভাবে শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারীর ৫৪.৫% নারী এবং ৪৫.৫% পুরুষ। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী নারীদের ৩০.২% এবং পুরুষদের ২৯.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দেখা যায় স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক বেশি। জরিপে স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৯.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৬.৯% এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৭.৪% খানা। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ২৯.৬%, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ২৯.১% এবং স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ৯.৪% নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণে দেখা যায়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ৩৮২ টাকা এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খানাকে গড়ে ৯০২ টাকা দিতে হয়েছে।

শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষার উচ্চ স্তরের (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) তুলনায় শিক্ষার নিম্ন স্তরে (প্রাক-প্রাথমিক/প্রাইমারি ও মাধ্যমিক) দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি, তবে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ শিক্ষার উচ্চ স্তরে বেশি। জরিপের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৮.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৬.২%। অনুরূপভাবে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬.২%, যা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের সেবা গ্রহণকারী খানার ৩১.৬%। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হওয়া খানাকে গড়ে ১,৩৩০ টাকা দিতে হয়েছে, যা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে গড়ে ১৩০ টাকা।

সারণি ৪.৮: শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার

শিক্ষার স্তর	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)*	নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)*	নিয়ম-বর্হিভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক	৩৮.৭	৩১.৬	১৩০
মাধ্যমিক	৩৯.৪	৩১.৭	৬৭৬
উচ্চ মাধ্যমিক	২২.৮	১৮.১	১,২৬৪
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	১৬.২	৬.২	১,৩৩০

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

শিক্ষা ব্যবস্থার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষা ব্যবস্থার ধরনভেদে সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার তারতম্য লক্ষণীয়। জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা'র তুলনায় জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজি'র সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক কম। জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা'র শিক্ষা ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারী খানার ৪২.২% ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারী খানার ১৬.৮% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনুরূপভাবে জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা'র শিক্ষা ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৪.৪% এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারী খানার ১৩.৭% নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে/দিতে বাধ্য হয়েছে। জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানাকে গড়ে ৫৪৩ টাকা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় খানাকে গড়ে ৫৪৭ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ৪.১৫: শিক্ষা ব্যবস্থার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

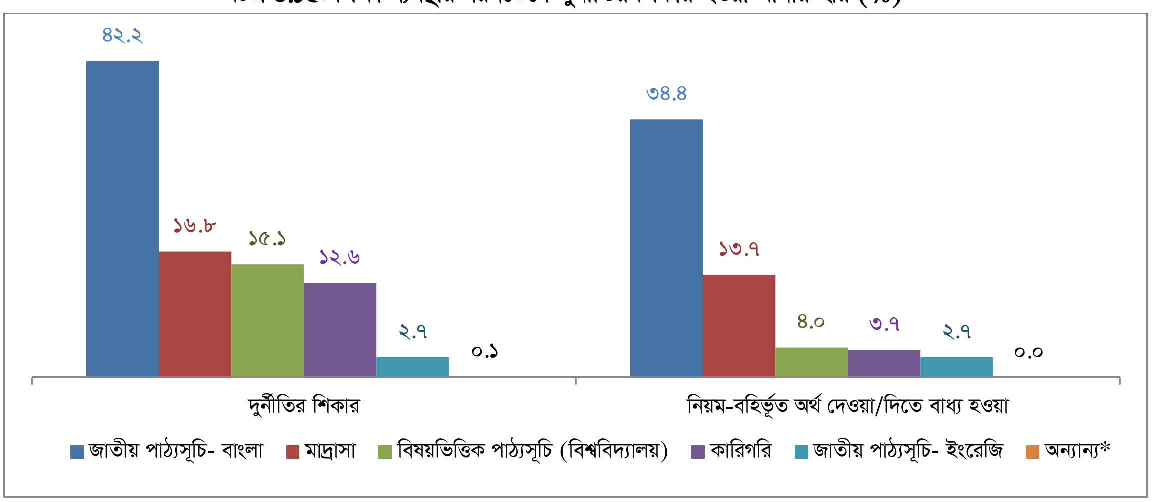

* টিচার ট্রেনিং কলেজ, নার্সিং কলেজ, ইত্যাদি

সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার: শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৮.৯% প্রবেশপত্র সংগ্রহ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত, ৭১.৬% ভর্তি/পুনঃভর্তি সংক্রান্ত এবং ৬৯.৩% খানা শ্রেণি কক্ষে পাঠগ্রহণ সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে। জরিপে সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৬.৭% কোচিং, ২২.২% বিবিধ অনুষ্ঠান, ২১.৪% পরীক্ষার নিবন্ধন (ফরম ফিলআপ) এবং ১৯.৫% খানা নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) সেবায় দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.৯: শিক্ষা সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)*	নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)*	নিয়ম-বর্হিভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
প্রবেশপত্র সংগ্রহ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ	৭৮.৯	১২.১	১১.৪	২১৮
ভর্তি/পুনঃ ভর্তি	৭১.৬	১৬.০	১৫.৭	৪৭১
পাঠ গ্রহণ	৬৯.৩	১২.৮	০.৪	-**
বই প্রাপ্তি (সরকারি)	৬৪.৯	৭.৯	৭.৭	৮১
মাসিক বেতন	৩৮.৩	১১.১	১১.১	৫০৪
পরীক্ষার নিবন্ধন (ফরম ফিলআপ)	৩৭.৫	২১.৪	২১.৩	৮৫৮
নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন)	২১.৩	১৯.৫	১৯.৫	২৮৮
উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	২০.৯	৮.৭	-**	-**
বিবিধ অনুষ্ঠান***	১৯.৫	২২.২	২২	১১৭
কোচিং	১৪.৯	৩৬.৭	১.১	-**
অন্যান্য****	১৮.৫	৩৫.৫	১০.৬	১৪৯

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে
**সীমিত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয় নি
***সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও মিলাদ ইত্যাদি
****টিসি, সার্টিফিকেট, মার্কসিট, স্কুল ফিডিং, শিক্ষা উপকরণ ক্রয়, হোস্টেল সুবিধা ইত্যাদি

শিক্ষা সেবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানাকে (২২%) বিবিধ অনুষ্ঠান, (২১.৩%) পরীক্ষার নিবন্ধন (ফরম ফিলআপ) ফি প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে, যা খানা প্রতি গড়ে যথাক্রমে ১১৭ টাকা ও ৮৫৮ টাকা। এছাড়া নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) সংক্রান্ত সেবায় ১৯.৫% খানাকে গড়ে ২৮৮ টাকা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণের মধ্যে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ না দিলে সেবা না পাওয়া (৯২.১%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া (৪০%), হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (২০.১%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (৪.৩%), নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া (১.৩%) এবং অবৈধ সুবিধা বা সুযোগ প্রাপ্তি (০.৫%)।

শিক্ষা সেবা খাতে দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র: শিক্ষা সেবা খাতে (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে সার্বিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার কমেছে, যদিও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একই নির্দেশকের ভিত্তিতে ২০১৫ সালে সার্বিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ছিল ৬০.৮%, যা ২০১৭ সালে উল্লেখযোগ্য হারে কমে ৪২.৯% হয়েছে। অনুরূপভাবে ২০১৫ সালে ৫৬.৯% খানা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হয়েছে, যা ২০১৭ সালে কমে ৩৪.১% হয়েছে। অপরদিকে ২০১৫ সালে খানাকে গড়ে ৩৭৪ টাকা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হতো, যা ২০১৭ সালে বেড়ে ৭১৪ টাকা হয়েছে। উল্লেখ শিক্ষা সেবা খাতে সার্বিকভাবে দুর্নীতির শিকার হওয়ার খানার হার কমার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বই বিতরণে সরকারের তদারকি বৃদ্ধি, উপবৃত্তির তালিকাভূক্তিতে ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার হ্রাস এবং সিওর ক্যাশ ও বিকাশের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা প্রেরণের কারণে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় বন্ধ হওয়া উল্লেখযোগ্য।

৪.৭. স্বাস্থ্যসেবা

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবার জন্য প্রাথমকি স্বাস্থ্য ও জরুরী চিকিৎসাসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; সমতার ভিত্তিতে সেবাগ্রহীতা কেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তার করা; জনগণের নিজ পকেট থেকে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় কমিয়ে আনা, বিপর্যয়কর স্বাস্থ্য ব্যয় হতে জনগণকে সুরক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাও এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।[১৮] জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সাধনের জন্য সরকার বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আছে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। মাধ্যমিক পর্যায় জেলা সদর হাসপাতাল এবং তৃতীয় পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য বিশেষায়িত হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের ফলে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু, স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের একাংশের দুর্নীতি , অনিয়ম ও

[১৮] জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, http://www.dghs.gov.bd/index.php/en/ - থেকে ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে গৃহীত।

দায়িত্বে অবহেলার জন্য জনগণ অনেকাংশে কাঙ্খিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নও ব্যাহত হচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৮৬% স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে, যার ৫০.০% সরকারি, ৭৭.৩% বেসরকারি ও ২.৫% এনজিও প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এ জরিপে স্বাস্থ্য বিষয়ক দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা খানার ৪২.৫% সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতির ধরন অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা খানার ১৯.৮% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, খানার সদস্যরা সরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গেলে তাদের বেসরকারি ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ৮.৪% খানাকে, এক্ষেত্রে সেবাগ্রহণকারীকে প্রতিষ্ঠানের মেশিন নষ্ট বা প্রতিবেদন দিতে অনেক সময় লাগবে ইত্যাদি কথা বলে রোগীদের প্রভাবিত করে নির্ধারিত ক্লিনিকে যেতে বাধ্য করে। সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জরুরী বিভাগ, অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে সেবাগ্রহীতার চিকিৎসার সময়ে প্রয়োজনে ডাক্তার, নার্স, মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার বা স্বাস্থ্য সহকারী পায় নি ৭.৫% খানা, ওষুধ সংক্রান্ত অনিয়মের শিকার ৬.০% (কোনো ওষুধ না পাওয়া, ওষুধ থাকা সত্ত্বেও ওষুধ না পাওয়া, টাকা ছাড়া ওষুধ না দেওয়া ইত্যাদি)। ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গের শিকার ৬.০% (ঘুষ বা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে সিরিয়াল ভেঙ্গে পেছনের রোগী আগে ডাক্তার দেখানো), চিকিৎসার সময়ে ডাক্তারের কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছে ৪.৯% খানা, দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার ৩.০% খানা। চিকিৎসায় অবহেলা বা বিভিন্ন ধরনের হয়রানির ক্ষেত্রে সুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও রিলিজ করে দেওয়া, নারী সেবাগ্রহণকারীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা না করা, রোগের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে না শুনেই ব্যবস্থাপত্র দেওয়া, অফিস সময়ে রোগী না দেখে ফোনে গল্প করা, রোগীর ব্যবস্থাপত্র ছিঁড়ে ফেলা, চিকিৎসক রোগীকে অক্সিজেন দেওয়ার কথা বললেও নার্স কর্তৃক অক্সিজেন না দেওয়া, ঘুষ না দেওয়ার কারণে সেবা না দেওয়া বা দূর্ব্যবহার করা, ভুল রোগ-নির্ণয় প্রতিবেদন দেওয়া ইত্যাদির কথা সেবাগ্রহীতা খানাগুলো উল্লেখ করে। স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার খানা গড়ে ৪৯৮ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহীতাদের ৫৬.২% নারী এবং ৪৩.৮% পুরুষ। খানার পক্ষে সেবাগ্রহণকারী নারীদের ৩৭.৩% এবং পুরুষদের ৩৮.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.১৬: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

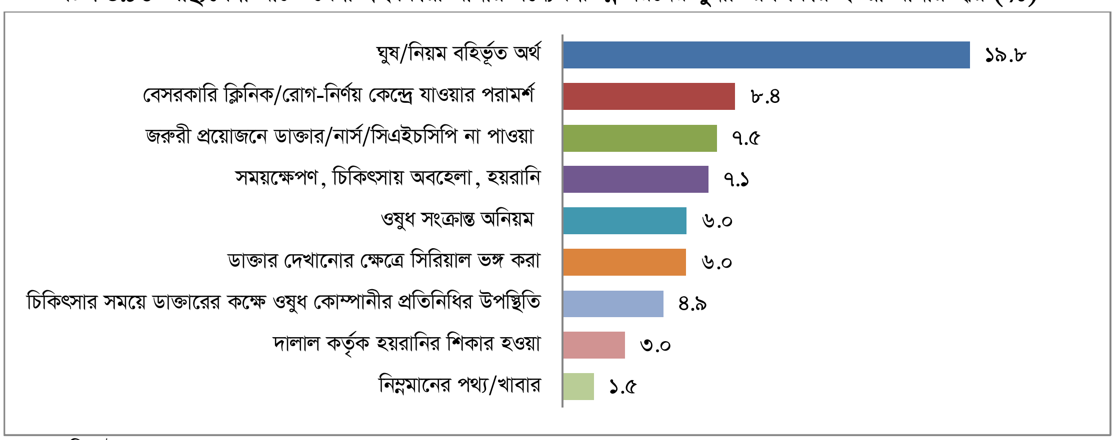

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানভেদে সেবার ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সবচেয়ে বেশি খানা সেবা গ্রহণ করেছে (২৮.২%) এবং সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (৪৫.০%)। ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার সর্বাধিক কমিউনিটি ক্লিনিকে (২৯.২%)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি জেলা সদর/ জেনারেল হাসপাতাল (৫৮১ টাকা) এবং সর্বনিম্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে (২১ টাকা)।

সারণি ৪.১০: স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ, দুর্নীতির শিকার ও গড় ঘুষের পরিমাণ

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
কমিউনিটি ক্লিনিক	১৯.৯	৪২.০	২৯.২	২১
ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৬.৪	২৫.৭	৯.৬	৮০
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২২.৫	৩৪.৩	১৪.৪	২০৩

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
জেলা সদর/ জেনারেল হাসপাতাল	২০.৬	৪২.৬	১৩.৮	৫৮১
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	২৮.২	৪৫.০	১৯.৬	৫৭৫
অন্যান্য[১৯]	১৯.৬	২৮.০	১১.৮	৬৯৩

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সকল ধরনের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রেই দুর্নীতি এবং ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। যেসব খানা ট্রলি ও হুইল চেয়ার ব্যবহার করেছে তাদের ৬৪.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার অপারেশন সেবাগ্রহীতা খানার ৪১.৮%, সেলাই/ব্যাণ্ডেজ/ড্রেসিং সেবায় ৩৯.২%, হাসপাতাল হতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ৩১.৭% ও প্রসূতি সেবায় ৩০.০% খানা।

সারণি ৪.১১: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার

সেবার ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহার	২.০	৬৪.৯	৬৩.৫	১৪৮
অপারেশন	৩.০	৪১.৮	১৪.০	১৬৫০
সেলাই/ ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং	৪.৪	৩৯.২	৩৩.২	৪২০
হাসপাতাল হতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা	৩০.৩	৩১.৭	১২.০	৫৬৫
প্রসূতি সেবা	২.৪	৩০.০	১৬.৪	১০৩২
ডাক্তার দেখানো	৮৬.৫	২২.৯	৪.২	১৭০
সাধারণ শয্যা/পেয়িং বেড/কেবিন	১৬.০	২০.১	১২.৬	৫৫৫
ওষুধ	৪৯.৩	১৯.৯	৫.৫	২৪
সার্টিফিকেট গ্রহণ	৩.৬	১৫.২	১৪.০	৫৬৩
পথ্য	৭.০	১৫.১	০.৫	২৫০
ইনজেকশন/স্যালাইন পুশ	১০.৮	১০.৩	৬.৫	৩৩৭
ব্লাড প্রেসার/ব্লাড সুগার/ওজন মাপা	৬.৪	৯.৭	৮.৪	১৪১
টিকিট ক্রয়	৭৬.৬	৯.১	৭.১	১৮
অন্যান্য[২০]	৫.৬	৩১.৭	৩০.৬	১৯৮

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

এছাড়া সেবাগ্রহীতা খানার ৬৩.৫% ট্রলি ও হুইল চেয়ার ব্যবহারে, ৩৩.২% সেলাই/ব্যাণ্ডেজ/ড্রেসিং সেবায়, ১৬.৪% প্রসূতি সেবায়, ১৪.০% অপারেশনে, ১৪.০% জন্ম, মৃত্যু সনদ ও ছাড়পত্র ইত্যাদি গ্রহণে, ১২.৬% সাধারণ/কেবিন/পেয়িং শয্যা পাওয়ায় এবং ১২.০% হাসপাতাল হতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ অপারেশন সেবার ক্ষেত্রে গড়ে ১,৬৫০ টাকা, প্রসূতি সেবায় গড়ে ১,০৩২ টাকা এবং হাসপাতাল হতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবায় গড়ে ৫৬৫ টাকা (সারণি ৪.১১)।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৭৩.৩% খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে জানায়। এছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো (৩৫.৪%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া (৩২.১%), যথা সময়ে সেবা পেতে (১৯.৩%) এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা দ্রুত সেবা পেতে (৩.১%) ইত্যাদি।

[১৯] মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ, পুলিশ হাসপাতাল, বিজিবি হাসপাতাল, নগর স্বাস্থ্য হাসপাতাল ইত্যাদি

[২০] অ্যাম্বুল্যান্স সেবা, সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবা ইত্যাদি

চিত্র ৪.১৭: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)*

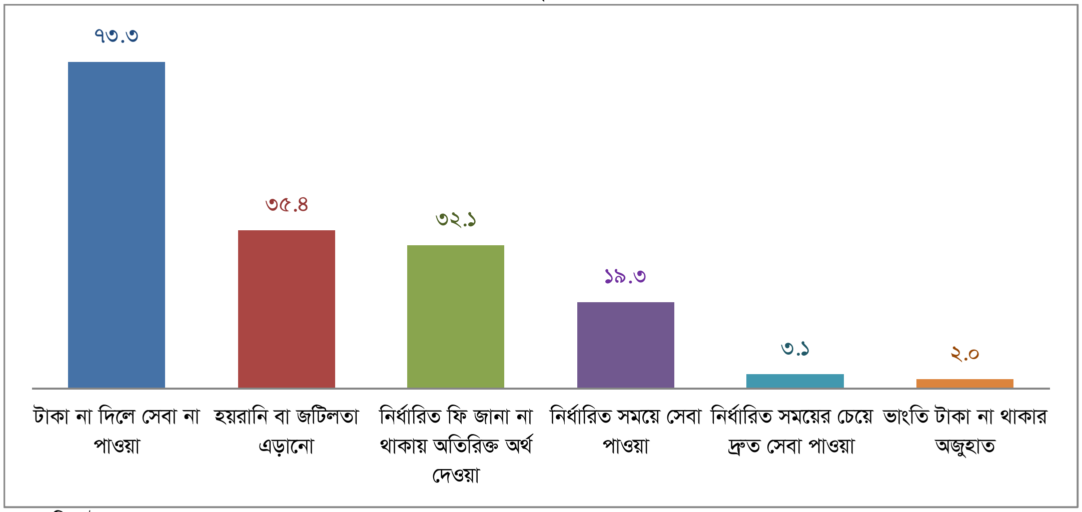

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: সার্বিকভাবে ২০১৭ সালের খানা জরিপে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানার ৪২.৫% দুর্নীতির শিকার হয়, যা ২০১৫ সালে ছিল ৩৭.৫% এবং ২০১৭ সালে ঘুষের শিকার খানার হার ১৯.৮% যা ২০১৫ সালে ছিল ১৬.৭%। খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ২০১৭ সালে ৪৯৮ টাকা, যা ২০১৫ সালে ছিল ১৯৬ টাকা।

চিত্র ৪.১৮: স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

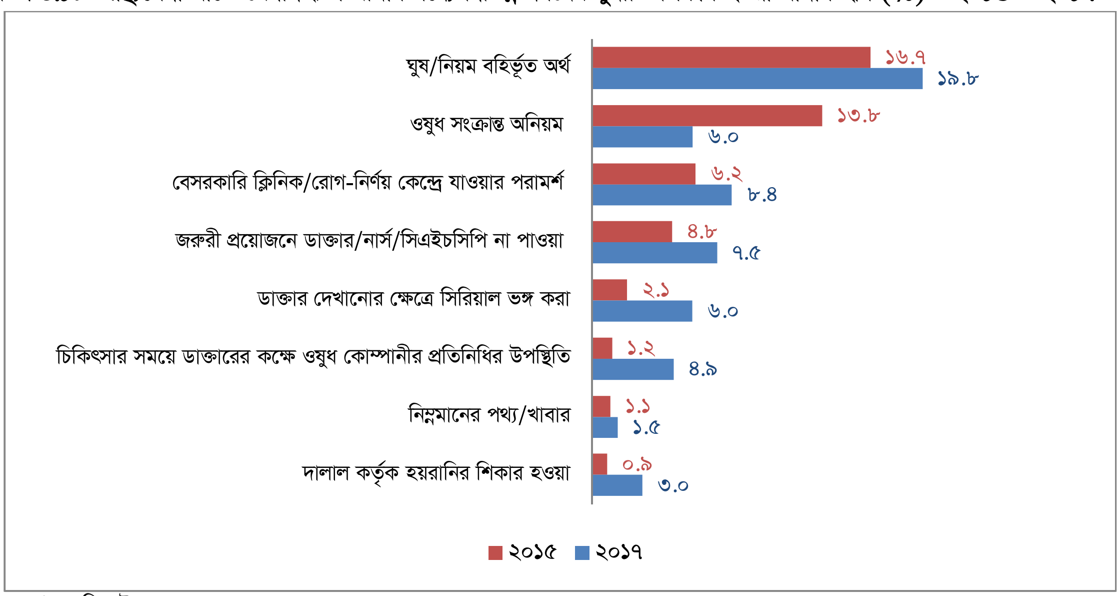

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.৮ কৃষি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষিখাতের (শস্য উৎপাদন, বনায়ন ও মৎস্য) অবদান প্রায় ১৪.১% এবং দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০.৬% প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।[২১] কৃষি খাতে সরকারি উল্লেখযোগ্য সেবাগুলো হলো কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এছাড়াও ঋণ বিতরণ

---

[২১] কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১৭, বাংলাদেশ পরিষংখ্যান ব্যুরো ; https://moa.gov.bd/site/page/4fb627c0-d806- থেকে ১৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে গৃহীত।

এবং সারাদেশে কৃষক পরিবারকে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা, কৃষকদের সার ও বীজ সরবরাহ, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ এবং কৃষি খামার প্রদর্শনী করা হয়।[২২] তবে তদারকি ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার কারণে সেবাগুলো পেতে কৃষকদেরকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে ১৫.৪% খানা কৃষি সংক্রান্ত সেবা নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানভেদে ডিলারের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৫৮.৬%) কৃষি সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.১২)। সেবাভেদে ৮৩.২% খানা সার সরবরাহ সেবা নিয়েছে (সারণি ৪.১৩)। এছাড়া ৩৮.৮% খানা বীজ সরবরাহ সেবা নিয়েছে, ২৪.৯% খানা কৃষি বিষয়ক পরামর্শ, ২২% খানা কীটনাশক সংক্রান্ত, ৬.৪% খানা ভর্তুকি সেবা, ২.৬% খানা কৃষি খামার প্রদর্শনী সেবা এবং ১% খানা বিভিন্ন সহায়তা তহবিলে অন্তর্ভুক্তি, সহায়তা পাওয়া ও প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সার্বিকভাবে এ খাত হতে সেবা নেওয়া খানাগুলোর মধ্যে ৪১.৬% কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে সার্বিকভাবে ৩০.৫%-খানাকে সেবা পেতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। কৃষি সেবায় যারা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে সার্বিকভাবে গড়ে ৪৮৪ টাকা দিতে হয়েছে। এ পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ক্ষেত্রে ৪৩৫ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ক্ষেত্রে ৯৪৫ টাকা।

চিত্র ৪.১৯: কৃষি সেবায় সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

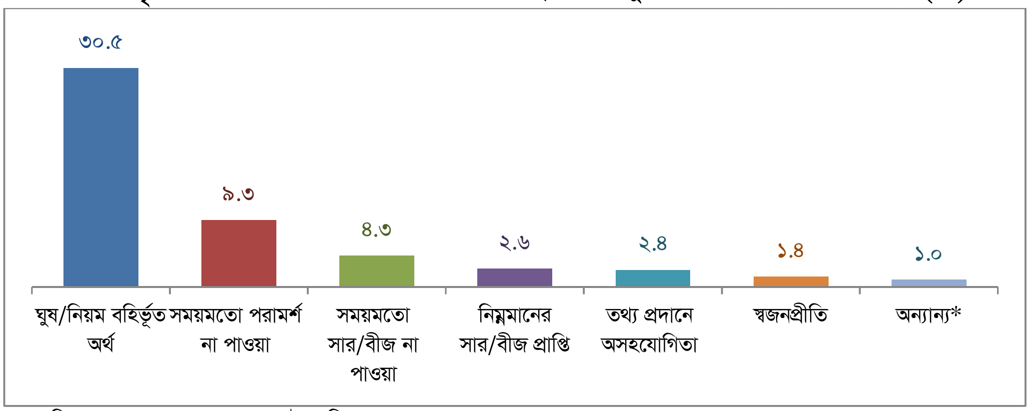

*পরিমাণে কম পাওয়া, সময়ক্ষেপণ ইত্যাদি

**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া ছাড়াও ৯.৩% ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ সময়মত না পাওয়া, ৪.৩% সময়মত সার/বীজ না পাওয়া, ২.৬% নিম্নমানের সার/বীজ প্রাপ্তি, ২.৪% তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ১.৪% প্রদর্শনী খামারে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের শিকার হয় (চিত্র ৪.১৯)। সার্বিকভাবে কৃষি সেবা গ্রহীতাদের ৪.১% নারী এবং ৯৫.৯% পুরুষ। এসব নারীর ২২.৯% এবং পুরুষদের ৪২% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে যারা ডিলার থেকে সেবা নিয়েছে তারা অনিয়ম দুর্নীতির শিকার সবচেয়ে বেশি (৪১.৩%) হয়েছে। ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া খানার হারও ডিলারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি (৩৮%) (সারণি ৪.১২)।

সারণি ৪.১২: কৃষি সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠানের নাম	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
ডিলার	৫৮.৬	৪১.৩	৩৮.০	৪৩৪
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	৩২.৫	৩১.৭	২.৫	-**
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	২৬.৮	৩৪.৯	৩১.৭	৪৩১
বিএডিসি	৭.৫	৪৮.৯	১৪.৪	-**
অন্যান্য***	১.৯	২৪.৬	-	-

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

**সীমিত উপাত্ত থাকায় বিশ্লেষণ করা হয় নি

***কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর- ব্লক সুপারভাইজর, এনজিও, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

[২২] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬-১৭, কৃষি মন্ত্রণালয়; www.moa.gov.bd

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবার ধরনভেদে সর্বাধিক দুর্নীতির শিকার হয়েছে যে সকল খানা কৃষি খামার প্রদর্শন করেছে (৪৫.২%) (সারণি ৪.১৩)। এছাড়া সেবাভিত্তিক সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে সার সেবা প্রাপ্তিতে ৩৫.০%, কীটনাশক সেবা প্রাপ্তিতে ১০.২%, বীজ প্রাপ্তিতে ৭.৪%, ভর্তুকি সেবা প্রাপ্তিতে ৪.১% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গড় ঘুষ বা বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বীজ পেতে (৬৩৬ টাকা); এছাড়া সার পেতে গড়ে ৪২৯ টাকা, কীটনাশক পেতে গড়ে ১৫১ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.১৩: কৃষি সেবার ধরনভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি*

সেবার ধরণ	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)**	ঘুষের শিকার খানা (%)**	গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
সার	৮৩.২	৩৮.৮	৩৫.০	৪২৯
বীজ	৩৮.৮	১৫.৪	৭.৪	৬৩৬
কৃষি বিষয়ক পরামর্শ	২৪.৯	৩৭.৫	-	-
কীটনাশক	২২.০	১০.৮	১০.২	১৫১
ভর্তুকি	৬.৪	১২.৬	৪.১	-***
কৃষি খামার প্রদর্শনী	২.৬	৪৫.২	-	-

*প্রধান প্রধান গৃহীত সেবা উল্লেখ করা হয়েছে
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে
***সীমিত উপাত্ত থাকায় বিশ্লেষণ করা হয় নি

সার সরবরাহ: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৫.৬% ডিলারের কাছ থেকে সার সংগ্রহ করেছে। এছাড়া যেসকল উৎস হতে সার সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা এবং জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস (সারণি ৪.১৪)।

সারণি ৪.১৪: কৃষি খাতে সার প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ

সরবরাহকারীর ধরন	শতকরা হার (%)
ডিলার	৬৫.৬
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	২৬.২
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	১০.৬

কৃষকদেরকে সার প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়। যেসব খানা সার সরবরাহ সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ৩৫.০% সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে সার পেয়েছে, ৪.৩% সময়মতো সার না পাওয়া, ১.৩% নিম্নমানের সার পাওয়া, ০.৯% তথ্য প্রাপ্তিতে অসহযোগিতা এবং ০.৬% অন্যান্য (কম পাওয়া, প্রভাব বিস্তার, সময়ক্ষেপণ, ইত্যাদি) দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

বীজ সরবরাহ: সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ৩৪ বীজ উৎপাদন খামার এবং ৭৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অপরদিকে, ২২ জেলায় ৪৩টি আঞ্চলিক ও ৩৬টি স্থানীয় বিক্রয়কেন্দ্রে এ সকল বীজ বিক্রি ও সরবারহ করা হয়।[২৩] জরিপে দেখা যায়, যেসকল খানা বীজ সরবরাহ সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ডিলারের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করেছে (৩৬.৭%) (সারণি ৪.১৫)।

সারণি ৪.১৫: কৃষি খাতে বীজ প্রাপ্তি সেবার উৎসসমূহ

সরবরাহকারীর ধরন	খানার হার (%)
ডিলার	৩৬.৭
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	২৭.১
জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস	২৪.৭
বিএডিসি	১১.৯
এনজিও	০.৭

[২৩] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (কৃষি মন্ত্রণালয়);
http://badc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/badc.portal.gov.bd/annual_reports/7da7281e_b12e_4e01_9ef6_b9fbcae4ae1a/ccBarshik%20Protibedon%202017.pdf

বীজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেসব খানা সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ৭.৪% সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের (প্যাকেট মূল্যের) চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে বীজ সংগ্রহ করছে। এছাড়াও সময়মতো বীজ সরবরাহ না পাওয়া (৫.৪%), নিম্নমানের বীজ পাওয়া (৩.৯%), ০.৫% অন্যান্য (তথ্য প্রাপ্তিতে অসহযোগিতা, প্রভাব বিস্তার, স্বজনপ্রীতি, ইত্যাদি) দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

কৃষি ভর্তুকি: কৃষিতে প্রণোদনা দেওয়ার উদ্যোগ থেকে কৃষির বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তুকি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। সরাসরি কৃষকের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে ভর্তুকির টাকা প্রেরণের ফলে ভর্তুকির টাকা আত্মসাতের ঘটনা কমে গেলেও এখনো ভর্তুকির তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হতে কৃষকদের ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দিতে হয় এবং প্রভাব বিস্তারের শিকার হতে হয়। জরিপে দেখা যায় কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৬.৪% খানা ভর্তুকি সেবা নিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৭.৮% সার ক্রয়ে, ৫৭.৫% বীজ ক্রয়ে এবং ১০.৮% জ্বালানী ক্রয়ে সরকারি ভর্তুকি সেবার আওতায় এসেছে। ভর্তুকি সেবা প্রাপ্ত খানাগুলোর মধ্যে ৪.১% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, ২.৭% স্বজনপ্রীতি, ১.৭% প্রভাব বিস্তার, ১.১% তথ্য প্রাপ্তিতে অসহযোগিতা এবং ৪.৫% অন্যান্য (সময়ক্ষেপণ, ঘুষ দাবী, ইত্যাদি) দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

কীটনাশক: বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফসলের টেকসই ও লাভজনক উৎপাদন নিশ্চিতে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে এ সরকারি সংস্থা কর্তৃক মানসম্মত কীটনাশক বিক্রয় করার জন্য স্থানীয় বিভিন্ন ডিলার পর্যায়ে লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান এবং তা তদারকি করা হয়ে থাকে।

কৃষকদেরকে কীটনাশক প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়। যেসব খানা কীটনাশক সরবরাহ সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ১০.২% সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে কীটনাশক পেয়েছে এবং ০.৮% সময়মতো কীটনাশক না পাওয়ার শিকার হয়েছে।

কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনী: কৃষকদের সচেতনতা এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্লক সুপারভাইজারগণ কৃষক সমাবেশ, মাঠ সমাবেশ, মাঠ পরিদর্শন ইত্যাদির আয়োজন করে নানা রকম পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়া নতুন জাতের ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস, বিএডিসি খামার প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে।

কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ২৫.৩% কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনী সেবা নিয়েছে। এদের মধ্যে জেলা/ উপজেলা কৃষি অফিস থেকে ৮১.৯%, বিএডিসি থেকে ১১.৮%, সরকার নির্ধারিত অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও থেকে ৭.৩% কৃষি বিষয়ক পরামর্শ নিয়েছে। কৃষি বিষয়ক পরামর্শ পেতে ৩৫.৪% সময়মতো পরামর্শ না পাওয়া, ৬.২% তথ্য প্রাপ্তিতে অসহযোগিতা, এবং কৃষি প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ৩৯.৭% পক্ষপাতিত্বের বা স্বজনপ্রীতির শিকার, ৩.২% সময়মতো পরামর্শ না পাওয়া এবং ২.৩% তথ্য প্রাপ্তিতে অসহযোগিতা পেয়েছে।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া (৭৭.৭%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া (৪৯.৭%), হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো (১৯.৯%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (১২.২%), মানসম্মত সার/বীজ পাওয়া (১০.৬%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (০.২%) জরিপে উল্লেখ করা হয়।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালে কৃষি খাত থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪১.৬% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে যা ২০১৫ সালে ছিল ২৫.৮%। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ৩০.৫% যা ২০১৫ সালে ছিল ১৮.২% (চিত্র ৪.২০)। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ৪৮৪ টাকা যা ২০১৫ সালে ছিল ৮৩২ টাকা।

চিত্র ৪.২০ কৃষি খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**: ২০১৫ ও ২০১৭***

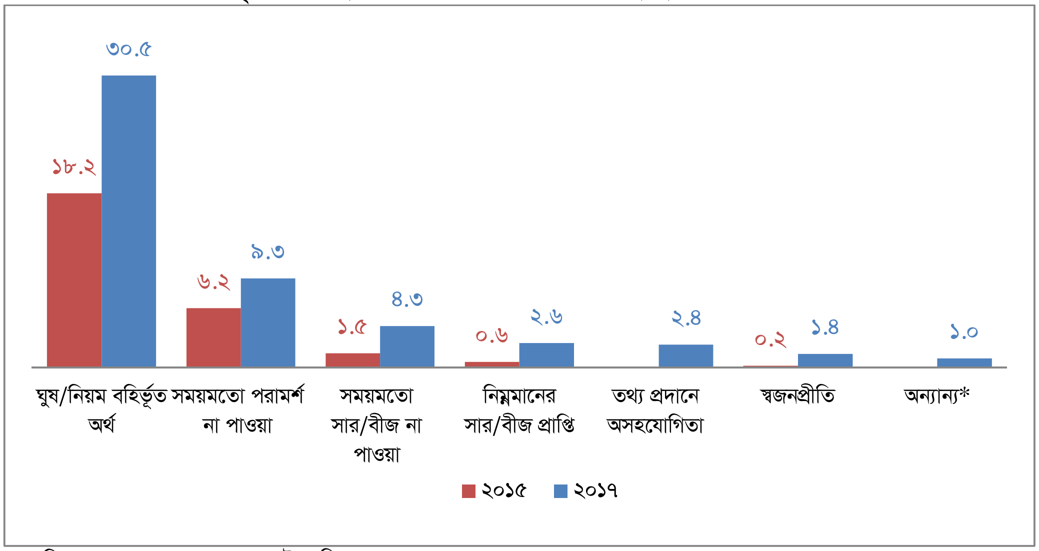

*পরিমাণে কম পাওয়া, সময়ক্ষেপণ ইত্যাদি

**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

***একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.৯. বিদ্যুৎ

ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। দেশের উৎপাদন ও গৃহস্থালী কাজে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সারাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণ সেবা প্রদানে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য মতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার কি.মি. বিতরণ লাইনের মাধ্যমে ৩ কোটি ৩ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমান বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ৯০ শতাংশ।[২৪] কিন্তু, এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন সংযোগ গ্রহণ, মেরামত ও বিল প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সেবা নেওয়ার সময় সেবাগ্রহীতারা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

সেবা গ্রহণের হার: গত এক বছরে বিদ্যুৎ সেবা নিয়েছে ৯৩.৩%খানা।[২৫] বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে এমন খানার হার ৪২.৭%। এর মধ্যে ৫৭.৬% খানা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা তার অধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে সেবা নিয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে সেবাগ্রহীতা খানার২৭.২%, ওজোপাডিকো থেকে ৫.৮% খানা, ডিপিডিসি থেকে ৫.০% খানা এবং ডেসকো থেকে ৪.৫% খানা বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ২৫.৬% নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার ১৩.৩% নতুন সংযোগের জন্য আবেদন, ১০.০% নতুন সংযোগ গ্রহণ, ৭.২% বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন/সরবরাহ এবং ২.৩% পুন:সংযোগ, সাব-মিটার সংযোজন, সংযোগের জন্য জরিপ ইত্যাদি সেবা নিয়েছে। মিটার রিডিং, বিল ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা গ্রহণ করেছে ৮৫.৯% খানা, যেখানে ৬৭.০% খানা মিটার রিডিং, ৪৫.৩% খানা বিল দেওয়া/কার্ড রিফিল করা এবং ৪.০% খানা অন্যান্য সেবা অর্থাৎ মিটার সংযোজন বা পরিবর্তন, অতিরিক্ত বিলের জন্য অভিযোগ প্রদান ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানার ৯৯.৬% আবাসিক এবং ১.৩% খানা বাণিজ্যিক গ্রাহক হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো থেকে সংযোগ গ্রহণ করেছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: যেসব খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে তার মধ্যে ৩৮.৯% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতির ধরনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেসব খানা বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ঘুষের শিকার খানার হার ১৮.৬%। এছাড়া অন্যান্য দুর্নীতির ধরনের মধ্যে মিটার না দেখেই বিল প্রদান (১৭.৫%), দায়িত্ব পালনে অবহেলা (১৬.৭%), সময়ক্ষেপণ (৮.১%) উল্লেখযোগ্য। ঘুষের শিকার খানাগুলোকে ৩,০৩২ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

---

[২৪] বিস্তারিত জানতে দেখুন, বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর ওয়েবসাইট https://powerdivision.gov.bd/site/page/6cd25d49-3150-482a-8bd0-701d18136af7/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87 হতে ১৩ আগস্ট ২০১৮ তারিখে সংগৃহীত

[২৫] বিদ্যুৎ সংযোগ আছে ৮৯.৯% খানার, এবং নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করে ৩.৪% সংযোগবিহীন খানা

চিত্র ৪.২১: বিদ্যুৎ সেবায় সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)*

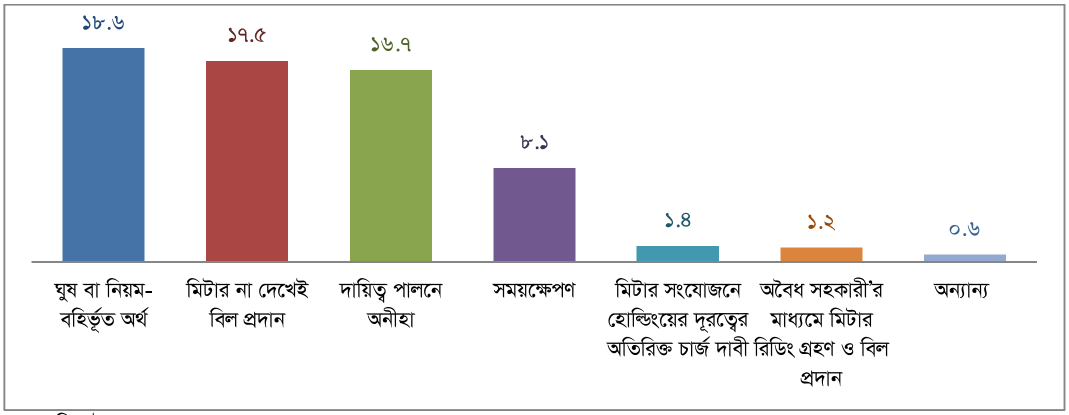

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

সার্বিকভাবে ১৩.৮% নারী এবং ৮৬.২% পুরুষ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারী হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহণকারী নারীর মধ্যে ৩৪.৭% বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং যা পুরুষ সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩৯.০%।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৫২.৯% এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৩৭.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ঘুষের শিকার খানার হারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানার ২৫.৩% পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং ১১.৩% বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সেবা নিতে ঘুষের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১৬)। ওজোপাডিকো হতে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে এমন খানাগুলো গড়ে ২,৬৮০ টাকা, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে গড়ে ২,৪৪২ টাকা এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে গড়ে ১,৯১৯ টাকা ঘুষের শিকার হয়েছে।[২৬]

সারণি ৪.১৬: বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)	২৭.২	৫২.৯	১১.৩	১,৯১৯
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৫৭.৬	৩৭.৭	২৫.৩	২,৪৪২
ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি. (ডেসকো)	৪.৫	৩০.৩	৭.২	-
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো)	৫.৮	১৭.৪	৭.৭	২,৬৮০
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)	৫.০	১০.০	২.৮	-

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছে কিংবা বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন বা সংযোজন করেছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ৭৬.৩% খানা দুর্নীতির শিকার এবং ৬৮.৯% খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে এমন খানার ২৭.১% দুর্নীতির শিকার এবং ১.৭% খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। যেসব খানা সংযোগ সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে ঘষের শিকার হয়েছে সেসব খানাকেগড়ে ২,৪৯৯ টাকা এবং মিটার সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে খানাকে গড়ে ১,৭৭১ টাক ঘুষ দিতে হয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৪.১৭: বিদ্যুৎ খাতে সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
সংযোগ সেবা	২৫.৬	৭৬.৩	৬৮.৯	২,৪৯৯
মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা	৮৫.৯	২৭.১	১.৭	১,৭৭১

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

[২৬] অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ সংখ্যা কম হওয়ায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয় নি

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার খানাগুলো ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া' (৮৯.২%), হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (৪৪.২%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া (৩৩.৯%) এবং নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (২৮.৬%) উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৪.২২: বিদ্যুৎ সেবায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)*

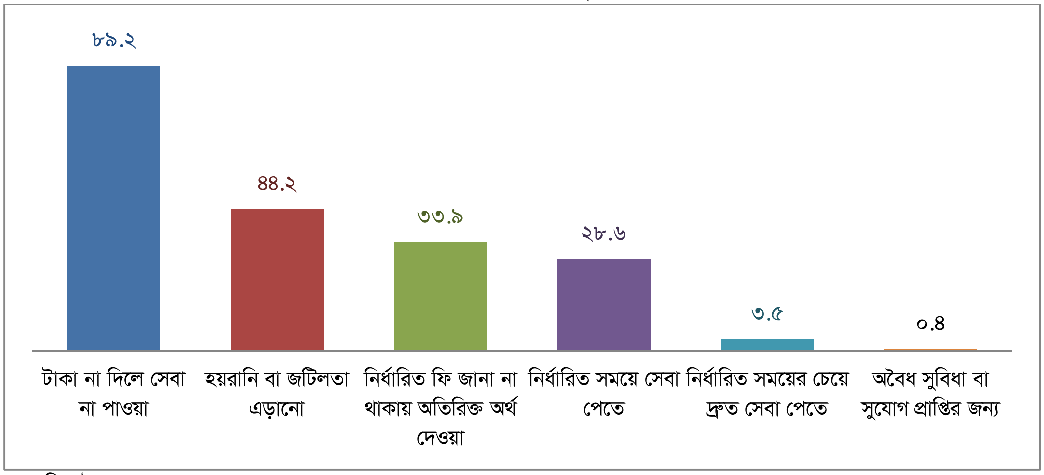

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালের খানা জরিপে যেসব খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে তার মধ্যে ৩৮.৯% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০১৫ সালে ছিল ৩১.৯% খানা। ২০১৭ সালে ঘুষের শিকার খানার হার ১৮.৬%, যা ২০১৫ সালে ছিল ২৮.৪%। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ গড়ে ৩,০৩২ টাকা, যা ২০১৫ সালে ছিল গড়ে ৩,৬৩০ টাকা। ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ঘুষের শিকার খানার হার হ্রাস পেলেও সময়ক্ষেপণ, দায়িত্ব পালনে অনীহা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৪.২৩: বিদ্যুৎ সেবায় বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

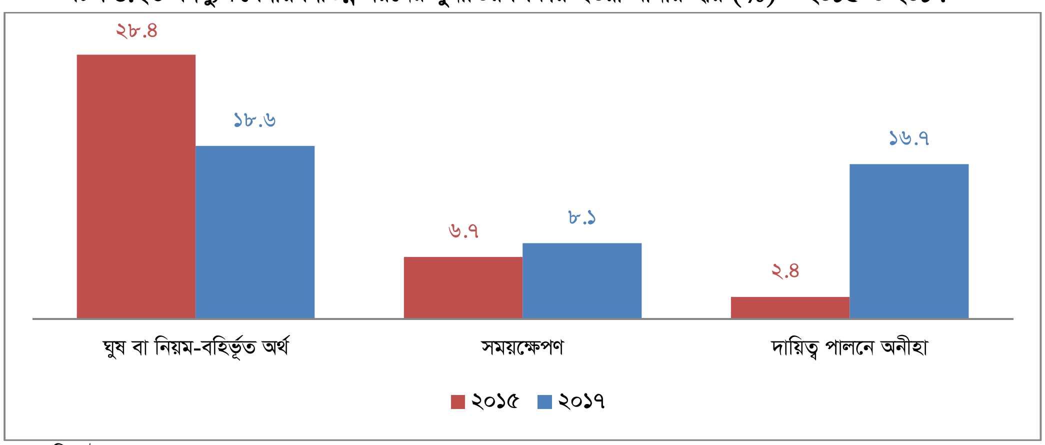

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.১০. গ্যাস

গ্যাস শিল্প উৎপাদন ও গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি। দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে জ্বালানি হিসেবে এককভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশ মিনারেল অয়েল ও গ্যাস করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)-র অধীন ছয়টি কোম্পানি জুন ২০১৬ পর্যন্ত দেশে ৩৪.৪ লক্ষ গ্রাহককে গ্যাস সংক্রান্ত বিপণন ও বিতরণ কার্যক্রম সেবা প্রদান করেছে যার অধিকাংশ গৃহস্থালী পর্যায়ের সংযোগ।[২৭] বিতরণকৃত গ্যাসের ১৬% গৃহস্থালী পর্যায়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়

[২৭] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬, পেট্রোবাংলা, https://petrobangla.org.bd/admin/attachment/webtable/596_upload_0.pdf ওয়েবসাইট থেকে ৮ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে সংগৃহীত

থাকে।[২৮] গ্যাস সংক্রান্ত সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে, সংযোগ গ্রহণ, মেরামত, বিভিন্ন ফি ও বিল প্রদান ইত্যাদি। এসকল সেবা কার্যক্রম স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক এবং গ্রাহক বান্ধব করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন, বিধি, নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হলেও এ সেবাগুলো নিতে সেবা গ্রহীতাদের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মধ্যে ১৫.২% খানা গ্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করেছে।[২৯] গত এক বছরে গ্যাস বিপনণ ও বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথষ্ক্রিয়া হয়েছে এমন খানার হার ১.৬%। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে সবচেয়ে বেশি খানা সেবা গ্রহণ করেছে (৩৮.০%), এর পরে যথাক্রমে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (২৭.৯%), পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (১৬.১%), কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (১৪.১%) এবং জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (৩.৯%)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৮.৩% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া সেবাগ্রহণকারী খানাগুলো সেবা প্রদানকারীদের দায়িত্ব পালনে অনীহা (২১.৭%), ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (১১.৯%), সময়ক্ষেপণ (১১.৫%), তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা (৬.১%) অর্থাৎ সেবাগ্রহীতাকে তথ্য প্রদান না করা, তথ্য গোপন করা ইত্যাদি, সেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের হয়রানি (৫.৭%) এবং অন্যান্য[৩০] দুর্নীতির (০.৯%) শিকার হয়েছে। সার্বিক ভাবে গ্যাস সেবায় ১১.৯% খানাকে গ্যাস সেবা পাওয়ার জন্য গড়ে ৩৩,৮০৫ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

চিত্র ৪.২৪: গ্যাস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)**

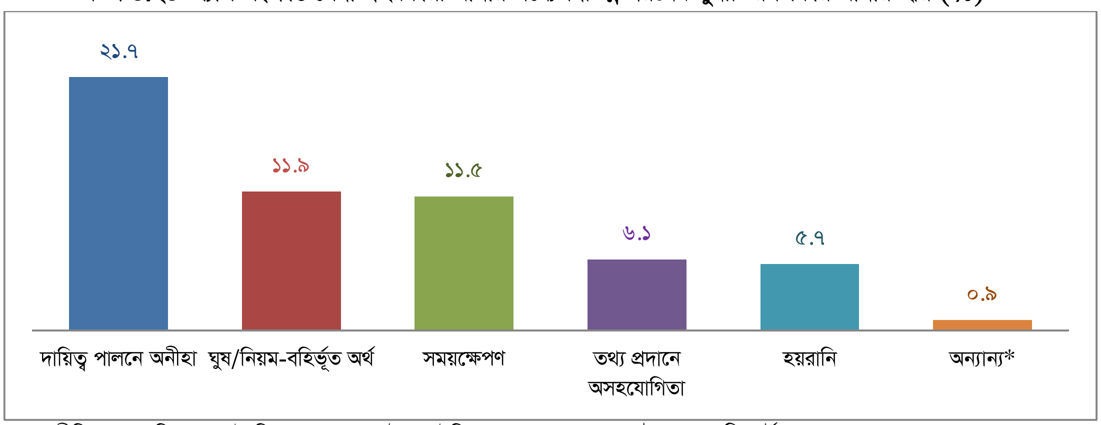

*স্বজনপ্রীতি, প্রভাব বিস্তার/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ফাইল আটকিয়ে রাখা, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে রিপোর্ট প্রদান

**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

খানার পক্ষে ১৯.৬% নারী এবং ৮০.৪% পুরুষ গ্যাস বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহণকারী নারীর মধ্যে ৪৪.৫% এবং পুরুষের মধ্যে ৩৬.৬% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির ক্ষেত্রে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে সেবা গ্রহণকারী খানা সবচেয় বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (৫৮.৬%)। এর পরে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (৩৬.৩%), বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (২৯.৩%) এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (৪.০%)। বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে গ্যাস সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘুষের শিকার হয়েছে (১৮.২%)। এছাড়া তিতাস গ্যাস কোম্পানি (১৪.৩%), কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (৪.৭%) এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (৪.০%) থেকে সেবা গ্রহীতা খানা গ্যাস সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষের শিকার হয়েছে। অন্যান্য বিপণন ও বিতরণী প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে উপাত্ত কম হওয়ার কারণে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার খানার হার বিশ্লেষণ করা হয় নি।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: নতুন সংযোগ প্রদান, পুনঃসংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ, উপকরণ পরিবর্তন সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৭৬.৬% খানা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয় এবং ২০.৬% খানা ঘুষের শিকার হয়। পক্ষান্তরে মিটার রিডিং, বিল সংক্রান্ত

[২৮] পেট্রোবাংলা, https://petrobangla.org.bd/?params=bn/gasproductiondistributionpipeline/distribution/ ওয়েবসাইট থেকে ৮ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে সংগৃহীত

[২৯] জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ১৫.১% খানার গ্যাস সংযোগ রয়েছে এবং ১.৬% খানা গত এক বছরে গ্যাস বিপণন ও বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে

[৩০] অন্যান্য অনিয়মের মধ্যে রয়েছে স্বজনপ্রীতি/প্রভাব বিস্তার/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ফাইল আটকিয়ে রাখা, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে রিপোর্ট প্রদান ইত্যাদি।

সেবা গ্রহীতা খানার ৬.৪% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয় এবং ৩.৯% খানা ঘুষের শিকার হয় (সারণি ৪.১৮)।

সারণি ৪.১৮: গ্যাস সেবায় সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার

সেবার ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
সংযোগ সংক্রান্ত সেবা	৪৭.৫	৭৬.৬	২০.৬	৩৯,৮১৩
মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা	৫৪.৫	৬.৪	৩.৯	-**

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

**উপাত্ত কম থাকার কারণে মিটার রিডিং, বিল সংক্রান্ত সেবার গড় ঘুষের পরিমান নির্ণয় করা হয়নি

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: গ্যাস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতা খানা ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া (৯৪.৬%), হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো (৫০.১%), নির্ধারিত ফি না জানার কারণে অতিরিক্ত বিল (৩৫.৬%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য (২৮.৮%), সেবা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে না জানা (১৯.৮%), প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল না থাকা (৭.৮%) এবং নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়াসহ (৩.৭%) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে।

৪.১১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মৌলিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে বর্তমানে ৪,৫৩৬টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ৩২৮টি পৌরসভা, ১১সিটি কর্পোরেশন ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য একটি পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ) রয়েছে।[৩১] স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে নানা বিবর্তনের মধ্যদিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়েও অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে[৩২]। বিভিন্ন পরিবর্তন ও ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও এখনো এসব প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান যার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক সাফল্য ও অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যে সকল কার্যক্রমগুলো এ জরিপের আওতাভুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো - বিভিন্ন ধরনের সনদ প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা মূলক কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন সেবা, বিচার ও সালিশ সেবা দেওয়া, কর সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স প্রদানসহ ইত্যাদি সেবা। উল্লেখ্য, এ জরিপে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদের সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানার ৫৪.৪% নির্ধারিত সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ (৭৫.৯%), পৌরসভা (১৩.৪%), সিটি কর্পোরেশন (১০.৮%) এবং উপজেলা পরিষদ (০.৪%) থেকে সেবা গ্রহণ করেছে।

চিত্র ৪.২৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

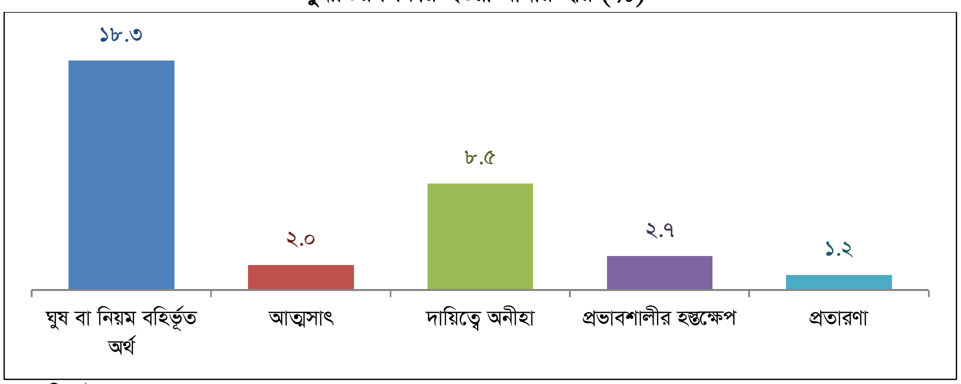

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

---

[৩১] বার্ষিক প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৬-১৭।

[৩২] অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নির্বাচন সম্পন্ন করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর সংস্কার, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন, অন-লাইন জন্ম নিবন্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ, ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ নিয়মিত পৌছানোর ব্যবস্থা, ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে নিরীক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি নিরীক্ষা সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান, তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন, প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে নাগরিক সনদ হালনাগাদকরণের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি

অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ২৬.৭% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ২৬.৭% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ২৬.৭%। খানা পর্যায়ে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ১৮.৩%। এরপর যথাক্রমে দায়িত্ব পালনে অনীহার শিকার ৮.৫%, প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপের শিকার ২.৭%, আত্মসাতের শিকার ২.০% এবং প্রতারণার শিকার হয়েছে ১.২% খানা (চিত্র ৪.২৫)।[৩৩] উল্লেখ্য সেবা গ্রহণের সময় যে সকল খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৯০৭ টাকা দিতে হয়েছে। সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহীতাদের ২৩.৫% নারী এবং ৭৬.৫% পুরুষ। এসব নারীর ২৭.৭% এবং পুরুষদের ২৩.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ২৫.৯% দুর্নীতি এবং ১৭.১% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে। যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তারা গড়ে ৫৭৭ টাকা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ সিটি কর্পোরেশনে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ২৮.৩% খানা এবং ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে ২১.৫% খানা, এবং এই প্রতিষ্ঠানে গড়ে ১৭৯২ টাকা দিতে হয়েছে (সারণি ৪.১৯)।

সারণি ৪.১৯: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ইউনিয়ন পরিষদ	৭৫.৯	২৫.৯	১৭.১	৫৭৭
পৌরসভা	১৩.৪	২৬.৬	১৮.২	৫৩২
সিটি কর্পোরেশন	১০.৮	২৮.৩	২১.৫	১৭৯২
উপজেলা পরিষদ[৩৪]	০.৪	২৫.৫	৯.৭	-

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

বিভিন্ন সেবাভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন বহুমুখী ও বিস্তৃত হলেও এই জরিপে জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য (পানি সেবা, শুল্ক, প্ল্যান পাশ, রিক্সা, ভ্যান. অটো লাইসেন্স) সেবাকে বিবেচনা করে জনগণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৪.২০: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণে দুর্নীতি

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ (টাকা)
সনদ সংগ্রহ	৪৬.৪	৩৫.০	২৮.৩	৩০১
সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি	২১.৫	৩৬.৭	১৩.৭	১৪৭১
বিচার ও সালিশ	৩.০	৪৪.৯	৭.৩	-**
হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত	৫৪.৩	৫.৮	৪.৩	৫১৮
নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা ও নবায়ন	৬.৪	২৩.০	২১.০	১৫৫১
অন্যান্য (পানি সেবা, শুল্ক, প্ল্যান পাশ, রিক্সা, ভ্যান. অটো লাইসেন্স)	৩.১	২১.৪	১৩.৮	৩০৫৪
সার্বিক	**৫৪.৪**	**২৬.৭**	**১৮.৩**	**৯০৭**

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে
** উপাত্ত কম থাকায় বিশ্লেষণ দেওয়া হয় নি

বিভিন্ন সনদ বিষয়ক অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে ৪৬.৪% খানা। বিভিন্ন ধরনের সনদ সংক্রান্ত সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৭২.৮% জন্ম নিবন্ধন সনদ, ১.৮% মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, ২৪.৬% নাগরিকত্ব সনদ, ৭.১% চারিত্রিক সনদ, ২.৫% ওয়ারিশ সনদ এবং ১.০% প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করেছে। এ ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ৩৫.০%-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়েছে (সারণি ৪.২০)। বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে জন্ম নিবন্ধন সনদে ৩৯.৫%, ওয়ারিশ সনদে ৩৯.২%, মৃত্যু নিবন্ধন সনদে ৩৪.২%, চারিত্রিক সনদে ৯.৪%, নাগরিকত্ব

[৩৩] ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মধ্যে রয়েছে ঘুষ/রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়া, জোর করে বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ আদায়; আত্মসাৎ বলতে বোঝাচ্ছে ভাতা/ত্রাণ ও অন্যান্য বরাদ্দের একটি অংশ কেটে রাখা/ওজনে কম দেওয়া, টাকা নিয়ে সেবা না দেওয়া; দায়িত্ব পালনে অনীহা বলতে বোঝাচ্ছে সময়ক্ষেপণ, টাকা দাবি করা এবং না দেওয়ায় সেবা না দেওয়া, ঘুষ না দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত কর নির্ধারণ করা; প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ বলতে বোঝাচ্ছে প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নির্বাচন বা রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকায় সেবা বা প্রাপ্য বিচার না পাওয়া; প্রতারণা বলতে বোঝাচ্ছে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেবা না দেওয়া

[৩৪] তথ্য কম থাকায় গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বের করা হয়নি।

সনদে ১৮.৯% এবং প্রত্যয়ন পত্রে ২৯.৮% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে জন্ম নিবন্ধন সনদে ৩১.৯% খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। এছাড়া সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন সনদ গ্রহণে যাদের বয়স এক থেকে পাঁচ বছর তাদের ৪৪.৮%, ছয় বছর থেকে দশ বছর তাদের ৩৪.৩% এবং যাদের বয়স দশ বছরের উর্ধ্বে তাদের ৩৬.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। উপরোক্ত সনদসমূহ পেতে সেবগ্রহীতা খানার মধ্যে ২৮.৩% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ, ৯.২% খানা সময়ক্ষেপণ, ০.৩% খানা প্রতারণার শিকার এবং ০.৬% খানা ঘুষ না দেওয়ায় সেবা না পাওয়ার শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২১)।

সারণি ৪.২১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার

দুর্নীতি ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ	২৯.৬	২৭.৩	২৮.৩
সময়ক্ষেপণ	৮.৭	৯.৬	৯.২
প্রতারণা	০.৫	০.১	০.৩
ঘুষ না দেওয়ায় সেবা না পাওয়া	১.২	০.১	০.৬

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সনদ সংগ্রহে যে সকল খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩০১ টাকা দিতে হয়েছে। এদের মধ্যে গ্রামাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ৩০১ টাকা এবং শহরাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ৩০৩ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য জন্ম নিবন্ধন সনদে যে সকল খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩১৩ টাকা দিতে হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে এবং বিতরণের সময় অনিয়ম ও দুর্নীতি: সমাজের অনুন্নত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মধ্যে যে সমস্ত কর্মসূচিতে খানাসমূহ অংশগ্রহণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে বয়স্ক ভাতা (৩২.৩% খানা), ভিজিএফ (২৫.২% খানা), ভিজিডি (১১.৯% খানা), বিধবা ভাতা (১০.৮% খানা), টেস্ট রিলিফ (৯.২% খানা), প্রতিবন্ধি ভাতা (৮.১% খানা), মাতৃত্বকালীন ভাতা (৩.৯% খানা),কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)(৩.৬% খানা), কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী (২.৬% খানা), খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী (২.৩% খানা), দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিল (১.৫% খানা), কর্মসংস্থান কর্মসূচি (১.৪% খানা), জিআর (১.৪% খানা) এবং অন্যান্য[৩৫] ত্রাণ ও ভাতা (৩.৯% খানা)।

সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ২১.৫% খানা এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে এবং তার ৩৬.৭%-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে (সারণি ৪.২০)। বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী খানার ৫১.১% কাবিটা, ৪৮% প্রতিবন্ধি ভাতা, ৪৫.৮% মাতৃত্বকালীন ভাতা, ৪৪.৮% দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিল, ৪২.৩% ভিজিডি, ৩৮.৩% জিআর, ৩৬% ভিজিএফ, ৩২.৬% বিধবা ভাতা, ৩২.২% বয়স্ক ভাতা, ২৫.৪% কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী, ২৫.১% কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ২৪.২% খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী, ১৮.৪% টেস্ট রিলিফ এবং ২৯.১% অন্যান্য[৩৬] সেবা নিতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

উপরোক্ত সেবাসমূহে অংশগ্রহণকারী খানার ১৩.৭% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া দায়িত্ব পালনে অনীহার শিকার ১১.৬% খানা, নির্ধারিত বরাদ্দ বা ভাতার একটি অংশ কেটে রাখা বা ওজনে কম দেওয়ার শিকার ১০.৬% খানা, স্বজনপ্রীতির শিকার ৮.৬% খানা, প্রতারণার শিকার ৪.২% খানা এবং প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শিকার ২.৮% খানা এবং আত্মসাতের শিকার হয় ১.৯% খানা (সারণি ৪.২২)। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে যে সকল খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ১৪৭১ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.২২: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ	১৫.১	৯.৭	১৩.৭
দায়িত্ব পালনে অনীহা	১১.৭	১১.৩	১১.৬
বরাদ্দের একটি অংশ কেটে রাখা বা ওজনে কম দেওয়া	১১.২	৮.৯	১০.৬
স্বজনপ্রীতি	৯.৯	৪.৯	৮.৬

[৩৫] কাবিখা, জেলে ভাতা, পল্লী রেশন কার্ড, নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ভাতা ও কৃষি ভর্তুকিতে অন্তর্ভুক্তি, ইত্যাদি।

[৩৬] কাবিখা, জেলে ভাতা, পল্লী রেশন কার্ড, নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ভাতা ও কৃষি ভর্তুকিতে অন্তর্ভুক্তি, ইত্যাদি।

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
প্রতারণা	৪.৬	৩.০	৪.২
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ	২.৯	২.৫	২.৮
আত্মসাৎ	১.৩	৩.৫	১.৯

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের ৪১.৫% নারী এবং তাদের মধ্যে ৩২% দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যদিকে ৫৮.৫% পুরুষ অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে ৩৭.৯% দুর্নীতির শিকার হয়।

বিচার ও সালিশের বিষয়ভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিচার ও সালিশ করে থাকে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৩% খানা বিভিন্ন ধরনের বিচার সালিশের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত ৫৯.১%, পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত ১৫.৪%, মারামারি সংক্রান্ত ৫.৭%, বিবাহ সংক্রান্ত ১০.৭%, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ২.৩% এবং অন্যান্য[৩৭] বিরোধ নিয়ে ১০.৫% খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার ও সালিশের সম্মুখীন হয়। এসব বিরোধ নিস্পত্তিকালে ৪৪.৯% খানার সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়।

সারণি ৪.২৩: বিচার ও সালিশের বিষয়ভিত্তিক দুর্নীতির শিকার

বিচার ও সালিশের বিষয়	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*
পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত	৫৪.৪
মারামারি সংক্রান্ত	৪৪.১
জমি সংক্রান্ত	৪৩.৪
বিবাহ সংক্রান্ত	২৩.৮
অন্যান্য (নারী নির্যাতন, ধারদেনা, সম্পদ সংক্রান্ত, ইত্যাদি)	৪২.৫

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

জরিপকৃত খানার সদস্যরা যেসকল বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে বিচার ও সালিশ করতে যেয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৪.৪% খানা পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে। এরপর যথাক্রমে মারামারি সংক্রান্ত, জমি ও বিবাহ সংক্রান্ত সালিশ অন্যতম। এখানে উল্লেখ্য কোনো কোনো খানা একাধিক বিষয়ে বিচার ও সালিশে অনিয়মের শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২৩)। এই ধরনের বিচার ও সালিশে মুখোমুখি হওয়া সদস্যদের ১৩.৪% নারী এবং ৮৬.৬% পুরুষ। এসব নারীর ৫১.৪% এবং পুরুষদের ৪৩.৭% দুর্নীতির শিকার হয়।

বিচার ও সালিশে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিচার ও সালিশে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে স্বজনপ্রীতি। এরপর যথাক্রমে প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ, সময়ক্ষেপণ, প্রতারণা, ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ, ঘুষ না দেওয়ায় সেবা না পাওয়া এবং আত্মসাৎ (সারণি ৪.২৪)।

সারণি ৪.২৪: বিচার ও সালিশে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
স্বজনপ্রীতি	২৩.৪	২৪.৭	২৪.০
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ	১৮.৯	২২.৭	২০.৫
সময়ক্ষেপণ	২১.৭	১৮.৩	২০.৩
প্রতারণা	৮.৪	১২.৫	১০.১
ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ	৬.৮	৮.০	৭.৩
ঘুষ না দেওয়ায় সেবা না পাওয়া	০.৫	-	০.৩
আত্মসাৎ	০.৩	-	০.২

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৫৪.৩% খানা হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে; যাদের মধ্যে ১৯.৩% খানার কর নির্ধারণ, ৯৩.৯% খানা কর প্রদান এবং ১.৯% খানা হোল্ডিং প্লেট প্রাপ্তির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে। এসব খানার মধ্যে ৫.৮% খানা দুর্নীতির শিকার

[৩৭] নারী নির্যাতন, ধার-দেনা, নারী পাচারকারী মামলা, সম্পদ সংক্রান্ত, ইত্যাদি

হয়েছে। সেবাগ্রহীতা মধ্যে ৪.৩% খানাকে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে এবং তাদের গড়ে ৫১৮ টাকা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.২৫)।

সারণি ৪.২৫: হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ	৪.৬	৩.৯	৪.৩
দায়িত্ব পালনে অনীহা	০.৭	৩.১	১.৭
অন্যান্য (প্রতারণা, প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি)	০.২	০.৫	০.৩

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৬.৪% খানার সদস্য নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে বা নবায়ন করেছে যার মধ্যে ২৩.৪% খানার সদস্য বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৩১% খানা নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে এবং তাদের মধ্যে ৩০.৮% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ৭০.৮% খানা ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করেছে এবং তাদের মধ্যে ২০.২% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারীদের মধ্যে ২১% খানার সদস্যকে নির্ধারিত ফি এর চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৪.২৬)। যে সকল খানার সদস্য অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ১৫৫১ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.২৬: ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার

দুর্নীতির ধরন	এলাকাভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)*		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ	১১.০	২৬.২	২১.০
দায়িত্ব পালনে অনীহা	৪.৯	১৩.৯	১০.৮

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

অন্যান্য সেবা সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৩.১% খানা অন্যান্য সেবা (টেন্ডার, ইজারা, পানি সেবা, তথ্য সেবা, খাস জমি বরাদ্দের তালিকা প্রস্তুত, শুল্ক, প্ল্যান পাশ, রিক্সা, ভ্যান, অটো লাইসেন্স, ইত্যাদি) সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ২১.৪% খানা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ১৩.৮% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, ৮% দায়িত্ব পালনে অনীহার শিকার, ১.২% স্বজনপ্রীতির শিকার এবং ০.৮% প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে। যে সকল খানা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩০৫৪ টাকা দিতে হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৮৮.৩% খানা উল্লেখ করেছে ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না।[৩৮] এছাড়া ৩৯.৮% হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য, ১৫.৬% খানা সময়মতো সেবা পাওয়া, ১০.৪% খানা ফি জানা না থাকা এবং ২.৩% খানা দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ২৬.৭% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে যা ২০১৫ সালে ছিল ৩৬.১%। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ১৮.৩% যা ২০১৫ সালে ছিল ২২.৩% (চিত্র ৪.২৬)। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ৯০৭ টাকা যা ২০১৫ সালে ছিল ৪৪৭ টাকা।

[৩৮]যে সকল খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

চিত্র ৪.২৬ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

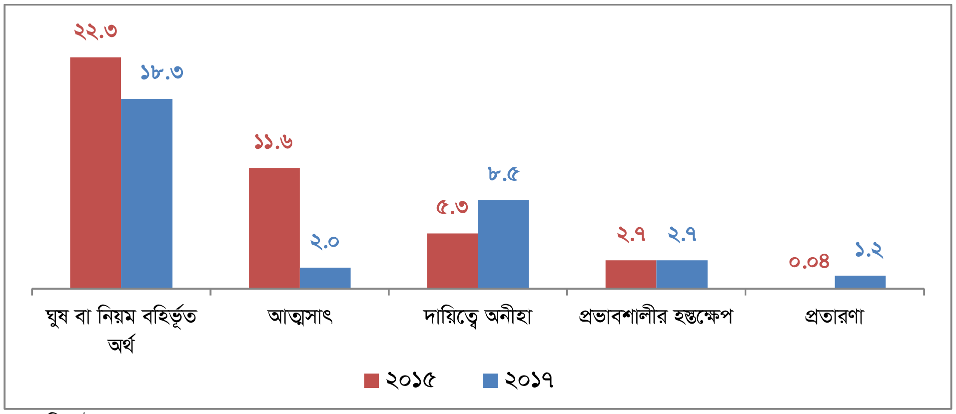

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.১২ বীমা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে বীমা খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৭৭টি বীমা কোম্পানি কাজ করছে। এই বীমা কোম্পানিগুলো মোট ৭,৫৪৮টি (জীবন বীমা ৬,৩১১টি এবং সাধারণ বীমা ১,২৩৭টি) শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে বীমা সেবা প্রদান করছে।[৩৯] ২০১৪ সালে বীমা কোম্পানিগুলোর বাৎসরিক মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ১০,১০৮.৩২ কোটি টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ৪০,০২৬.২৫ কোটি টাকা।[৪০] সম্ভাবনাময় বীমা শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বীমা আইন, ২০১০' এবং 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০' প্রণয়ন করে। এছাড়াও বীমা খাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে 'জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪' গৃহীত হয়েছে।

বীমা খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও এ খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এর মধ্যে রয়েছে বীমা দাবি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন, বীমা খাতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, বীমাসেবার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন, জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে বীমা মেলার আয়োজন, এজেন্টদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা, বীমা একাডেমীকে ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে পরিণত করার কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রিমিয়াম জমা ও বীমা দাবি গ্রহণসহ ৫,০০০ টাকার অধিক সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ এবং বীমা আইন লঙ্ঘনকারী কোম্পানিকে শুনানীর মাধ্যমে শাস্তির বিধান করা। ফলে বীমা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং বীমা খাতকে আগের চেয়ে বেশি কার্যকর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ১৮.২% বীমা সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ১৬.৪% এবং শহরাঞ্চলে ১৯.৫%। সেবা গ্রহণকারী খানার ৯.৩% সরকারি বীমা কোম্পানি, ৮৮% বেসরকারি বীমা কোম্পানি, ৩.৯% বৈদেশিক বীমা কোম্পানি এবং ০.১% এনজিও হতে বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে। বীমা স্কিমের ধরনের ক্ষেত্রে জীবন বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে ৬২.৯% খানা এবং সঞ্চয় বীমা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে ৩০.৯% খানা। বীমা সেবা গ্রহণকারীদের ৪৭.১% নারী এবং ৫২.৯% পুরুষ।

চিত্র ৪.২৭: বিভিন্ন ধরনের বীমা সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)**

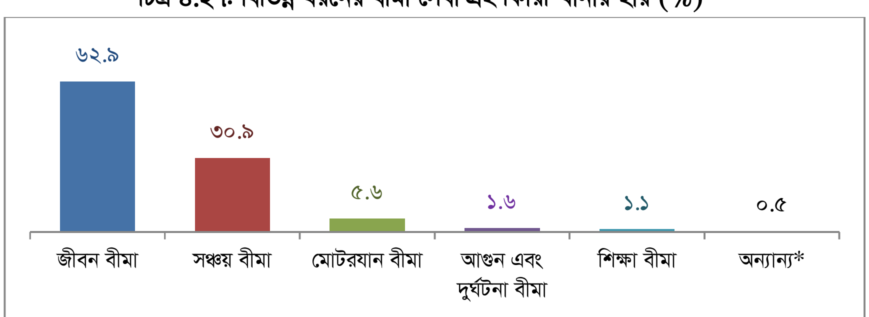

* স্বাস্থ্য বীমা, অবসর বীমা, ইত্যাদি

**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

[৩৯] বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কতৃক সরবরাহকৃত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত অপ্রকাশিত প্রতিবেদন।

[৪০] প্রাগুক্ত...।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: বীমা খাতে সেবা নেওয়া খানার ১২.৩% দুর্নীতি শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ১০.৮% এবং শহরাঞ্চলের খানার ১৩.৩%। বীমা সেবা গ্রহণকারী খানার ৬.৭% সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনে অনীহা, ৬.৫% প্রতারণা, ৪.৯% ঘুষ বা অর্থ আত্মসাৎ এবং ০.৫% খানা অসদাচরণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছে।[৪১] বীমা খাতে গ্রামাঞ্চলের খানার ৫.১% এবং শহরাঞ্চলের খানার ৪.৯% ঘুষের শিকার হয়েছে, সার্বিকভাবে যা জরিপকৃত খানার ৪.৯%। বীমা খাতে ঘুষের শিকার খানা গড়ে ১৪,৮৬৫ টাকা ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে। ঘুষের শিকার গ্রামাঞ্চলের খানা গড়ে ১২,৪৯০ টাকা এবং শহরাঞ্চলের খানা গড়ে ১৬,৪৫৮ টাকা ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে।

বীমা খাতে পুরুষ সেবা গ্রহণকারীদের তুলনায় নারী সেবা গ্রহণকারীরা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে বীমা সেবা গ্রহণকারী নারীদের ১৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার পুরুষ সেবা গ্রহণকারীদের ৯.২%।

বীমা প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি: সরকারি বীমা কোম্পানি হতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৯.৭% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং ৪.৬% ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে। বেসরকারি বীমা কোম্পানি থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ১৩% ও ৫.১%। সরকারি বীমা কোম্পানি হতে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হওয়া খানা গড়ে ১০,০৫২ এবং বেসরকারি বীমা কোম্পানি হতে সেবা গ্রহণকারী খানা গড়ে ১৫,৩৫০ টাকা ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়।[৪২]

বীমার ধরনভেদে দুর্নীতি: জীবন বীমা সেবা গ্রহণকারী খানার ১২.৪% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৪.৪% খানা সঞ্চয় বীমা সেবায়, ১.৩% খানা মোটরযান বীমা সেবায় এবং ১.৩% খানা অন্যান্য (স্বাস্থ্য বীমা, শিক্ষা বীমা, আগুন ও দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা, ইত্যাদি) বীমা সেবায় দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জীবন বীমা সেবা গ্রহণকারী খানার ৫.৬%, সঞ্চয় বীমায় ৪.৩%, মোটরযান বীমায় ০.৫% এবং অন্যান্য বীমা সেবা গ্রহণকারী খানার ০.৫% ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে। জীবন বীমায় ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার খানা গড়ে ২৬,২২৭ টাকা এবং সঞ্চয় বীমায় খানা গড়ে ১৬,৪৩৭ টাকা ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে।[৪৩]

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে বীমা সেবা গ্রহণকারী যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে/দিতে বাধ্য হয়েছে বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে সেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (৮৪.১%), 'ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া' (৫৪.৮%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া (১৭.১%) চিহ্নিত করেছে।

চিত্র ৪.২৮: বীমা খাতে ঘুষ দেওয়ার কারণ (%)*

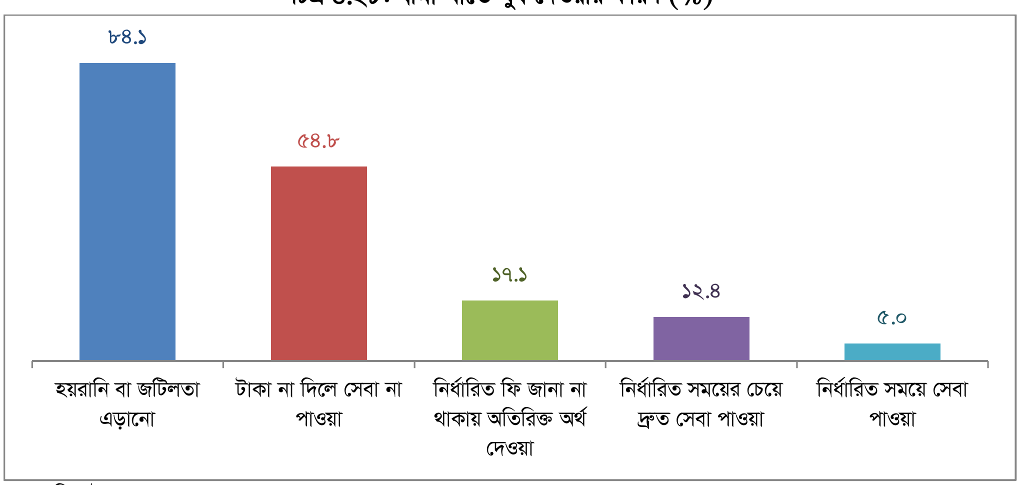

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালে বীমা সেবা গ্রহণকারী খানার ১২.৩% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা ২০১৫ সালে ছিল ৭.৮%। ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ ও আত্মসাতের শিকার হওয়া

---

[৪১] দায়িত্ব পালনে অনীহা বলতে বোঝাচ্ছে বীমার দাবি পরিশোধে দীর্ঘসূত্রতা/সময়ক্ষেপণ; প্রতারণা বলতে বোঝাচ্ছে তথ্য গোপন করা, বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পর্ণভাবে প্রকাশ না করা, মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান করা, বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সেসব সুবিধা না দেয়া; অর্থ আত্মসাৎ বলতে বোঝাচ্ছে কিস্তির টাকা আত্মসাৎ, বীমার টাকা আত্মসাৎ; অসদাচরণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানি বলতে বোঝাচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল জমা দিতে চাপ প্রদান।

[৪২] সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণিত এবং এ কারণে বৈদেশিক কোম্পানি ও এনজিও'র বীমা সেবাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি।

[৪৩] সীমিত উপাত্তের কারণে স্বাস্থ্য বীমা, শিক্ষা বীমা, আগুন ও দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা ইত্যাদির গড় বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি।

খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ৪.৯% যা ২০১৫ সালে ছিল ১.৮%। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ১৪,৮৬৫ টাকা যা ২০১৫ সালে ছিল ১৩,৪৬৫ টাকা।

৪.১৩ কর ও শুল্ক

বিভিন্ন ধরনের কর এবং শুল্ক সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের একটি প্রধান উৎস। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কর (যেমন, আয়কর, বিদেশ ভ্রমণ কর) এবং পরোক্ষ করের (যেমন, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক) মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ হয়ে থাকে। কর এবং শুল্ক ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করতে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং আয়কর প্রদানের জন্য স্পট অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি, আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য কণিকা, আয়কর রিটার্ন ফরম সহজে পূরণ করার পদ্ধতি, আয়কর আইনের ধারাসমূহের সহজ বিবরণ ওয়েবসাইটে এবং পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে তা জনগণের জন্য সহজলভ্য করা, আয়কর মেলা এবং অনলাইনে ই-টিআইএন নিবন্ধন এবং কর প্রদান, অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন জমাদানের পদ্ধতি প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। এ সকল উদ্যোগ সত্ত্বেও, কর এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৭.৩% কর ও শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিয়েছে। সেবাগ্রহণকারীর ৭৩.৪% খানা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং ২৯.৩% খানা বাণিজ্যিক পর্যায়ে[৪৪] বিভিন্ন কর ও শুল্ক সেবা নিয়েছে। কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৮৮.১%) আয়কর সেবা নিয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে সার্বিকভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে ১১.১% খানা। এই হার শহরাঞ্চলের খানার ১১.১% এবং গ্রামাঞ্চলের খানার ১১.৬%। কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার ৯.৪% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে/দিতে বাধ্য হয়েছে এবং ৩.৭% খানা বিভিন্ন ধরনের হয়রানির (সময়ক্ষেপণ, আইনের ধারার অযুহাত দেখিয়ে হয়রানি, প্রভাব বিস্তার, তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ফাইল আটকিয়ে রাখা/ফাইল হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি) শিকার হয়েছে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ১০.৭% এবং শহরাঞ্চলে ৯.২% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে/দিতে বাধ্য হয়েছে। যে সকল খানা কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে সার্বিকভাবে ৫,২১৩ টাকা দিতে হয়েছে। সার্বিকভাবে কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারীদের ৯.২% নারী এবং ৯০.৮% পুরুষ। সেবাগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ৭.১% এবং পুরুষদের মধ্যে ১১.১% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.২৯: কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)**

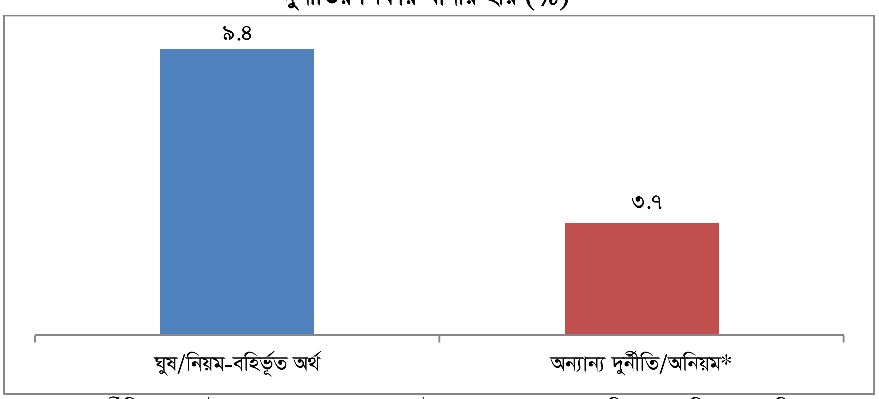

*অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সময়ক্ষেপণ, আইনের ধারার অযুহাত দেখিয়ে হয়রানি, প্রভাব বিস্তার, তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ফাইল আটকিয়ে রাখা/ফাইল হারিয়ে ফেলা

**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: বিভিন্ন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবার ধরন অনুযায়ী, আয়কর সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (৮.৩%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২৭) এবং ভ্রমণ কর সেবার ক্ষেত্রে ১.১% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

---

[৪৪] খানার সদস্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে

সারণি ৪.২৭: কর ও শুল্ক সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতির শিকার খানার হার

কর ও শুল্কের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ (টাকা)
আয়কর	৮৮.১	৮.৩	৬.৯	৬২১৫
আমদানি-রপ্তানি শুল্ক/পণ্য (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্টে) শুল্ক	৮.১	০.৩	০.২	-
ভ্রমণ কর	৬.৭	১.১	১.১	৩৪১
ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর)	৪.০	০.৮	০.২	-

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

**পর্যাপ্ত উপাত্ত না থাকায় শুল্ক ও ভ্যাট সেবার ক্ষেত্রে গড় ঘুষের পরিমাণ দেওয়া সম্ভব হয়নি

অনুরূপভাবে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে আয়কর সেবায় সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (৬.৯%) ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাকে গড়ে ৬,২১৫ টাকা এবং ভ্রমণ কর সেবায় খানাকে গড়ে ৩৪১ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে।

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: যেসব সেবাগ্রহীতা খানা কর ও শুল্ক সেবায় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮৩.১% খানা হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া ৪৫.৪% খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া' কে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালে কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার ১১.১% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে যা ২০১৫ সালে ছিল ১৮.১%। ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ৯.৪% যা ২০১৫ সালে ছিল ১৪.৭% (চিত্র ৪.৩০)। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ৫,২১৩ টাকা যা ২০১৫ সালে ছিল ৪,৭৯৬ টাকা।

চিত্র ৪.৩০: কর ও শুল্ক সেবায় দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**: ২০১৫ ও ২০১৭***

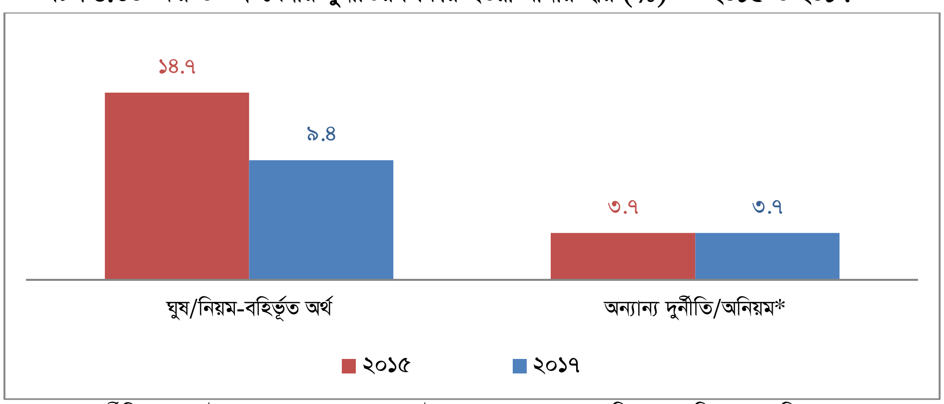

**অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সময়ক্ষেপণ, আইনের ধারার অযুহাত দেখিয়ে হয়রানি, প্রভাব বিস্তার, তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ফাইল আটকিয়ে রাখা/ফাইল হারিয়ে ফেলা

**একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

***একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.১৪ ব্যাংকিং

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অন্যতম সেবা খাত হচ্ছে ব্যাংকিং। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা দুই ধরনের- তফসিলি ব্যাংক[৪৫] এবং অ-তফসিলি ব্যাংক[৪৬]। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, আটটি বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক, চল্লিশটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং নয়টি বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের (সঞ্চয়ী হিসাব, বিশেষ হিসাব, বিশেষ স্কীম প্রভৃতি) আমানত সংগ্রহ করে থাকে এবং

[৪৫] যে সকল ব্যাংক, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (সংশোধিত, ২০১৩) দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের তফসিলি ব্যাংক বলা হয়; https://www.bb.org.bd/fnansys/bankfi.php

[৪৬] যে সকল ব্যাংক কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় এবং ঐ সকল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য প্রচলিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের অ-ফসিলি ব্যাংক বলা হয়; https://www.bb.org.bd/fnansys/bankfi.php

জনগণকে বিভিন্ন ধরনের (ব্যক্তিগত ঋণ, ব্যাবসায়িক ঋণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ প্রভৃতি) ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া ব্যাংক হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন, বেতন, ভাতা পেনশনের টাকা উত্তোলন প্রভৃতি সেবা প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই খাত থেকে সেবা গ্রহণের সময় সাধারণ জনগণের নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৬৭.১% ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। এ হার গ্রামাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৩.৯% এবং শহরাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৯.৫% থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৫৪.৩%, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৫০.৬%, কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৭.৬%, অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক ১.০%, বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ০.৫% এবং অ-তফসিলি ব্যাংক থেকে ৫.৫% সেবা গ্রহণ করেছে।

এছাড়া খানার সদস্যরা ব্যাংক থেকে যেসকল সেবা নিয়েছে তার মধ্যে ৪৮% খানা টাকা উত্তোলন, ৪৭.৪% খানা বিভিন্ন পরিসেবার বিল প্রদান, ৪৩.৭% খানা টাকা জমা, ১৫.৫% খানা ডিপিএস, ১০% খানা বেতন, ভাতা ও পেনশন উত্তোলন, ৯.০% খানা (ব্যক্তিগত, বাড়ি নির্মাণ, গাড়ি ক্রয়) ঋণ গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.২৯)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৫.৭% খানা বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া এই হার গ্রামাঞ্চলে ৫.২% ও শহরাঞ্চলে ৬.০%। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ১.১% খানাকে ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ, ৩.৪% খানা সময়ক্ষেপণ এবং ২.৯% খানা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহা/অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া ১% খানা অন্যান্য (প্রতারণা, মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান/তথ্য গোপন করা, ভাংতি টাকা না দেওয়া, ক্ষুদ্র ঋণ না গ্রহণ না করলে ডিপিএস এর টাকা জমা না নেওয়া, প্রভৃতি) বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৩১: ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

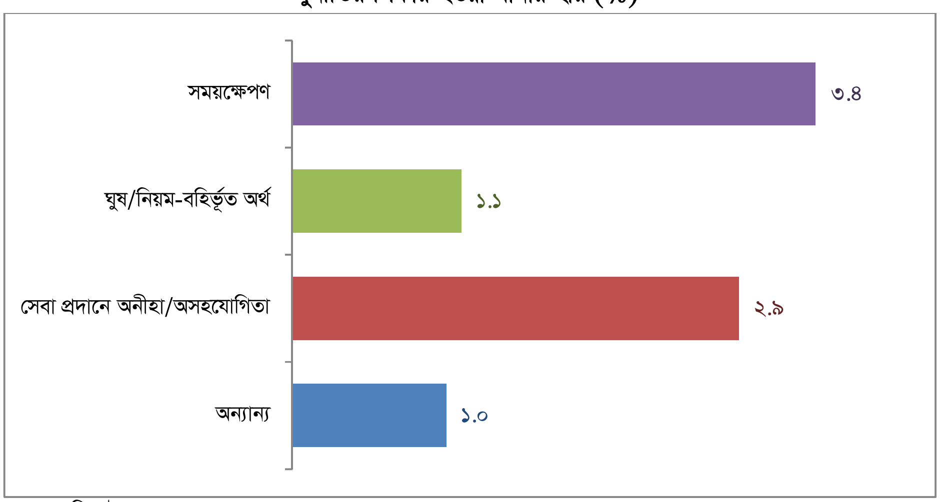

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

ব্যাংক থেকে সেবা নিতে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩,৯৮৫ টাকা (গ্রামাঞ্চলে ২,৭৪৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৪,৮৫৭ টাকা) দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। সার্বিকভাবে ব্যাংকিং সেবা গ্রহীতাদের ৩০% নারী এবং ৭০% পুরুষ। এসব নারীর ৬.২% এবং পুরুষদের ৩.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রতিষ্ঠানভেদে সেবা গ্রহণকালে ৭.৪% খানা কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ৭.২% খানা অন্যান্য অ-তফসিলি ব্যাংক, ৫.৪% খানা রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৪.৪% খানা বিশেষায়িত ব্যাংক (কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বাদে) এবং ৩.৫% খানা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে সেবা নিতে গিয়ে সর্বাধিক খানা (৩.৯%) ঘুষের শিকার হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অ-তফসিলি ব্যাংক থেকে ৩.৫% খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। ব্যাংকভেদে গড় ঘুষের পরিমাণ রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ১,৪৮৮ টাকা এবং কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ৩,৮৮৪ টাকা (সারণি ৪.২৮)।

সারণি ৪.২৮: ব্যাংকিং সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫৪.৩	৫.৪	১.১	১৪৮৮
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫০.৬	৩.৫	০.১	-**
কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৭.৬	৭.৪	৩.৯	৩৮৮৪
অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক	১.০	৪.৪	১.৩	-**
বৈদেশিক বাণিজ্যক ব্যাংক	০.৫	-	-	-
অ-তফসিলি ব্যাংক (গ্রামীণ ও জুবিলি ব্যাংক)	৫.৫	৭.২	৩.৫	-**

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

**সীমিত উপাত্ত থাকায় বিশ্লেষণ করা হয় নি

সেবাভেদে দুর্নীতি ও হয়রানি: সেবার ধরন অনুযায়ী দেখা যায়, ১২.৩% খানা ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত সেবা (ব্যক্তিগত, বাড়ি নির্মাণ, গাড়ি ক্রয়) নেওয়ার ক্ষেত্র দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ৯.৪% খানা কৃষি ঋণ গ্রহণে, ৮.২% খানা মেযাদী সঞ্চয় হিসাবের ক্ষেত্রে, ৪.৬% খানা রেমিট্যান্স উত্তোলন, ৪.৫% খানা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীর আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন, ৪.০% খানা ডিপিএস সংক্রান্ত, ৩.৩% খানা চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত, ৩.১% খানা বেতন, ভাতা ও পেনশন উত্তোলন, ২.৬% খানা বিভিন্ন পরিসেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২৯)।

সারণি ৪.২৯: ব্যাংকিং সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতির শিকার খানার হার

সেবার ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*
টাকা উত্তোলন	৪৮.০	২.৪
বিভিন্ন পরিসেবার বিল পরিশোধ	৪৭.৪	২.৬
টাকা জমা	৪৩.৭	১.৭
ডিপিএস	১৫.৫	৪.০
বেতন, ভাতা ও পেনশন উত্তোলন	১০.০	৩.১
ঋণ গ্রহণ (ব্যক্তিগত, বাড়ি নির্মাণ, গাড়ি ক্রয়)	৯.০	১২.৩
চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত	৪.৩	৩.৩
রেমিট্যান্স উত্তোলন	৪.০	৪.৬
সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীর আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন	৩.০	৪.৫
বিভিন্ন ফি ও কর জমা	২.৯	০.২
ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ	১.৬	৬.১
মেয়াদি সঞ্চয়ী হিসাব	১.২	৮.২
কৃষি ঋণ গ্রহণ	১.০	৯.৪
অন্যান্য (ক্রেডিট কার্ড, পে/মানি অর্ডার/টিটি, এলসি খোলা, সঞ্চয়পত্র ক্রয়, ইত্যাদি)	১.১	১৫.০

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে ঘুষের শিকার হওয়া খানা ঘুষ দেওয়ার যেসব কারণ উল্লেখ করেছে তার মধ্যে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা না পাওয়া (৬১.৬%), হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো (৫১.৪%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (৩৯.৮%), দ্রুত সেবা পাওয়া (১৩%) অন্যতম। এছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া (৪.৩%), অবৈধ ঋণ পাওয়া (১.৩%)।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালে ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৫.৭% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে যা ২০১৫ সালে ছিল ৫.৩%। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার ১.১% যা ২০১৫ সালে ছিল ১.৮% (চিত্র ৪.৩২)। ২০১৭ সালে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ৩,৯৮৫ টাকা যা ২০১৫ সালে ছিল ৩,২১৯ টাকা।

চিত্র ৪.৩২ ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

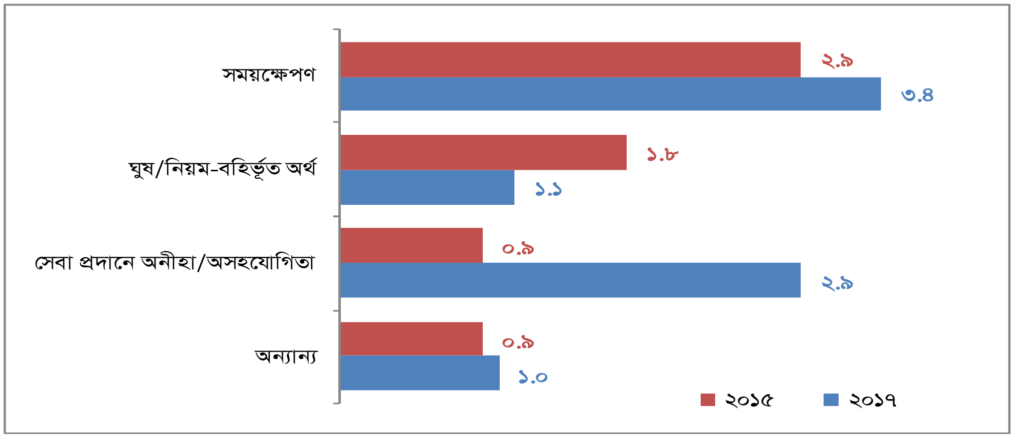

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.১৫. এনজিও

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের পুনর্গঠন থেকে শুরু করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কয়েক হাজার এনজিও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের প্রায় সিংহভাগ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এনজিও থেকে সেবা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম থেকে উপকৃত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-বান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়নে এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৩৭.৯% বিভিন্ন এনজিও থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানার অধিকাংশই বিভিন্ন এনজিও'র ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ এবং সঞ্চয় (৯১.৬% খানা) কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়াও ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সেবা (৪.০% খানা), আয়বর্ধণমূলক কর্মসূচি (যেমন কৃষি, জীবন-জীবিকা, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরণ, মৌমাছি পালন ইত্যাদি) সাথে সম্পৃক্ত (২.৯% খানা) এবং অন্যান্য সেবা (৪.৪% খানা) যার মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন, আইনি সহায়তা, কীটনাশক মশারি, সৌর বিদ্যুৎ, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি রয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এনজিও থেকে সেবাগ্রহীতা খানার অধিকাংশ জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত (৭২.৬% খানা)। এছাড়া ২৮.২% খানা স্থানীয় এনজিও এবং ৩.৮% খানা আন্তর্জাতিক এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ত।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার মধ্যে ৫.৪% খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতি শিকার হয়েছে। এনজিও থেকে গৃহীত সেবার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের খানার ৪.৯% এবং শহরাঞ্চলের খানার ৫.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ১.৫% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের শিকার হয়েছে। এছাড়া সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানা গালিগালাজ/ভয়ভীতি প্রদর্শন/শারীরিক নির্যাতন (১.৮%), সেবা নিতে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় অন্য সেবা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (১.৭%) ও প্রতারণার শিকার (০.৫%), বরাদ্দের তুলনায় পরিমাণে কম দেওয়া (০.৪%) এবং অন্যান্য[৪৭] (০.৮%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.৩৩)।

[৪৭] অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে স্বজনপ্রীতি, তদারকির অভাব, সময়ক্ষেপণ ইত্যাদি।

চিত্র ৪.৩৩: এনজিও খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

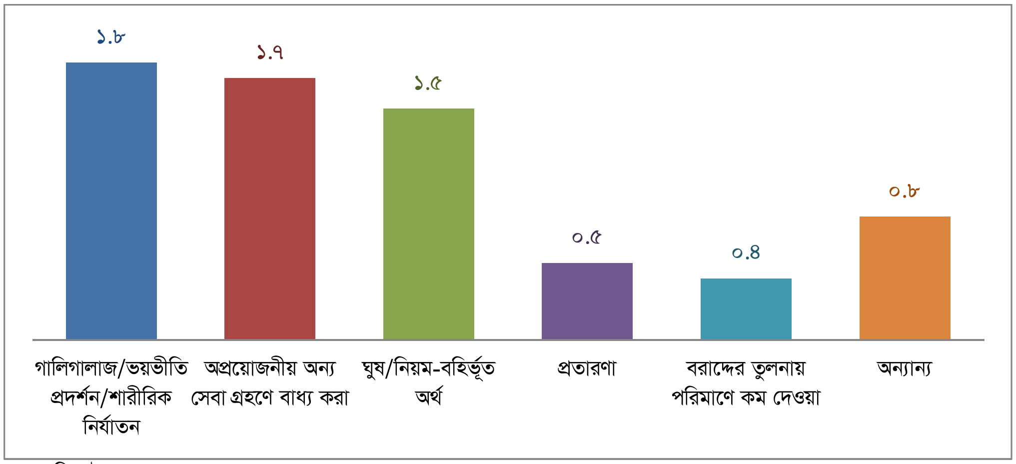

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

খানার পক্ষে সেবাগ্রহণকারীদের ৭৭.১% নারী এবং ২২.৯% পুরুষ এনজিও সেবা গ্রহণ করেছে। নারী সেবাগ্রহণকারীর মধ্যে ৫.২% এবং পুরুষ সেবাগ্রহণকারীর মধ্যে ৫.৬% দুর্নীতির শিকার হয়।

এনজিও'র ধরনভেদে দুর্নীতি: জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ত খানার ৫.৪% এবং স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও'র সাথে সম্পৃক্ত খানার ৪.৫% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এনজিও থেকে সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হয়েছে এমন খানাকে গড়ে ১৫৮৯ টাকা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও'র ক্ষেত্রে ২.৫% খানাকে গড়ে ৪০৫৫ টাকা এবং জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র ক্ষেত্রে ০.৭% খানাকে গড়ে ১৩৬২ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসেবে দিতে বাধ্য হয়েছে। উল্লেখ উপাত্ত কম থাকার কারণে আন্তর্জাতিক এনজিও'র ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানার হার এবং খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় নি।

সারণি ৪.৩০: এনজিও'র ধরন ভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার

এনজিওর ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
স্থানীয়	২৮.২	৪.৫	২.৫	৪০৫৫
জাতীয়	৭২.৬	৫.৪	০.৭	১৩৬২
আন্তর্জাতিক	৩.৮	৩.০	১.১	-**

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

**সীমিত উপাত্ত থাকায় বিশ্লেষণ করা হয় নি

ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতা খানা 'ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ না দিলে সেবা না পাওয়া' (৫৩.১%), নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণা না থাকা (৫০.৮%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (৪২.৬%) এবং হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (১২.৬%) ইত্যাদি চিহ্নিত করেছে।

চিত্র ৪.৩৪: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)*

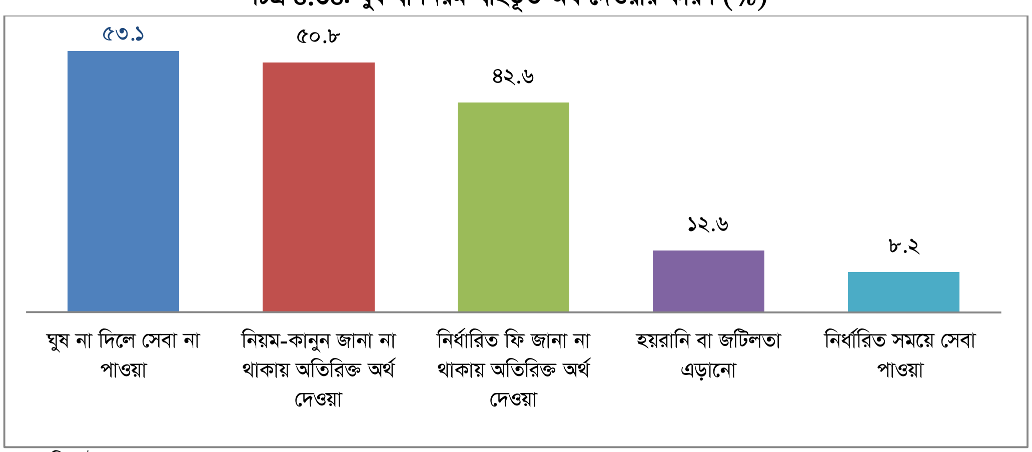

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালের খানা জরিপে সার্বিকভাবে এনজিও সেবা গ্রহণকারী খানার ৫.৪% দুর্নীতির শিকার হয় এবং ১.৫% খানা ঘুষের শিকার হয়, যা ২০১৫ সালে ছিল যথাক্রমে ৩.০% এবং ১.০%। জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫ এর তুলনায় ২০১৭ এ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির মধ্যে গালিগালাজ, ভীতি প্রদর্শন ও শারীরিক নির্যাতন (১.৮%), একটি সেবা নিতে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় অন্য সেবা নিতে বাধ্য হওয়া (১.৭%) এবং ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত দেওয়া খানার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৪.৩৫: এনজিও খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

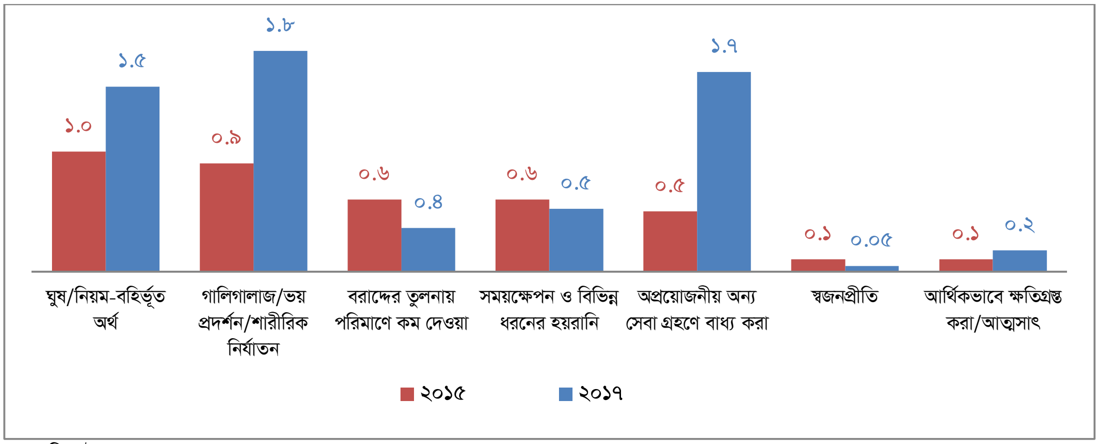

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৪.১৬. অন্যান্য

সেবা গ্রহণের হার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ১৭.৯% অন্যান্য সেবা খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে নির্বাচন কমিশন (৬৬.৩%), ওয়াসা (১৪.৪%), ডাক বিভাগ (৯.৭%), বিআরডিবি (৩.২%), সমাজসেবা অধিদপ্তর (২.৮%) ডিসি অফিস (২.৫%), ইউএনও অফিস (২.১%) উল্লেখযোগ্য।

অনিয়ম ও দুর্নীতি: অন্যান্য খাতে সেবাগ্রহীতা খানার ২২.০% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যান্য খাতে যেসকল খানা সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ৫.৭% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ গড়ে ৫,০৯২ টাকা। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে সময়ক্ষেপণ (১৪.৩%), তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা (৫.৪%), প্রতারণা (২.৯%) ইত্যাদি (চিত্র ৪.৩৬)।

চিত্র ৪.৩৬: অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*

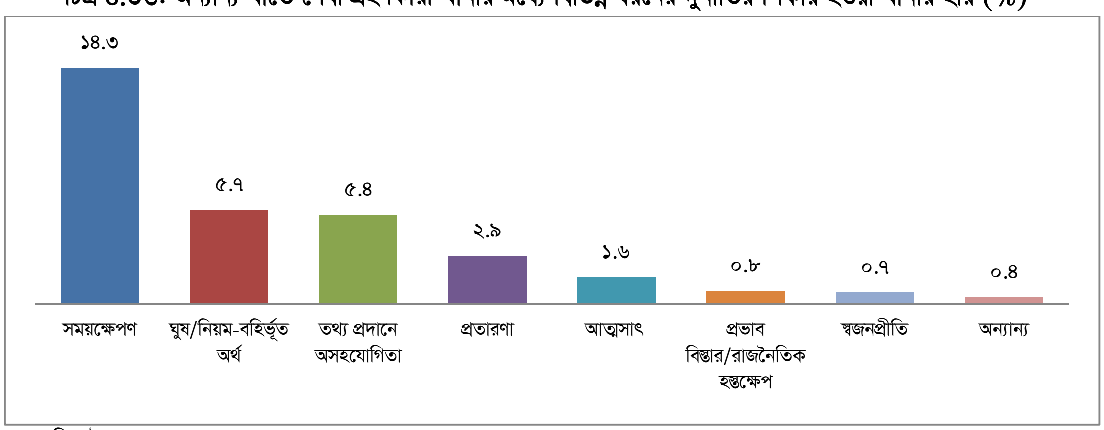

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

সার্বিকভাবে খানার পক্ষে সেবাগ্রহণকারীদের ৩৮.৮% নারী এবং ৬১.২% পুরুষ। নারী সেবাগ্রহণকারীদের ১১.১% এবং পুরুষদের ১৯.০% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি: অন্যান্য সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ওয়াসা থেকে সেবাগ্রহীতা খানা সবচেয়ে বেশি (৩৩.০%) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে ২৪.১%, ডাক বিভাগ হতে ২০.৪%, নির্বাচন কমিশন হতে ১৫.৮% খানা, ডিসি অফিস হতে ১১.৪% সেবাগ্রহীতা খানা সেবা গ্রহণের সময় দুর্নীতির শিকার হয়। এছাড়া সেবা গ্রহণে সবচেয় বেশি ঘুষের শিকার হয়েছে সমাজসেবা অধিদপ্তর (৯.৬%) হতে সেবাগ্রহণকারী খানা। এছাড়া ডিসি অফিস হতে ৭.৬%, ডাক বিভাগ হতে ৫.৭%, ওয়াসা হতে ৩.৯%, বিআরডিবি হতে ২.১% এবং নির্বাচন কমিশন হতে ১.৮% সেবাগ্রহীতা খানা ঘুষের শিকার হয়েছে।

সারণি ৪.৩১: প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতি

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)*	ঘুষের শিকার খানা (%)*
নির্বাচন কমিশন	৬৬.৩	১৫.৮	১.৮
ওয়াসা	১৪.৪	৩৩.০	৩.৯
ডাক বিভাগ	৯.৭	২০.৪	৫.৭
বিআরডিবি	৩.২	৭.১	২.১
সমাজসেবা অধিদপ্তর	২.৮	২৪.১	৯.৬
ডিসি অফিস	২.৫	১১.৪	৭.৬
ইউএনও অফিস	২.১	১৫.৯	০.৩
অন্যান্য[৪৮]	৭.৬	৩৪.০	১৭.০

*সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত দেওয়ার কারণ: সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো একাধিক কারণে ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘুষ না দিলে সেবা না পাওয়া (৮৬.৮%), হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো (৪০.৩%), নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া (২২.৫%), নির্ধারিত ফি জানা না থাকা (১৬.৩%) ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানা না থাকায় অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া (৮.৫%) এবং নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া (৭.০%)।

দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০১৭ সালের খানা জরিপে অন্যান্য সেবা খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবাগ্রহীতা খানার ২২.০% কোনো না কোনো সেবা প্রতিষ্ঠান হতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ঘুষের শিকার খানার হার ৫.৭%, যা ২০১৫ সালে ছিল যথাক্রমে ১৭.১% এবং ১০.০% খানা। ২০১৭ সালে খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৫,০৯২ টাকা, যা ২০১৫ সালে ছিল ৪,৬৩৩ টাকা। ২০১৫ এর তুলনায় ২০১৭ সালে ঘুষের শিকার খানার হার কমলেও সময়ক্ষেপণ, প্রতারণা, আত্মসাৎ এবং অন্যান্য[৪৯] দুর্নীতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৪.৩৭: অন্যান্য খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)*: ২০১৫ ও ২০১৭**

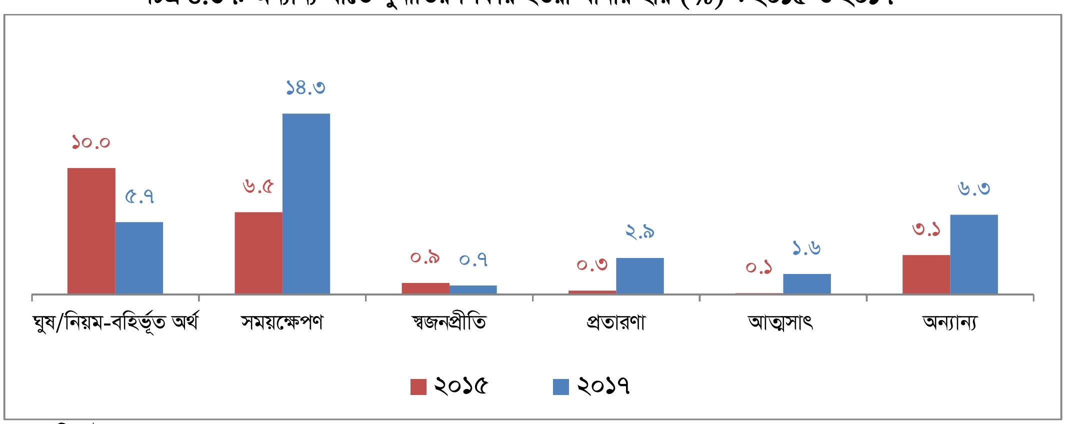

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

**একই নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে

[৪৮] অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, বিটিসিএল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, উপজেলা মৎস অফিস, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ইত্যাদি।

[৪৯] অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে হয়রানি, তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, প্রভাব বিস্তার/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, নিম্নমানের সেবা ইত্যাদি

৫. উপসংহার ও সুপারিশ

সেবা খাতে দুর্নীতি ২০১৭ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় সার্বিকভাবে ২০১৫ সালের তুলনায় সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে (২০১৭ সালে যেখানে দুর্নীতির শিকার খানার হার পাওয়া গিয়েছে ৬৬.৫%, ২০১৫ সালে এই হার ছিল ৬৭.৮%) কিন্তু জাতীয়ভাবে প্রক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ১,৮৬৭.১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালে জাতীয়ভাবে প্রক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ১০,৬৮৮.৯ কোটি টাকা। এই প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৪% এবং বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৫%। সেবা খাতে ঘুষের শিকার খানার হার সার্বিকভাবে ২০১৫ সালের (৫৮.১%) তুলনায় ২০১৭ সালে (৪৯.৮%) হ্রাস পেয়েছে। নিম্ন আয়ের জনগণের ওপর উচ্চ আয়ের তুলনায় দুর্নীতির বোঝা বা ভার অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের জনগণ তাদের বার্ষিক আয়ের বা ব্যয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেয় বা দিতে বাধ্য হয়।

দুর্নীতির শিকারের সাপেক্ষে যে সাতটি খাত শীর্ষস্থান দখল করেছে তারা হলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭২.৫%), পাসপোর্ট (৬৭.৩%), বিআরটিএ (৬৫.৪%), বিচারিক সেবা (৬০.৫%), ভূমি সেবা (৪৪.৯%), শিক্ষাসেবা (৪২.৯%) এবং স্বাস্থ্যসেবা (৪২.৫%)। ১৬টি সুনির্দিষ্ট খাতের মধ্যে ছয়টি খাতে দুর্নীতির মাত্রা কমেছে তারা হলো শিক্ষা, পাসপোর্ট, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি সেবা, কর ও শুল্ক এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। এ হ্রাসের হার সর্বোচ্চ শিক্ষা খাতে এবং সর্বনিম্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায়। অপরদিকে, নয়টি খাতে দুর্নীতির মাত্রা বেড়েছে তারা হলো গ্যাস, কৃষি, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, বিআরটিএ, স্বাস্থ্য, বীমা, এনজিও ও অন্যান্য। ব্যাংকিং সেবায় দুর্নীতির মাত্রা অপরিবর্তিত রয়েছে।

২০১৭ সালে শহরাঞ্চলের (৬৫.০%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৬৮.৪%) সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকোপ বেশি। অনুরূপভাবে, শহরাঞ্চলের (৪৬.৬%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৫৪.০%) ঘুষ দেওয়ার হারও বেশি। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৮৯.০% 'ঘুষ না দিলে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায় না' ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণী এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে:

ক. সার্বিক সুপারিশ

১. **দুর্নীতিতে জড়িতদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনা ও শাস্তি প্রদান:** বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তির অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। যেসব খাতে দুর্নীতির হার বেশি এবং দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব খাতের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ (যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি সেবা ইত্যাদি), সেসব খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্যে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. **দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ:** সেবাখাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকর করতে হবে।

৩. **নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন:** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. **ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সৃষ্টি:** দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক ও নেতিবাচত প্রণোদনার উদ্যোগ নিতে হবে। একইসাথে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **সেবা প্রদান পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি:** সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং সেবার ধরন ও মান নির্ধারণে স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৬. **জণগনের সচেতনতা ও গণমাধ্যমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি:** দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. **তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন:** দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের অন্যতম উপায় তথ্যের অভিগম্যতা। 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১' এর কার্যকর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ সকল অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যেন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের

উন্মুক্ততার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতার তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হয় এবং একইসাথে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

৮. **তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি:** সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। জনগণের সেবা সম্পর্কিত তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা খাতে অনলাইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. **অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া প্রচলন ও নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন:** সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া প্রচলন ও কার্যকর করতে হবে এবং নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। নাগরিক সনদ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং এর প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। নাগরিক সনদে অবশ্যই প্রযোজ্য সকল সেবার বৈধ ফি উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি যেসব সেবা বিনামূল্যে প্রাপ্য তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে অভিযোগ ও তার নিরসন পদ্ধতির বাস্তবায়ন করতে হবে। ভুক্তভোগী জনগণ যাতে অভিযোগ ব্যবস্থা কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. **সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ:** সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও অন্যান্য বাধা দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার করতে হবে যেন সেবাগ্রহীতারা সহজে ও কম সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে এবং দুর্নীতির ঝুঁকি হ্রাস পায়।

১১. **জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিক বরাদ্দ বৃদ্ধি:** জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এর ঘাটতি দূরীকরণে সেবাখাতগুলোতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

১২. **রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ:** দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ও এলাকাভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস

ক্রমিক নম্বর	বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
১	ঢাকা	১,৯৫৬	১,২৩৬	৩,১৯২
২	চট্টগ্রাম	১,৫৪৮	৯৯৬	২,৫৪৪
৩	রাজশাহী	১,৪০৪	৭৫৬	২,১৬০
৪	খুলনা	১,২৮৪	৬৮৪	১,৯৬৮
৫	বরিশাল	৯০০	৪৯২	১,৩৯২
৬	রংপুর	১,২৯৬	৬৯৬	১,৯৯২
৭	সিলেট	৮৭৬	৪৮০	১,৩৫৬
৮	ময়মনসিংহ	১,০৩২	২০৪	১,২৩৬
মোট খানার সংখ্যা		১০,২৯৬	৫,৫৪৪	১৫,৮৪০

পরিশিষ্ট ২: ২০১৭ সালের খানা জরিপে অন্তর্ভুক্ত গ্রাম বা মহল্লার অবস্থান

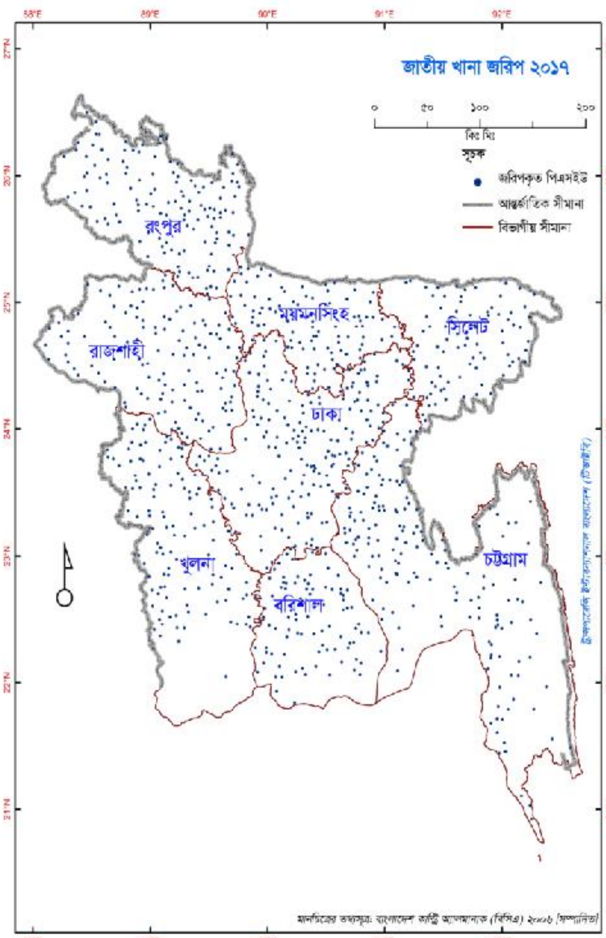

পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবা গ্রহণের খানার হার (%)			Standard Error	Relative Error[50]
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	বিদ্যুৎ	৮৭.৩	৯৭.৯	৯৩.৩**	০.৫৭	০.৬১
২	স্বাস্থ্য (সরকারি এবং বেসরকারি)	৮৭.৮	৮৪.৬	৮৬.০	০.৭৭	০.৮৯
৩	শিক্ষা (সরকারি, এমপিওভুক্ত এবং বেসরকারি)	৬৮.৯	৭২.১	৭০.৭	০.৭৯	১.১১
৪	ব্যাংকিং	৬৩.৯	৬৯.৫	৬৭.১	১.০৭	১.৫৯
৫	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৬৫.৮	৪৫.৮	৫৪.৪	১.১৩	২.০৭
৬	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৪৪.১	৩৩.২	৩৭.৯	১.১৮	৩.১১
৭	বীমা	১৬.৪	১৯.৫	১৮.২	০.৭৫	৪.১৪
৮	ভূমি সেবা	১৫.৩	১৬.৬	১৬.০	০.৭২	৪.৪৮
৯	কৃষি	২১.০	৫.০	১৫.৪	০.৫৫	৫.৯৯
১০	গ্যাস	৩.৬	৩৬.৭	১৫.২	২.৪০	৫.৪২
১১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯.২	১৪.৪	১১.০	০.৭২	৫.১৯
১২	পাসপোর্ট	৫.৩	৯.১	৭.৫	০.৪৬	৬.২১
১৩	কর ও শুল্ক	২.৬	১০.৮	৭.৩	০.৭০	৯.৬৩
১৪	বিচারিক সেবা	৬.৫	৭.৬	৭.১	০.৪৮	৬.৮০
১৫	বিআরটিএ	২.৯	৭.৭	৫.৬	০.৪৪	৭.৭৩
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	৮.৫	২৫.১	১৭.৯	১.০৭	৫.৯৭
১৭	**সার্বিক**	**৯৯.৯**	**৯৯.৯**	**৯৯.৯**	**০.০১**	**০.০১**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

** বিদ্যুৎ সংযোগ আছে ৮৯.৯% খানার, এবং নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করে ৩.৪% সংযোগবিহীন খানা; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে ২০১৮ সালে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৯০%

পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার খানা (%)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৬.১	৭০.৯	৭২.৫	২.১১	২.৯০
২	পাসপোর্ট	৭৭.১	৬৩.০	৬৭.৩	৩.২৪	৪.৭৫
৩	বিআরটিএ	৭২.৪	৬৩.৪	৬৫.৪	৫.০৮	৭.৮০
৪	বিচারিক সেবা	৬০.০	৬০.৮	৬০.৫	৩.৩৪	৫.৫৩
৫	ভূমি সেবা	৪৩.৩	৪৬.১	৪৪.৯	২.৫৬	৫.৬৯
৬	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪৪.২	৪১.৭	৪২.৯	১.৩৮	৩.২৩
৭	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪০.১	৪৪.৪	৪২.৫	১.২৫	২.৯৩
৮	কৃষি	৪৫.৫	২৪.৬	৪১.৬	২.৫৮	৬.১৯
৯	বিদ্যুৎ	৩৯.৮	৩৭.৯	৩৮.৯	১.৫৮	৪.০৬
১০	গ্যাস	৩৩.৯	৩৯.৪	৩৮.৩	২.৮৬	২৪.০৩
১১	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৬.৭	২৬.৭	২৬.৭	১.০০	৩.৭৫
১২	বীমা	১০.৮	১৩.৩	১২.৩	১.৫৭	১২.৭৬
১৩	কর ও শুল্ক	১১.৬	১১.১	১১.১	২.৫৭	২৩.১৪
১৪	ব্যাংকিং	৫.২	৬.০	৫.৭	০.৫১	৯.০৫
১৫	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৪.৯	৫.৯	৫.৪	০.৫৭	১০.৫২
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	২১.৯	২২.০	২২.০	১.৯৭	৮.৯৯
১৭	**সার্বিক**	**৬৮.৪**	**৬৫.০**	**৬৬.৫**	**০.৯০**	**১.৩৬**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

[৫০] Standard Error (SE) আনুমানিক proportion- এর কত অংশ তা শতকরা হারে Relative Error (RE) নামে প্রকাশ করা হয়।

পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার শতকরা হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	বিআরটিএ	৬৮.০	৬১.৭	৬৩.১	৫.০৬	৮.০১
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৩.৬	৫৯.৩	৬০.৭	২.২৩	৩.৬৮
৩	পাসপোর্ট	৭১.৯	৫৩.৭	৫৯.৩	৩.৫৪	৫.৯৭
৪	ভূমি সেবা	৩৭.৬	৩৮.০	৩৭.৯	২.৩৭	৬.২৭
৫	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৬.৮	৩১.৭	৩৪.১	১.৩৭	৪.০৩
৬	বিচারিক সেবা	৩৩.১	৩২.৫	৩২.৮	২.৬২	৮.০১
৭	কৃষি	৩৩.৮	১৫.৯	৩০.৫	২.১৮	৭.১৪
৮	স্বাস্থ্য (সরকারি)	২০.৮	১৯.০	১৯.৮	১.১২	৫.৬৬
৯	বিদ্যুৎ	২৫.৯	১০.৫	১৮.৬	১.০৯	৫.৮৫
১০	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১৭.৩	১৯.৪	১৮.৩	১.০৭	৫.৮৫
১১	গ্যাস	২০.২	৯.৮	১১.৯	২.৭০	২২.৬৯
১২	কর ও শুল্ক	১০.৭	৯.২	৯.৪	২.৬৩	২৮.০৩
১৩	বীমা	৫.১	৪.৯	৪.৯	০.৮৪	১৭.০৮
১৪	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	০.৯	২.২	১.৫	০.৪০	২৫.৯৮
১৫	ব্যাংকিং	১.১	১.১	১.১	০.২২	১৯.৯৩
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	৭.১	৫.৩	৫.৭	১.১১	১৯.৬৮
১৭	**সার্বিক**	**৫৪.০**	**৪৬.৬**	**৪৯.৮**	০.৮৫	১.৭০

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন সেবা খাতে গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ*

ক্রমিক নম্বর	খাত	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)			Standard Error	Relative Error
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক		
১	গ্যাস	২৪,৪৫১**	৩৮,৫৫৫	৩৩,৮০৫	২৯৮৭.৯০	১১.৩১
২	বিচারিক সেবা	১১,৫১১	১৯,২৯২	১৬,৩১৪	২৮০০.৩০	৫.৮৩
৩	বীমা	১২,৪৯০	১৬,৪৫৮	১৪,৮৬৫	৩৪৫৬.৫৬	৪.৩০
৪	ভূমি সেবা	৭,৩৯৩	১৪,৩১৫	১১,৪৫৮	১৭৮০.১২	৬.৪৪
৫	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬,৯৬৫	৬,৯৭৫	৬,৯৭২	১১৪৬.৬৯	৬.০৮
৬	বিআরটিএ	৬,১৯৯	৬,৩৫৪	৬,৩১৮	৮৩৬.৫৭	৭.৫৫
৭	কর ও শুল্ক	৯২৮**	৬,০৩৫	৫,২১৩	১৩২৫.৭৬	৩.৯৩
৮	ব্যাংকিং	২,৭৪৬	৪,৮৫৭	৩,৯৮৫	৫২৩.৫৬	৭.৬১
৯	বিদ্যুৎ	২,৪৯৪	৪,৪৭৩	৩,০৩২	৪৩৭.৮৮	৬.৯২
১০	পাসপোর্ট	২,৯৯৪	২,৮১৪	২,৮৮১	১৫১.৮৪	১৮.৯৭
১১	এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১,৫০৫	১,৬১৮	১,৫৮৯	১১২.৫৯	১৪.১১
১২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৫৯৯	১২০৬	৯০৭	১২৪.৪৭	৭.২৮
১৩	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৪৮	৮৮৭	৭১৪	৭৪.৮৪	৯.৫৪
১৪	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩৯০	৫৯৩	৪৯৮	৭০.৭৪	৭.০৪
১৫	কৃষি	৪৩৫	৯৪৫	৪৮৪	৭০.৩০	৬.৮৯
১৬	অন্যান্য (নির্বাচন কমিশন, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	২,২৩৪	৬,১০০	৫,০৯২	৮৭৬.৮৭	৫.৮১
১৭	**খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ**	**৩,৯৩০**	**৭,৭৩৩**	**৫,৯৩০**	৬৪৮.৭৪	৯.১৪

* গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

**গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে গড় ঘুষের পরিমাণ সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণীত

পরিশিষ্ট ৭: প্রাক্কলন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী, ডিসেম্বর ২০১৭ এ প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১৬.৪১৮ কোটি[৫১]। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ ধরা হয়েছে। বিবিএস'র গণশুমারী ২০১১-এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাক্কলিত মোট খানার সংখ্যা ৩.৭৩১৪৩ কোটি।

[৫১] বিস্তারিত: http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Bangladesh_glance.pdf

পরিশিষ্ট ৮: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে সেবাগ্রহীতার হার ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহণকারীর হার (%)		দুর্নীতির শিকার (%)	
		নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
১	এনজিও (n=৬৯৯৮)	৭৭.১	২২.৯	৫.২	৫.৬
২	স্বাস্থ্য (সরকারি) (n=৯৫০৬)	৫৬.২	৪৩.৮	৩৭.৩	৩৮.৬
৩	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) (n=১৬৪১১)	৫৪.৫	৪৫.৫	৩০.২	২৯.৭
৪	বীমা (n=২৭২০)	৪৭.১	৫২.৯	১৬.০	৯.২
৫	ব্যাংকিং (n=১২৩১১)	৩০.০	৭০.০	৬.২	৩.৯
৬	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=১১৫৬৯)	২৩.৫	৭৬.৫	২৭.৭	২৩.৯
৭	গ্যাস (n=২৫৫)	১৯.৬	৮০.৪	৪৪.৫	৩৬.৬
৮	পাসপোর্ট (n=৯৬১)	১৮.১	৮১.৯	৬৯.৩	৬৫.২
৯	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=১৭৪৮)	১৩.৭	৮৬.৩	৭১.৪	৭২.৫
১০	বিদ্যুৎ (n=৯৩৬৬)	১৩.৮	৮৬.২	৩৪.৭	৩৯.০
১১	বিচারিক সেবা (n=১২০৬)	১৩.৩	৮৬.৭	৭১.৮	৫৯.৫
১২	ভূমি সেবা (n=২৬৬১)	৯.৩	৯০.৭	৪৭.৮	৪৭.৩
১৩	কর ও শুল্ক (n=৭২৬)	৯.২	৯০.৮	৭.১	১১.১
১৪	কৃষি (n=২৪৪৭)	৪.১	৯৫.৯	২২.৯	৪২.০
১৫	বিআরটিএ (n=৬০৪)	২.৩	৯৭.৭	৬৮.৪	৬৫.৯
১৬	অন্যান্য (n=২৯৮২)	৩৮.৮	৬১.২	১১.১	১৯.০
১৭	**সার্বিক (n=৪০১৫৫)**	**৪৫.৭**	**৫৪.৩**	**৩১.৮**	**৪৫.৫**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

পরিশিষ্ট ৯: বিভিন্ন সেবাখাতে সেবাগ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার*

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহণকারীর বয়স ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)				
		<=১৭ বছর	১৮-৩৫ বছর	৩৬-৫৪ বছর	৫৫-৬৪ বছর	৬৫>= বছর
১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩২.৬	৩৭.৮	৪৩.৩	৪৫.৭	৪৪.১
২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৮.৪	৩৯.৩	৩৫.৫	৪২.৫	৩১.৪
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩১.৩	২৭.০	৩২.০	৩৫.৭	৩৯.২
৪	বিদ্যুৎ	৩৮.৮	৩০.১	২২.৪	১৮.০	২০.২
৫	ব্যাংকিং	৪১.৮	৪০.৮	৩৮.১	৩৭.৮	৩৪.১
৬	এনজিও	১.৪	৪.৫	৫.১	৪.৮	৩.৩
৭	কৃষি	-	৪.৮	৫.৭	৫.৫	১১.৬
৮	ভূমি সেবা	-	৩৬.৮	৪১.৩	৩৭.৬	৫৩.৬
৯	বীমা	-	৪৭.৫	৪৯.৩	৪১.৯	৪৮.৫
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	-	৮.১	১৮.৩	১০.৮	৬.৮
১১	বিচারিক সেবা	-	৭৮.০	৬৭.৯	৬২.৭	৫৮.৫
১২	পাসপোর্ট	-	৬৪.৬	৬২.০	৫১.৪	৬০.৫
১৩	গ্যাস	-	৬৮.২	৬৪.৮	৫৬.৯	৪৯.৯
১৪	বিআরটিএ	-	৪৮.৩	৩২.৬	৩৫.১	৩৯.৯
১৫	কর ও শুল্ক	-	৭২.২	৫৯.৮	৫০.৭	-
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	-	৫.৫	১০.৬	৪.২	৩৮.৭
১৭	**সার্বিক**	**৩২.৬**	**৩৭.৮**	**৪৩.৩**	**৪৫.৭**	**৪৪.১**

* শতকরা হারসমূহ ভর দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে

\- সীমিত উপাত্ত বা উপাত্ত না থাকা

পরিশিষ্ট ১০: জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পিএসইউ নম্বর				লিস্টিং কোড			খানা কোড				

দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭

তথ্যদাতারসম্মতি গ্রহণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবামূলক খাতে অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা জানার লক্ষ্যে একটি খানা জরিপ পরিচালনা করছে। আমরা আপনার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে চাই। এ সাক্ষাৎকারটি আনুমানিক ৪০মিনিট ধরে চলতে পারে। আপনার দেওয়া তথ্য শুধু গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে। তথ্যদাতা হিসেবে আপনার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনি কি আমাদেরকে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত আছেন?

1=হ্যাঁ   2=না   তথ্যদাতার স্বাক্ষর (সম্মতি সাপেক্ষে)

বিভাগ ক: প্রাথমিক তথ্য

১. খানার পরিচিতি

ক্রমিক নম্বর			কোড
১	খানা প্রধানের নাম		
২	বিভাগ		
৩	জেলা		
৪	উপজেলা		
৫	ইউনিয়ন		
৬	এলাকার অবস্থান	1=গ্রাম/পল্লী; 2=শহর/নগর	
৭	তথ্যদাতার উপস্থিতি	1=উপস্থিত; 2=অনুপস্থিতি	
৮	যোগাযোগের ফোন/মোবাইল নম্বর (সম্মতিক্রমে)		

২. সাক্ষাৎকার বিষয়ক তথ্য

প্রশ্নপত্র পূরণের ধরন(সার্কেল করুন)	পরিদর্শন	সময়	তারিখ
1=সম্পূর্ণ পূরণকৃত 3=প্রত্যাখান 2=আংশিক পূরণকৃত	১ম পরিদর্শন		
	২য় পরিদর্শন		
	৩য় পরিদর্শন		

৩.তথ্য যাচাই

যাচাইয়ের ধরন	নাম ও পদবী	মন্তব্য	তারিখসহ স্বাক্ষর
1=অ্যাকোম্পানি চেক (AC)			
2=স্পট চেক (SC)			
3=ব্যাক চেক (BC)			
4=টেলিফোন চেক (TC)			
5=রেকর্ড চেক (RC)			

বিভাগ খ: খানার সদস্যদের তথ্য

১. খানা সম্পর্কিত তথ্য

খ.১.১	খ.১.২	খ.১.৩	খ.১.৪	খ১.৫	খ১.৬	খ.১.৭	খ.১.৮	খ.১.৯
সদস্যের ক্রমিক নম্বর	সদস্যদের নাম (খানা প্রধান হতে শুরু করতে হবে, খানা প্রধান ছাড়া অন্য কেউ যদি খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য হয় ২য় সারিতে ঐ সদস্যের নাম এবং পরবর্তীতে বয়সানুসারে নাম লিখতে হবে)	বয়স (বছর)	লিঙ্গ	শারিরীক/মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Disability) আছে?	প্রতিবন্ধকতার ধরন? (উল্লেখ করুন):	শুধু খানা প্রধান ও খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য		তথ্যদাতার ক্রমিক নম্বর
						শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

খ.১.৮ খানা প্রধানের ধর্ম: ☐

খ.১.৯ খানা প্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়: ☐

খ.১.৪ লিঙ্গ	1=নারী 2=পুরুষ 3=তৃতীয় লিঙ্গ			
খ.১.৫ শিক্ষাগত যোগ্যতা	1=প্রি-স্কুল 2=প্রাইমারি 3=মাধ্যমিক 4=উচ্চ মাধ্যমিক 5=স্নাতক (সম্মান) বা সমমান		6=স্নাতকোত্তর বা সমমান 7=উচ্চতর ডিগ্রী (দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা তদুর্ধ) 54=নিরক্ষর 55=সাক্ষর 56=কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, কিন্তু পড়তে ও লিখতে পারে	
খ.১.৬ পেশা	1=সরকারি চাকরি 2=বেসরকারি চাকরি 3=ক্ষুদ্র ব্যবসা 4=মাঝারি ব্যবসা 5=বৃহৎ ব্যবসা 6=আইনজীবী 7=ডাক্তার	8=ইঞ্জিনিয়ার 9=শিক্ষক 10=কৃষিকর্ম/মৎস চাষ 11=রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি/মেকানিক 12=দিনমজুর/ক্ষেতমজুর 13=পরিবহন শ্রমিক 14=জেলে	15=কামার/কুমার/তাঁতি /কুটির শিল্প/হস্তশিল্প 16=দর্জি 17=বাবুর্চি 18=মহুরী 19=জনপ্রতিনিধি/হেডম্যান/কারবারি 20=ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু	21=প্রবাসী 22=অবসরপ্রাপ্ত 23=শিক্ষার্থী 24=গৃহিনী 25=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): … 88=নিরুত্তর
খ.১.৮ ধর্ম	1=ইসলাম 2=হিন্দু 3=বৌদ্ধ 4=খ্রিস্টান 5=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): …			
খ.১.৯ নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	1=বাঙালী 2=অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী			

বিভাগ গ: খাতভিত্তিক জরিপের তথ্য

১. শিক্ষা

১.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি -ডিসেম্বর ২০১৭) আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সংক্রান্ত সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১.২ খানা সদস্যদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১.২.১	১.২.২	১.২.৩	১.২.৪	১.২.৫	১.২.৬	১.২.৭	১.২.৮			১.২.৯	১.২.১০		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের শ্রেণি (২০১৭ সালে যে শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেছে)	শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন (উত্তর ৪ বা ৫ হলে পরবর্তী খাতে যান)	গৃহীত সেবার ধরন	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ডোনেশন/ঘুষ/ নিয়ম- বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম- বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১.২.৪ শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন	1=জাতীয় পাঠ্যসূচি- বাংলা 2=জাতীয় পাঠ্যসূচি- ইংরেজি	3=বিদেশি পাঠ্যসূচি- ইংরেজি 4=কারিগরি 5=মাদ্রাসা	6=বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য) 7= অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১.২.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=সরকারি 2=বেসরকারি রেজিস্টার্ড (এমপিওভুক্ত)	3=স্বায়ত্তশাসিত 4=বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানা	5=এনজিও পরিচালিত
১.২.৬ সেবার ধরন	1=ভর্তি/পুনঃ ভর্তি 2=পরীক্ষার নিবন্ধন (ফরম ফিলআপ) 3=নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) 4=পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (নিয়মিত) 5=পরীক্ষায় অংশগ্রহণ (অনিয়মিত শিক্ষার্থী) 6=বই প্রাপ্তি (সরকারি) 7=প্রবেশপত্র	8=বিবিধ অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক/ক্রীড়া) 9=টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কসিট 10=ছাত্র/ছাত্রীবাসে সিট বরাদ্দ 11=সাজেশন/পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন দেওয়া 12=পাঠ গ্রহণ 13=মাসিক বেতন	14=উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি 15=স্কুল ফিডিং 16=শিক্ষা উপকরণ ক্রয় 17=কোচিং/প্রাইভেট টিউশন 18=শিক্ষা সফর 19=হোস্টেল/হল ফি 20=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১.২.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর		
১.২.৮ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=নির্দিষ্ট স্থান হতে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে বাধ্য হওয়া (পোশাক/বই/খাতা)	4=প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং/প্রাইভেট করতে বাধ্য হওয়া 5=সম্পূর্ণ সময় ক্লাস না হওয়া 6=নিয়মিত ক্লাস না হওয়া 7=সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার	8=স্বজনপ্রীতি 9=শারীরিক নির্যাতন 10=প্রশ্ন ফাঁস 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১.২.১০ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে	5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন করার জন্য	8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

২. স্বাস্থ্যসেবা

২.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭) আপনার খানার কোনো সদস্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) ☐

২.২ উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি বা আপনার খানার সদস্য কী ধরনের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছেন?

উত্তর: 1=সরকারি 2=বেসরকারি 3=এনজিও (উত্তর 2 বা 3 হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) ☐☐☐☐

২.৩ খানা সদস্যদের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

২.৩.১	২.৩.২	২.৩.৩	২.৩.৪	২.৩.৫	২.৩.৬	২.৩.৭				২.৩.৮	২.৩.৯		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	প্রতিষ্ঠানের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	বিভাগের নাম (এক ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করুন)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)				ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

২.৩.৩ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=কমিউনিটি ক্লিনিক 2=ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র 3=ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	4=উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স 5=জেলা সদর/ জেনারেল হাসপাতাল 6=মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	7=মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় 8=বিশেষায়িত হাসপাতাল (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়) 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
২.৩.৪ বিভাগের নাম	1=জরুরি বিভাগ 2=বহির্বিভাগ 3=অন্তর্বিভাগ		
২.৩.৫ সেবার ধরন	1=টিকিট ক্রয় 2=ডাক্তার দেখানো 3=হাসপাতাল হতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা 4=সাধারণ শয্যা/পেয়িং বেড/কেবিন 5=ট্রলি/হুইল চেয়ার ব্যবহার 6=ইনজেকশন/স্যালাইন পুশ	7=সেলাই/ ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং 8=অপারেশন 9=অ্যাম্বুলেন্স 10=প্রসূতি সেবা 11=ওষুধ 12=পথ্য 13=ব্লাড প্রেসার/ব্লাড সুগার/ওজন মাপা	14=সার্টিফিকেট গ্রহণ (রিলিজ, মৃত্যু, মারামারি ও মামলা সংক্রান্ত, ময়না তদন্ত রিপোর্ট, ধর্ষণের ডাক্তারি পরীক্ষা ও রিপোর্ট, ফিটনেস ইত্যাদি) 15=তথ্য সেবা 16=সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি 17=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):...
২.৩.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর		
২.৩.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ/বকশিশ আদায় 3=প্রয়োজনে ডাক্তার/স্বাস্থ্য সহকারি/কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার না পাওয়া (বহির্বিভাগ) 4=জরুরী প্রয়োজনের সময় ডাক্তার/নার্স না পাওয়া (অন্তর্বিভাগ) 5=ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গ করা (বহির্বিভাগ) 6=চিকিৎসার সময়ে ডাক্তারের কক্ষে ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি উপস্থিতি থাকা (বহির্বিভাগ)	7=নিম্নমানের পথ্য/খাবার (অন্তর্বিভাগ) 8=দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার হওয়া (সকল বিভাগ) 9=বেসরকারি ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া (সকল বিভাগ) 10=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 99=প্রযোজ্য নয়	
২.৩.৯ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=ভাংতি টাকা না থাকার অজুহাত 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর	

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

৩.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) [ ]

৩.২ খানা সদস্যদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৩.২.১	৩.২.২	৩.২.৩	৩.২.৪	৩.২.৫	৩.২.৬	৩.২.৭	৩.২.৮	৩.২.৯	৩.২.১০
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	প্রতিষ্ঠানের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	বিচার ও সালিশে সেবাগ্রহীতা খানা সদস্যের অবস্থান (৩.২.৪ এ বিচার বা সালিশ হলে, এ ঘর পূরণ করতে হবে)	বিচার বা সালিশের বিষয় (৩.২.৪ এ বিচার বা সালিশ হলে, এ ঘর পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)	ঘুষ/ নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)

৩.২.৩ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=ইউনিয়ন পরিষদ 2=পৌরসভা 3=সিটি কর্পোরেশন 4=উপজেলা পরিষদ 5=জেলা পরিষদ
৩.২.৪ সেবার ধরন	**ক. সনদ:** 1=জন্ম নিবন্ধন 2=মৃত্যু নিবন্ধন 3=নাগরিকত্ব 4=চারিত্রিক 5=ওয়ারিশ 6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
	খ. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি: 7=বয়স্ক ভাতা 8=বিধবা ভাতা 9=ভিজিডি 10=ভিজিএফ 11=টেস্ট রিলিফ 12=কাবিখা 13=কাবিটা 14=প্রতিবন্ধি ভাতা 15=মাতৃত্বকালীন ভাতা 16=কর্মসংস্থান কর্মসূচি 17=জিআর 18=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
	গ. বিচার ও সালিশ: 19=ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম্য আদালতের বিচারিক সেবা 20=সালিশ
	ঘ. হোল্ডিং কর: 21=হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর নির্ধারণ 22=হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর প্রদান
	ঙ. ট্রেড লাইসেন্স: 23=নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা 24=ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন
	চ. অন্যান্য: 25=টেন্ডার 26=ইজারা 27=পানি সেবা 28=ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তথ্য সেবা 29=তথ্য সেবা (আরটিআই ফরমের মাধ্যমে) 30=খাস জমি বরাদ্দের তালিকা প্রস্তুত 31=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):...
৩.২.৫ বিচার ও সালিশে সেবাগ্রহীতার অবস্থান	1=বাদী 2=বিবাদী 3=সাক্ষী
৩.২.৬ বিচার-সালিশের বিষয়	1=জমি সংক্রান্ত 2=বিবাহ সংক্রান্ত 3=পারিবারিক বিরোধ 4=মারামারি সংক্রান্ত 5=নারী নির্যাতন 6=রাজনৈতিক বিরোধ 7=ধার- দেনা সংক্রান্ত 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৩.২.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৩.২.৮ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=ওজনে কম দেওয়া 4=আত্মসাৎ 5=প্রতারণা 6=প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নির্বাচন বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 7=সময়ক্ষেপণ 8=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করা 9=কর নির্ধারণ সঠিকভাবে না করা 10=ধর্মীয় গোড়ামি 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
৩.২.১০ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পাওয়ার জন্য 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা দ্রুত সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৪. ভূমি সেবা

৪.১ গত এক বছরে(জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭) আপনার খানার কোনো সদস্য ভূমি সংক্রান্ত কোনো ধরনের সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

৪.২ খানা সদস্যদের ভূমি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

৪.২.১	৪.২.২	৪.২.৩	৪.২.৪	৪.২.৫	৪.২.৬			৪.২.৭	৪.২.৮		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	প্রতিষ্ঠানের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৪.২.৩ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=তহশিল অফিস (ইউনিয়ন ভূমি অফিস) 2=উপজেলা ভূমি অফিস (এসিল্যান্ড) 3=উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস 4=উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস 5=জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস 6=জেলা রেকর্ড রুম 7=জেলা প্রশাসক অফিস [এল.এ শাখা, অতি: জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিস]	8=ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর 9=ভূমি মন্ত্রণালয় (ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড) 10=কারবারি 11=হেডম্যান 12=পার্বত্য জেলা পরিষদ 13=জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ 14=রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (প্লট বরাদ্দ) 15=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৪.২.৪ সেবার ধরন	1=দলিল রেজিস্ট্রেশন (সাব কাবলা, আম মোক্তারনামা, হেবা/উইল/দানপত্র) 2=নামজারী (মিউটেশন) 3=ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা/দাখিলা 4=ভূমি জরিপ 5=ভূমি অধিগ্রহণ 6=প্লট বরাদ্দ	7=ইজারা (অকৃষি খাসজমি, জলমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি) 8=অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন 9=ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি 10=কৃষি খাস জমি বরাদ্দ 11=গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলাইটেশন) প্রকল্প 12=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৪.২.৫ দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
৪.২.৬ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=জরিপের সময় ভূমির পরিমাণ কম দেখানো 4=জরিপের সময় ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন 5=সময়ক্ষেপণ 6=স্বজনপ্রীতি	7=যোগসাজশের মাধ্যমে ইজারা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা 8=রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 9=দালাল/উমেদারের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হওয়া 10=দালাল/উমেদার কর্তৃক হয়রানি 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
৪.২.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৫. কৃষি সেবা

৫.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি -ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কৃষি বিষয়ক কোনো সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ ২=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

৫.২ খানা সদস্যদের কৃষি সংক্রান্ত গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

৫.২.১	৫.২.২	৫.২.৩	৫.২.৪	৫.২.৫	৫.২.৬			৫.২.৭	৫.২.৮		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবার উৎস/প্রতিষ্ঠান (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে) (ভর্তুকী ব্যতীত)	ভর্তুকির ক্ষেত্র	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৫.২.২ সেবার ধরন	1=সার প্রাপ্তি 2=বীজ প্রাপ্তি 3=ভর্তুকি সেবা 4=কৃষি বিষয়ক পরামর্শ 5=কৃষি খামার প্রদর্শনী 6=কীটনাশক 7=দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র কৃষক ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিলে অন্তর্ভুক্তি 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৫.২.৩ সেবার উৎস/প্রতিষ্ঠান	1=ডিলার 2=বিএডিসি 3=জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস 4=সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা 5=এনজিও 6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 99=প্রযোজ্য নয়
৫.২.৪ ভর্তুকির ক্ষেত্র	1=বীজ 2=সার 3=জ্বালানি 4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 99=প্রযোজ্য নয়
৫.২.৫ দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৫.২.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=সময়মতো সার/বীজ/কীটনাশক সরবরাহ না পাওয়া 4=নিম্নমানের সার/বীজ প্রাপ্তি 5=সময়মত পরামর্শ না দেওয়া 6=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 7=প্রভাব বিস্তার 8= স্বজনপ্রীতি 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
৫.২.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=মানসম্মত সার/বীজ পাওয়ার জন্য 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৬. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

৬.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনারখানার কোনো সদস্য পুলিশ বা অন্য কোনো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে সেবা নিয়েছেন বা কোনোরকম মিথস্ক্রিয়া হয়েছে কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

৬.২ খানা সদস্যদের আইন-শৃঙ্খলা সংস্থার গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৬.২.১	৬.২.২	৬.২.৩	৬.২.৪	৬.২.৫			৬.২.৬	৬.২.৭			৬.২.৮	৬.২.৯		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	বিভাগ/সংস্থার ধরন (একাধিক বিভাগ/সংস্থা হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	ঘটনা/ইস্যু/ অপরাধের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম- বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম- বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৬.২.৩ বিভাগ/সংস্থার নাম	1=থানা পুলিশ 2=ট্রাফিক পুলিশ 3=হাইওয়ে পুলিশ	4=র‍্যাব 5=আনসার 6=ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি)	7=স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) 8=সিআইডি 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৬.২.৪ সেবার ধরন	1=জিডি করা 2=এফআইআর/কেস ফাইল 3=মৌখিকভাবে জানানো 4= তদন্ত 5=চার্জশিট দেওয়া	6=গ্রেপ্তার 7=ট্রাফিক সংক্রান্ত 8=নিরাপত্তা চাওয়া 9=পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) 10=অন্যান্য ভেরিফিকেশন/পুলিশ ক্লিয়ারেন্স	11=গাড়ি রিকুইজিশন 12=সুরতহাল রিপোর্ট 13=দখল উচ্ছেদ 14=ভাড়াটিয়ার তথ্য সংগ্রহ 15=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 88=নিরুত্তর
৬.২.৫ ঘটনা/ইস্যু/ অপরাধের ধরন	1=হত্যা 2=চুরি বা ডাকাতি 3=মারামারি 4=ছিনতাই 5=চাঁদাবাজি 6=জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ 7=নারী ও শিশু নির্যাতন 8=প্রতারণা	9=অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ 10=হারানো 11=ভয়ভীতি 12=ট্রাফিক আইন লংঘন/বা ট্রাফিক সংক্রান্ত 13=রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা 14=রাজনৈতিক মামলা 15=পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) 16=ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স	17=গ্রেফতার 18=পুলিশ কর্তৃক গাড়ি রিকুইজিশন নেয়া 19=হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক গাড়ি আটক 20=মাদক বা চোরাচালান 21=আত্মহত্যা 22=গুম করা/হওয়া 23=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 88=নিরুত্তর
৬.২.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর		
৬.২.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=জিডি বা এফআইআর (মামলা) গ্রহণে অবহেলা বা সময়ক্ষেপণ 4=অসদাচরণ 5=ভয়ভীতি প্রদর্শন 6=প্রতারণা 7=মিথ্যা এফআইআর/চার্জশীট প্রদান 8=মিথ্যা মামলায় জড়ানো 9=সময়মতো বা সঠিকভাবে চার্জশীট প্রদান না করা 10=আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক চাঁদাবাজী করা 11=থানায় নির্যাতন করা 12=ক্রস ফায়ারের ভয়ভীতি প্রদর্শন	13=পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) রিপোর্ট দিতে দেরি করা বা ভুল তথ্য দেওয়া 14=ভেরিফকেশন/ক্লিয়ারেন্স (অন্যান্য) সাটিফিকেট দিতে দেরি করা বা ভুল তথ্য দেওয়া 15=মামলার আলামত নষ্ট বা আলামত সংগ্রহে স্পট ভিজিট না করা 16=বিনা কারণে গ্রেফতার করা 17=অবৈধভাবে কোর্টে চালান করা 18=সময়মতো চালান না করা 19=থানা হাজতে শারীরিক নির্যাতন 20=অর্থের বিনিময়ে গ্রেফতার 21=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়	
৬.২.৯ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=অবৈধ সুবিধা বা সুযোগ প্রাপ্তির জন্য 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানিনা 88=নিরুত্তর	

৭. বিচারিক সেবা

৭.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো আদালত থেকে বিচারিক সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

৭.২ খানা সদস্যদের গৃহীত বিচারিক সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৭.২.১ কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	৭.২.২ মামলার বিষয়বস্তু	৭.২.৩ আদালতের ধরন (সর্বশেষ যে আদালতে মামলাটি পরিচালিত হয়েছিল/ হচ্ছে)	৭.২.৪ মামলা চলার সময়কাল			৭.২.৫ দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	৭.২.৬ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			৭.২.৭ ঘুষ দিতে হলে, কে ঘুষ চেয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			৭.২.৮ কাকে দেওয়ার জন্য ঘুষ চেয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)			৭.২.৯ ঘুষ/নিয়ম - বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	৭.২.১০ ঘুষ বা নিয়ম- বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		
			ক বছর	খ মাস	গ দিন														

৭.২.২ মামলার বিষয়বস্তু	1=হত্যা 2=ডাকাতি 3=বেআইনি সমাবেশ/দাঙ্গা/মারামারি 4=ছিনতাই/চাঁদাবাজি 5=প্রতারণা 6=আঘাত 7=চুরি 8=নারী ও শিশু নির্যাতন 9=পারিবারিক সহিংসতা 10=সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 11=বিবাহ বিচ্ছেদ 12=জমি/সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ 13=অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ 14=বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা 15=রীট 16=আপিল 17=রিভিউ 18=রিভিশন 19=ভূমি জরিপ 20=মাদক সংক্রান্ত 21=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 88=নিরুত্তর
৭.২.৩ আদালতের ধরন	**1=জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালতসমূহ** (সহকারী জজ আদালত, সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, জেলা জজ আদালত) **2=ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারী আদালতসমূহ** (জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, যুগ্ম মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত) **3=বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল** (শ্রম আদালত, পারিবারিক আদালত, অর্থ ঋণ আদালত, আয়কর ট্রাইবুনাল, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল, নির্বাচন ট্রাইবুনাল, জননিরাপত্তা ট্রাইবুনাল, নারী শিশু নির্যাতন দমন আদালত, ভূমি জরিপ ট্রাইবুনাল ইত্যাদি) **4=হাইকার্ট বিভাগ** **5=আপীল বিভাগ** **6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...** **77=জানি না**
৭.২.৫ দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৭.২.৬ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাব বিস্তার 4=নির্ধারিত ফি প্রদান করা স্বত্তেও আইনজীবী/আইনজীবী সহকারি/মুহুরীর অতিরিক্ত টাকা দাবি 5=নির্ধারিত ফি প্রদান কারা স্বত্তেও আইনজীবী সময় দিতে চায় না 6=আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে না 7=আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে মক্কেলকে অবহিত করে না 8=আইনজীবী উদ্দেশ্যমূলকভাবে সময়ক্ষেপণ করে 9=আইনজীবী সহকারী/মুহুরীর মাধ্যমে হয়রানি 10=আদালত সংশিষ্ট কর্মচারীদের অসহযোগিতা 11=আদালত সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা 12=প্রতারণা 13=জালিয়াতি 14=দালালের মাধ্যমে হয়রানি 15=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 88=নিরুত্তর 99=প্রযোজ্য নয়
৭.২.৭ কে ঘুষ চেয়েছে?	1=উচ্চমান সহকারি 2=সেরেস্তাদার 3=পেশকার 4=নিম্নমান সহকারি/কম্পিউটার অপারেটর 5=জারিকারক/প্রসেস সার্ভেয়ার 6=এম এল এস এস/পিয়ন 7=বিচারক/জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 8=নিয়োগকৃত আইনজীবী/উকিল 9=আইনজীবী/উকিলের সহকারী/মুহুরী 10=সরকার পক্ষীয় আইনজীবী/উকিল (পিপি, এপিপি, জিপি, এজিপি) 11=কোর্ট পুলিশ 12=দালাল 13=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৭.২.৮ **কাকে দেওয়ার জন্য ঘুষ চেয়েছে?**	1=উচ্চমান সহকারি 2=সেরেস্তাদার 3=পেশকার 4=নিম্নমান সহকারি/কম্পিউটার অপারেটর 5=জারিকারক/প্রসেস সার্ভেয়ার 6=এম এল এস এস/ পিয়ন 7=বিচারক/জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 8=নিয়োগকৃত আইনজীবী	9=আইনজীবী সহকারী/মুহুরী 10=সরকার পক্ষীয় আইনজীবী (পিপি, এপিপি, জিপি, এজিপি) 11=কোর্ট পুলিশ 12=দালাল 13=নিজের জন্য চেয়েছে 14=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৭.২.১০ **ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ**	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=দ্রুত শুনানী হওয়ার জন্য/দ্রুত সেবা পেতে/কজ লিস্টে মামলার সিরিয়াল তোলা বা সিরিয়াল আগে করার জন্য 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য	8=শুনানীর তারিখ পিছানোর জন্য 9=সমন বা নোটিশ জারী করানোর জন্য 10=জামিন করানোর জন্য 11=ডকুমেন্ট উত্তোলনের জন্য 12=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানিনা 88=নিরুত্তর

৮. বিদ্যুৎ সেবা

৮.১ আপনার খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না

৮.২ গত এক বছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে কোনো ধরনের সেবা নিয়েছেন বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছিল কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) [ ]

৮.৩ খানা সদস্যদের গৃহীত বিদ্যুৎ সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৮.৩.১	৮.৩.২	৮.৩.৩	৮.৩.৪	৮.৩.৫	৮.৩.৬			৮.৩.৭	৮.৩.৮		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	সংস্থার নাম (একাধিক সংস্থা হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গ্রাহকের ধরণ (একাধিক ধরনের গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৮.৩.২ সংস্থার নাম	1=বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) 2=ডিপিডিসি 3=ডেসকো 4=পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি 5=ওজোপাডিকো 6=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৮.৩.৩ গ্রাহকের ধরন	1=আবাসিক 2=অনাবাসিক 3=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৮.৩.৪ সেবার ধরন	**ক. নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত** 1=নতুন সংযোগের জন্য আবেদন 2=নতুন সংযোগ গ্রহণ 3=পুন:সংযোগ 4=বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন/সরবরাহ 5=সাব-মিটার সংযোজন 6=অন্যান্য (উল্লেক করুন): .... **খ. মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা** 7=মিটার রিডিং 8=বিল দেওয়া/কার্ড রিফিল করা 9=মিটার সংযোজন বা পরিবর্তন 10=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৮.৩.৫ দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর
৮.৩.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=সময়ক্ষেপণ 4=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 5=প্রভাব বিস্তার 6=মিটার না দেখেই বিল প্রদান 7=মিটার রিডার কর্তৃক অবৈধ সহকারী'র মাধ্যমে মিটার রিডিং গ্রহণ ও বিল প্রদান 8=মিটার সংযোজনে হোল্ডিংয়ের দূরত্বের অতিরিক্ত চার্জ দাবী 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
৮.৩.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=মিটার রিডিং কমানোর জন্য 8=অর্থের বিনিময়ে বিল কমিয়ে দেওয়া 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

৯. ব্যাংকিং সেবা

৯.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো ব্যাংক থেকে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

৯.২খানা সদস্যদের গৃহীত ব্যাংকিং সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

৯.২.১	৯.২.২	৯.২.৩	৯.২.৪	৯.২.৫	৯.২.৬			৯.২.৭	৯.২.৮		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (একাধিক সেবার গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

৯.২.৩ প্রতিষ্ঠান/ব্যাংকের ধরন	1=রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক 2=কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক 3=অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক	4=বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক 5=বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক	6=গ্রামীণ ব্যাংক 7=অন্যান্য অ-তফসিলি ব্যাংক (যেমন: জুবিলি ব্যাংক)
৯.২.৪ ব্যাংকিং সেবার ধরন	1=হিসাব খোলা 2=টাকা জমা 3=টাকা উত্তোলন 4=ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ 5=ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ 6=ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ 7=গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ 8=কৃষি ঋণ	9=ক্রেডিট কার্ড 10=পে/মানি অর্ডার/টিটি 11=এলসি খোলা 12=রেমিট্যান্স উত্তোলন 13=বেতন ও ভাতা উত্তোলন 14=মেয়াদি সঞ্চয়ী 15=ডিপিএস 16=বিদুৎ বিল পরিশোধ	17=পাসপোর্টের ফি জমা 18=হোল্ডিং কর জমা 19=ট্রেড লাইসেন্সের ফি/নবায়ন ফি জমা 20=অন্যান্য পরিসেবার বিল পরিশোধ 21=সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন 22=সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত 23=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
৯.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর		
৯.২.৬ দুর্নীতির/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূতত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=সময়ক্ষেপণ 4=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 5=অসদাচারণ	6=প্রতারণা 7=মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান/তথ্য গোপন করা 8=সেবা প্রদানে অনীহা/অসহযোগিতা 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 99=প্রযোজ্য নয়	
৯.২.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=কাগজপত্র সঠিক না থাকা সত্ত্বেও ঋণ পাওয়ার জন্য 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 77=জানি না 88=নিরুত্তর	

১০. বিআরটিএ-এর সেবা

১০.১ বিগত এক বছরের মধ্যে (জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য বিআরটিএ হতে মোটরযান চালক/মালিক হিসেবে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ ২=না **(উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)** [ ]

১০.২ খানার সদস্যদের বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১০.২.১	১০.২.২	১০.২.৩	১০.২.৪	১০.২.৫	১০.২.৬			১০.২.৭	১০.২.৮		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	সেবা গ্রহীতার ধরন	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	কার সহযোগিতায় সেবা নিয়েছেন?	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১০.২.২ সেবাগ্রহীতার ধরণ	1=মোটরযান চালক 2=মোটরযান মালিক	
১০.২.৩ সেবার ধরন	1=ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ 2=ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন 3=ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ 4=হারানো/ডুপ্লিকেট লাইসেন্স সংগ্রহ 5=রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন 6=ফিটনেস সনদ 7=রুট পারমিট	8=ট্যাক্স টোকেন 9=মালিকানা/ব্যবসার ঠিকানা বদল 10=কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তি 11=হারানো নথি/সনদ সংগ্রহ 12=জরিমানা জমা দেয়া 13=গাড়ির কাগজপত্র জমা দেয়া 14=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১০.২.৪ কার সহযোগিতায় সেবা নিয়েছেন	1=দালাল 2=সমিতির সহযোগিতায় 3=পরিচিত ব্যক্তি	4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১০.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
১০.২.৬ দুর্নীতির/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূতত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়া/প্রদান 4=ড্রাইভিং পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন 5=বৈধ/সঠিক লাইসেন্স না পাওয়া 6=সময়ক্ষেপণ 7=প্রতারণা 8=দালাল নির্ভর সেবা/হয়রানি	9=ফিটনেস পরীক্ষা ছাড়া/গাড়ি বিআরটিএ অফিসে হাজির না করে ফিটনেস সনদ সংগ্রহ 10=রেকর্ডবুকে হিসাব/নথি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া 11=স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব 12=বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া 13=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১০.২.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=প্রভাব বিস্তার	8=পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়ার জন্য 9=পরীক্ষায় পাশ করার জন্য 10=আনফিট গাড়ির কাগজপত্র সংগ্রহ করতে 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১১. কর ও শুল্ক

১১.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো কর (ট্যাক্স) দিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না

১১.২ গত এক বছর (জানুয়ারি- ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো শুল্ক (কাস্টমস) দিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (১১.১ ও ১১.২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাতে/সেকশনে চলে যান)

১১.৩খানার সদস্যদের কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১১.৩.১	১১.৩.২	১১.৩.৩	১১.৩.৪	১১.৩.৫			১১.৩.৬	১১.৩.৭		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা গ্রহণকারীর ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের সেবা গ্রহণকারী হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১১.৩.২ সেবার ধরন	1=আয়কর 2=ভ্রমণ কর 3=ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর)	4=আমদানি-রপ্তানি শুল্ক 5=পণ্য শুল্ক (এয়ারপোর্টে/স্থলবন্দর)	6=ডাক শুল্ক 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১১.৩.৩ সেবা গ্রহণকারীর ধরন	1=ব্যক্তিগত 2=বাণিজ্যিক (ব্যবসায়িক প্রয়োজনে)		
১১.৩.৪ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর		
১১.৩.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূতত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় ঘুষ 3=সময়ক্ষেপণ 4=আইনের ধারার অযুহাত দেখিয়ে হয়রানি 5=প্রভাব বিস্তার	6=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 7=ফাইল আটকিয়ে রাখা/ফাইল হারিয়ে ফেলা 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়	
১১.৩.৭ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 8=নির্ধারিত সময়ে কর বা শুল্ক নির্ধারণ করতে 5=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 6=অ্যাসেসমেন্ট সঠিক না হওয়ার কারণে	7=প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল না থাকায় 8=মামলা থেকে অব্যহতি পেতে 9=ধার্য্যকৃত করের পরিমাণ কমাতে/কর কম দিতে 10=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর	

১২. এনজিও

১২.১গত এক বছরে (জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনও এনজিও (*সমবায় সমিতি নয়*) থেকে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ ২=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) [ ]

১২.২ খানার সদস্যদের এনজিও সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১২.২.১	১২.২.২	১২.২.৩	১২.২.৪	১২.২.৫			১২.২.৬	১২.২.৭		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	এনজিও'র ধরন (একাধিক এনজিও থেকে সেবা নিলে ভিন্ন সারিতে তথ্য নিন)	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা নিলে, ভিন্ন সারিতে তথ্য নিন)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১২.২.২ এনজিও'র ধরন	1=স্থানীয় 2=জাতীয় 3=আন্তর্জাতিক 4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... **(স্থানীয় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে থাকলে তার তথ্য নেওয়ার দরকার নেই)**
১২.২.৩ সেবার ধরন	1=ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ এবং সঞ্চয় 2=শিক্ষা 3=স্বাস্থ্য 4=বিশুদ্ধ পানি 5=স্যানিটারি ল্যাট্রিন 6=ত্রাণ 7=পুনর্বাসন 8=আইনি সহায়তা 9=আয়বর্ধণমূলক কর্মসূচি (কৃষি, জীবন-জীবিকা, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরণ, মৌমাছি পালন ইত্যাদি) 10=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):...
১১.৩.৪ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর
১২.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=স্বজনপ্রীতি 4=বরাদ্দের তুলনায় পরিমাণে কম দেওয়া 5=অপ্রয়োজনীয় অন্য সেবা গ্রহণে বাধ্য করা 6=প্রতারণা 7=গালিগালাজ/ভয় প্রদর্শন/শারীরিক নির্যাতন 8=আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা/আত্মসাৎ 9=তদারকির অভাব 10=সঞ্চয় নিয়ে উধাও 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১২.২.৭ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=যোগ্য না হয়েও সেবা পেতে 8=নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণার অভাব 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৩. পাসপোর্ট সেবা

১৩.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য পাসপোর্ট সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) [ ]

১৩.২ খানার সদস্যদের পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৩.২.১	১৩.২.২	১৩.২.৩	১৩.২.৪	১৩.২.৫	১৩.২.৬			১৩.২.৭	১৩.২.৮			১৩.২.৯	১৩.২.১০		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	অফিসের ধরন	পাসপোর্টের ধরন	আবেদনের ধরন	কার সহযোগিতায় সেবা নিয়েছেন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৩.২.৩ পাসপোর্ট অফিসের ধরন	1=আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস	2=বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস
১৩.২.৪ পাসপোর্ট ধরন	1=নতুন	2=রি-ইস্যু
১৩.২.৫ আবেদনের ধরণ	1=সাধারণ	2=জরুরী
১৩.২.৬ কার সহযোগিতায় সেবা নিয়েছেন	1=দালাল 2=পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী 3=পরিচিত ব্যক্তি	4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১৩.২.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
১৩.২.৮ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 4=সময়ক্ষেপণ 5=আত্মসাৎ	6=প্রতারণা 7=দালালের সহযোগিতা নিতে বাধ্য করা 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১৩.২.৯ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়	7=নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানা 8=দীর্ঘ লাইন এড়িয়ে চলার জন্য 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৪. বীমা সেবা

১৪.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো বীমা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: ১=হ্যাঁ ২=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান) ☐

১৪.২ খানার সদস্যদের বীমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৪.২.১	১৪.২.২	১৪.২.৩	১৪.২.৪	১৪.২.৫			১৪.২.৬	১৪.২.৭		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	প্রতিষ্ঠানের ধরন (একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত বীমার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের বীমা সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৪.২.২ প্রতিষ্ঠানের ধরন	1=সরকারি 2=বেসরকারি	3=বৈদেশিক 4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৪.২.৩ বীমার ধরন	1=জীবন বীমা 2=স্বাস্থ্য বীমা 3=শিক্ষা বীমা 4=সঞ্চয় বীমা	5=আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা 6=অবসর বীমা 7=মোটরযান বীমা 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৪.২.৪ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
১৪.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=কিস্তির টাকা আত্মসাৎ/বীমার টাকা আত্মসাৎ 4=তথ্য গোপন করা/বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করা/মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান করা	5=বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সেসব সুবিধা না দেয়া 6=বীমার দাবি পরিশোধে দীর্ঘসূত্রতা/সময়ক্ষেপণ 7=অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল জমা দিতে চাপ প্রদান 8=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১৪.২.৭ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	6=নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানা 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৫. গ্যাস সেবা

১৫.১ আপনার খানায় গ্যাস সংযোগ আছে কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না

১৫.২ গত এক বছরে (জানুয়ারি -ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য গ্যাস বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান)

১৫.৩ খানার গ্যাস সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৫.৩.১	১৫.৩.২	১৫.৩.৩	১৫.৩.৪	১৫.৩.৫	১৫.৩.৬			১৫.৩.৭	১৫.৩.৮		
কে সেবা নিতে গিয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী- খ.১.১)	সংস্থা নাম (একাধিক সংস্থা হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গ্রাহকের ধরণ (একাধিক সেবার গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গৃহীত সেবার ধরন (একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৫.৩.২ সংস্থার নাম	1=তিতাস গ্যাস কোম্পানি লি. 2=বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. 3=জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. 4=পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি.	5=কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. 6=সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লি. 7=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৫.৩.৩ গ্রাহকের ধরন	1=আবাসিক (মিটার ভিত্তিক) 2=আবাসিক (মিটার ছাড়া)	3=বাণিজ্যিক 4=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৫.৩.৪ সেবার ধরন	1=নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করা 2=নতুন সংযোগ 3=পুন:সংযোগ 4=সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা 5=জরিপ/সম্ভাব্যতা যাচাই 6=রাইজার/আরএমএস মেরামত/স্থানান্তর	7=মালিকানা নাম পরিবর্তন 8=মিটার রিডিং 9=গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস 10=গ্যাসের চুলা হ্রাস/বৃদ্ধি 11=লাইন/সংযোগ সম্প্রসারণ 12=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৫.৩.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
১৫.৩.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=অযথা বিলম্ব করা/সময়ক্ষেপণ 4=প্রভাব বিস্তার/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ 5=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা 6=মিটার না দেখেই বিল প্রদান 7=আইনের ধারার অজুহাত দেখিয়ে হয়রানি	8=দায়িত্ব পালনে অবহেলা 9=ফাইল আটকিয়ে রাখা 10=ফাইল হারিয়ে ফেলা 11=সম্ভাব্যতা যাচাই না করে রিপোর্ট প্রদান 12=দালালের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হওয়া 13=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১৫.৩.৮ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে 6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানা	8=প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল না থাকায় 9=জরিমানার অর্থ কমানোর জন্য 10=বিল কমানোর জন্য 11=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৬. অন্যান্য সেবা খাত/প্রতিষ্ঠান

১৬.১ গত এক বছরে (জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০১৭) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য অন্য কোনোসরকারি সেবা খাত হতে সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর: 1=হ্যাঁ 2=না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী বিভাগে চলে যান) [ ]

১৬.২ খানার সদস্যদের অন্যান্য সরকারি খাতে সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১৬.২.১	১৬.২.২	১৬.২.৩	১৬.২.৪	১৬.২.৫			১৬.২.৬	১৬.২.৭		
কার জন্য সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	কার মাধ্যমে সেবা নেওয়া হয়েছে (পরিচিতির ছক অনুযায়ী-খ.১.১)	সেবা খাত/প্রতিষ্ঠান (একাধিক খাত/প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর হতে পারে)		

১৬.২.৩ সেবা খাত/ প্রতিষ্ঠান	1=বিটিসিএল 2=নির্বাচন কমিশন 3=ডাক বিভাগ 4=ওয়াসা 5=ডিসি অফিস 6=সমাজসবা অধিদপ্তর	7=মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 8=যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 9=ইউএনও অফিস 10=পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন 11=বিআরডিবি 12=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
১৬.২.৪ দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার	1=হ্যাঁ 2=না 77=জানি না 88=নিরুত্তর	
১৬.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	1=ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় (রশিদ ব্যতিত) 2=জোরপূর্বক বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় 3=আত্মসাৎ 4=স্বজনপ্রীতি 5=তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা	6=প্রতারণা 7=অযথা বিলম্ব করা/সময়ক্ষেপণ 8=প্রভাব বিস্তার/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 99=প্রযোজ্য নয়
১৬.২.৭ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ	1=বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় 2=টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না 3=হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য 4=যথাসময়ে সেবা পেতে 5=নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	6=নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় 7=নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানা 8='এল আর ফান্ড'/বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে অর্থ আদায় 9=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ... 77=জানি না 88=নিরুত্তর

১৭. দুর্নীতি প্রতিরোধে আপনার সুপারিশগুলো কী কী? [ ] [ ] [ ] [ ]

1=দুর্নীতিতে জড়িতদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনা এবং শাস্তি প্রদান করা
2=স্থানীয় পর্যায়ে সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে কমিউনিটি'র ভূমিকা বৃদ্ধি
3=সেবা প্রদান পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা
4=তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রদানকারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কমিয়ে আনা
5=নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন
6=জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিক বরাদ্দ বৃদ্ধি
7=জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি
8=তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন
9=তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন
10=প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সৃষ্টি
11=সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ
12= জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে
13=রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার
14=অভিযোগ বাক্সের মাধ্যমে বা ফোনে (হটলাইন) অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ
15=দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা
16=গণশুনানী আয়োজন করা
17=অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...
77=জানি না
88=নিরুত্তর

বিভাগ ঘঃ খানার আর্থ-সামাজিক তথ্য

১৮.১ খানার মাসিক খরচ

ক্রমিক নম্বর	খরচের খাত	পরিমাণ (টাকায়)
১	খাদ্য বাবদ	
২	বাড়ি ভাড়া বাবদ	
৩	শিক্ষা/লেখাপড়া বাবদ	
৪	চিকিৎসা বাবদ	
৫	বস্ত্র/পোষাক-পরিচ্ছদ বাবদ	
৬	অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...	
মোট টাকা		

১৮.২ খানার মাসিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭)

ক্রমিক নম্বর		পরিমাণ (টাকায়)
১	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় ও নগদ জমা	
২	বিনিয়োগ (শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য)	

১৮.৩ খানার মাসিক আয় (সকল উপার্জনকারী সদস্যের মোট আয়)

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎস	পরিমাণ (টাকায়)
১	কৃষিজাত পণ্য/ফসল হতে আয় (উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে)	
২	মাছ, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন হতে আয় (উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে)	
৩	চাকরি/দিন মজুরি হতে আয়	
৪	ব্যবসা হতে আয়	
৫	বাড়ি/দোকান/অন্যান্য স্থাপনা ভাড়া বাবদ আয়	
৬	বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ	
৭	দেশের অন্য স্থান হতে প্রেরিত অর্থ	
৮	অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ...	
মোট টাকা		

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর অঙ্গীকারনামা

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সত্য ও সঠিক এবং নির্দেশনাবলী অনুসারে তথ্যদাতারকাছ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং একইসাথে পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ভালভাবে চেক করার পর তথ্য সংগ্রহ স্থল ত্যাগ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর: ....

তথ্য সংগ্রহের তারিখ:..

ফিল্ড সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর (তারিখসহ):...

পরিমার্জিত সংস্করণ: ৫ নভেম্বর ২০১৮